



মৃত্যুর ৯ মাস পর
'এমি' জিতলেন রব
রাইনার পৃষ্ঠা ২২

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 10 September 2026, 10th Year, Issue 495, 40 Pages

তুলির স্পর্শে
ফ্যাশনের রঙ
পৃষ্ঠা ৩৪



বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৬ ভাদ্র ১৪৩৩, ২৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯৫, পৃষ্ঠা ৪০



সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

জালিয়াতির অভিযোগ
ডব্লিউএইচও
থেকে পুতুলের
পদত্যাগ

বিশেষ প্রতিনিধি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ক্ষমতাত্যাগ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। জাতিসংঘের এই সংস্থা এবং বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের করা প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগের তদন্তের মুখে বৃধবার তিনি পদত্যাগ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে তার পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স সায়মা ওয়াজেদের পদত্যাগপত্রটি দেখেছে। এতে তিনি ডব্লিউএইচও'র মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম যেরেয়েসাসকে জানান, দায়িত্ব পালনে তাকে বাধা দেয়ায় সংস্থার নেতৃত্বের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরান যুদ্ধ শেষ হবে

বলছেন ট্রাম্প

ইরান ধ্বংসের কাছাকাছি রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরেই সংঘাতের অবসান চাইবে।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃধবার বলেছেন, তিনি আশা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরান তার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা বন্ধ করবে। একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের দাম কমার সম্ভাবনা কম।

ডালাসে রিপাবলিকান পার্টির মধ্যবর্তী নির্বাচনসংক্রান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প দাবি করেন, রাজনৈতিকভাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ইরান নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

গ্যাসের দাম কমতে কতটা সময় লাগবে—এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর পর্যন্ত হয়তো আরও কিছুটা সময় লাগবে।’ তিনি বলেন, ‘ইরান নির্বাচনে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১



যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ইরানের বিরুদ্ধে ‘কঠোর অর্থনৈতিক অভিযান’

আল-জাজিরা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে ‘সবচেয়ে কঠোর অর্থনৈতিক অভিযান’ চালানোর ঘোষণা দিয়েছেন। দুই দেশের যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা অচলাবস্থায় পড়ার মধ্যে ওয়াশিংটন তেহরানের ওপর চাপ আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার

সময় তিনি এ ঘোষণা দেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করা যেকোনো দেশকে ‘ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিণতির’ মুখে পড়তে হবে।

বৃধবার ট্রাম্প সোশ্যালের দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ইরান একটি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

চার ভাগে বিভক্ত ফোবানার এক অংশে গেলেন মন্ত্রী আরিফুল

যুক্তরাষ্ট্র

প্রবাসীদের প্রশ্ন, ‘৪০তম ফোবানা’ যদি একই সময়ে চার জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে কোনটি আসল ফোবানা?

ইফতেখারুল ইসলাম

চার ভাগে বিভক্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারের ফোবানা সম্মেলন। প্রবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্য নিয়ে গঠিত ফোবানার এমন বিভক্তি নিয়ে হয়েছে নানামুখী আলোচনা সমালোচনা। আর এই বিভক্তির মধ্যেই প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি অংশের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হওয়া নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে—সরকার কি ফোবানার একটি নির্দিষ্ট পক্ষের পাশে দাঁড়াল, নাকি এটি ছিল কেবল একটি আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ? কেউ কউ বলছেন সরকার কী একটি আয়োজনে অংশ নিয়ে অন্য প্রবাসীদের দূরে ঠেলে দিলো?

জানা গেছে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন ফেডারেশন অব



লস অ্যাঞ্জেলেসে ফোবানার এক অংশ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী (ডানে)

বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) এবার একই সময়ে চারটি পৃথক আয়োজনে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস, ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো এবং কানাডার টরন্টোতে একই সময়ে ৪০তম ফোবানা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় সময় ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্যালিফোর্নিয়ার ইউনিভার্সাল সিটির হিলটন হোটেলের বলরুমে লস অ্যাঞ্জেলেসের ফোবানা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাকে প্রধান অতিথি হিসেবে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646-444-2266

LHSCA
PCA Training
Day Care

JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?

আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?

আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি

সরকারী অনুদানে \$ 8000-\$10000 ডলার

বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089

GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue, Yonkers, New York 10710

তোফায়েল চৌধুরী

INJURED? **আপনি কি আহত হয়েছেন?**

WE SPECIALIZE IN **আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ**

☞ CAR ACCIDENTS ☞ WORK RELATED ACCIDENTS ☞ গাড়ি দুর্ঘটনা ☞ কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা

☞ SLIP/TRIP & FALLS ☞ পিছলে পড়া/হাঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া

☞ CONSTRUCTION ACCIDENTS ☞ নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা

“HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE”
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?

■ ■ কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

Abu Ahmed, Esq. Upman Ahmed, Esq.

AHMED LAW FIRM Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক



কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- ▶ নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ▶ ফিন্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ▶ ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- ▶ নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- ▶ চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ▶ ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- ▶ টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ▶ ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- ▶ সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা
- ▶ শিক্ষা কার্যক্রম
- ▶ কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ▶ গ্রন্থাগার
- ▶ শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ▶ ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ▶ ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- ▶ রিলাক্সেশন ক্লিন ট্রেনিং
- ▶ পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- ▶ মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- ▶ পিকনিক
- ▶ যাদুঘর ভ্রমণ
- ▶ সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- ▶ নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- ▶ শান্ত সময়
- ▶ ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- ▶ কেরাম বোর্ড
- ▶ লুডু
- ▶ দাবা
- ▶ ধাঁধা
- ▶ অধ্যয়ন



For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com



ABRAMS
LAW GROUP

24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS

CALL NOW

718.997.9797

আমরা বাংলা কথা বলি

CAR ACCIDENTS

CONSTRUCTION ACCIDENTS

TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars

RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:

📍 Forest Hills

📍 Valley Stream

INJURED
আপনি কি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সার্টিফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যন্ত্রসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- আইমারি কেমার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, অস্ত্রাব, ইন্টেক্স, সন্মোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হাত ও ওমরগার যন্ত্রীদের জন্য ফ্লুইডাকসিন
- জব, ফুস, চিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (মিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- ফুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ভ্রূণ টেস্ট করা হয়
- ফুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় স্টিক দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা গায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
- আমাদের অফিস গায় ৭ দিনই খোলা।



আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের স্বাস্থ্যের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, টোন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত
- SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715



Gehil Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাকগ্রাউন্ড *ক্রেডিট কার্ড মেটোর *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ারসি ভিসা প্রসেসিং



- > Do you want apply for a green card?
- > Are you having credit card problems?
- > Has your bank account been sealed?
- > Are you being deported?
- > Are you unable to pay your debts?
- > Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সক্ষা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ



আমরা বাংলায় কথা বলি



আসিফ মুর্তজা

ষড়যন্ত্রের পথ বেছে
নিয়েছে বিরোধী
দল: রিজভী

ঢাকা অফিস

লংমার্চের নামে বিরোধী দল ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, ‘সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে বিরোধীরা রাজপথে আন্দোলন করে বেড়ালেও সাধারণ জনগণ তাদের এই ভূমিকা ভালোভাবে দেখছে না। দায়িত্বশীল বিরোধী দলের মতো সংসদে নিজেদের দাবি বা প্রস্তাব না তুলে তারা রাজপথ বেছে নিয়েছে, যা মূলত সরকারের সার্বিক উন্নয়ন ঢাকা দেওয়ারই অপচেষ্টা।’

৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন রিজভী।

লংমার্চের নামে বিরোধী দল গণতন্ত্র বিনষ্টের চেষ্টা করছে মন্তব্য করে রিজভী বলেন, বিরোধী দল রাজপথে লংমার্চের কর্মসূচি নিয়ে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে অশ্রাব্য ও আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করছে এবং দলকে সেগুলোর আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে দেখা যাচ্ছে, যা স্পষ্টত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। জনগণের সামনে যেসব শব্দ উচ্চারণ করা যায় না, তা প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে। এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিলে বিরোধী দল তাকে দমন-পীড়ন বলে দাবি করে গণতন্ত্র বিনষ্টের চেষ্টা চালাচ্ছে।

জ্বালানি সংকট ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রিজভী বলেন, জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধী দল শুধু সমালোচনাই করে যাচ্ছে, অথচ সংকট নিরসনে তাদের গঠনমূলক কোনো প্রস্তাবনা নেই। তারা সংসদে এই বিষয়ে কোনো পরামর্শ না দিয়ে বাইরে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। দেশের রিজার্ভ বৃদ্ধি পাওয়ার মতো ইতিবাচক অর্জনগুলোকে তারা জনগণের সামনে তুলে না ধরে আড়াল করার চক্রান্ত করছে।

ছাত্রলীগ নেতা মনিরুলের বাড়িতে
তালা, আত্মগোপনে পরিবার

বাঁধনের ওপর হামলা

ঢাকা ডেস্ক

ইতালির ভেনিসে অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত মনিরুল হাওলাদারের মাদারীপুরের গ্রামের বাড়িতে তালা খুলছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর হামলার আশঙ্কায় তার পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপনে চলে গেছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

মনিরুল মাদারীপুর সদর উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নের খালসীকান্দি এলাকার মৃত শাহজাহান হাওলাদারের ছেলে। স্থানীয়দের দাবি, দেশে থাকাকালে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ধুরাইল ইউনিয়ন শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া তিনি সাবেক নৌমন্ত্রী শাজাহান খান ও তার ছেলে, মাদারীপুর সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আসিবুর রহমান খানের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, প্রায় দেড় বছর আগে ২৮ লাখ টাকা খরচ করে দালালের মাধ্যমে লিবিয়া হয়ে ইতালি যান মনিরুল। ইতালি যাওয়ার জন্য নেওয়া ঋণের টাকাও এখনো পুরোপুরি পরিশোধ করতে পারেননি তিনি।

মনিরুলের মা আলোয়া বেগম ও বড় ভাইয়ের পরিবার গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। বাড়িটি জরাজীর্ণ দোচালা ঘর। ভেনিসে বাঁধনের ওপর হামলার ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর তার বৃদ্ধ মা, বড় ভাইসহ পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে চলে যান বলে স্থানীয়দের ভাষ্য।

মনিরুলের সংভাই ওবায়দুল হাওলাদার বলেন, ‘এখনো বাড়িঘর করতে পারেনি। ঋণের বোঝা মাথার ওপর। টাকা-পয়সা কামানো বাদ দিয়ে দল করা শুরু করেছে। আমি সংভাই, এক পয়সাও আমাকে দেয় না। বিদেশে বসে এ দেশের মান-সম্মান সব শেষ করে দিয়েছে। ওর বিচার করুক, আমরা ওর সঙ্গে নাই।’

স্থানীয়রা বিদেশের মাটিতে



ইতালির ভেনিসে অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনকে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলা করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশের একজন অভিনেত্রীর ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন। তারা অভিযুক্ত মনিরুলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে জন্য মনিরুলকে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানান অনেকে।

এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মনিরুলের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে সদর থানার ওসি আবুল কামাল আজাদ। তিনি বলেন, ‘ঘটনাটি জানার পরই মনিরুলের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। কেউ যেন বাড়িঘরে হামলা করতে না পারে, সে ব্যাপারে পুলিশ সতর্ক রয়েছে। এছাড়া ইউপি চেয়ারম্যানকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। তিনি সব ধরনের সহযোগিতা করছেন।’

৮৩তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রুবাইয়াত হোসেন পরিচালিত ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ সিনেমার প্রদর্শনীতে অংশ নিতে ইতালিতে গেছেন বাঁধন। বর্তমানে তিনি মোস্তাফিজ শহরে অবস্থান করছেন। সোমবার রাতে ভাই ও তার পরিবারের সঙ্গে তিনি স্থানীয় একটি পার্কে গেলে এ হামলা ও হেনস্তার ঘটনা ঘটে। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে।

বাঁধনের ওপর হামলা অত্যন্ত অমার্জনীয়, নিন্দনীয় অপরাধ: ডেপুটি স্পিকার ইতালিতে অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনের ওপর হামলাকে অত্যন্ত অমার্জনীয় ও নিন্দনীয় অপরাধ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। তিনি বলেন, এ ঘটনায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও নির্মমতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনের শুরুতে পয়েন্ট অব অর্ডারে বিষয়টি উত্থাপন করেন বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জহরত আদিব চৌধুরী।

জহরত আদিব চৌধুরী বলেন, অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন ইতালিতে হামলার শিকার হয়েছেন। হামলাকারীদের ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা গেছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ জানতে চান তিনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল বলেন, ‘এটা (বাঁধনের ওপর হামলা) অত্যন্ত অমার্জনীয়, নিন্দনীয় অপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, নির্মমতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।’

সৌদি আরবে হুতি হামলার
নিন্দা বাংলাদেশের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সৌদি আরবকে লক্ষ্য করে গতকাল মঙ্গলবার হুতিদের চালানো হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ‘বেসামরিক মানুষ ও বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর সব ধরনের সহিংসতার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ তার দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করছে। সৌদি আরবের সরকার ও দেশটির ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি বাংলাদেশ পূর্ণ সহতি প্রকাশ করছে।’

হুতিদের এসব হামলায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক মানুষ আহত হয়েছেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ১৭ কোটি ৫০ লাখ জনসংখ্যার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ সৌদি আরবের ‘সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার প্রতি তার অবিচল সমর্থন’ পুনর্ব্যক্ত করেছে।

সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হুতিদের হামলায় আবহা, খামিস মুশাইত, জিজান ও নাজরানে অন্তত ৭৩ জন বেসামরিক মানুষ আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। হামলার কারণে বিভিন্ন স্থানে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং জ্বালানি স্থাপনাগুলোর কার্যক্রমে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে।

সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে হুতিদের হামলা মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি সরবরাহের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালির বাইরেও মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে যুদ্ধের প্রভাব আরও ভয়াবহ হতে পারে।

হুতিরা ইয়েমেনের রাজধানী থেকে দেশটির সরকারকে উৎখাত করার পর



সৌদি আরব এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত একটি আরব জোটের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই যুদ্ধ কিছুটা শান্ত হয়েছিল। তবে সেখানে যে যুদ্ধবিরতি ছিল, সেটি ভেঙে পড়েছে।

উপসাগরীয় অঞ্চলের এই বৃহত্তর যুদ্ধ এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শক্তি পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। উভয় পক্ষই আশা করছে, একে অপরের ওপর আরোপ করা অর্থনৈতিক অবরোধ শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করবে।

যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালি হয়ে জাহাজ চলাচলে সহায়তা করে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে অবরোধের মাধ্যমে ইরানের তেল রপ্তানি বন্ধ করার চেষ্টা করছে ওয়াশিংটন। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, মঙ্গলবার ধ্বংস করা তেলবাহী ট্যাংকারগুলো এমন একটি গোপন নেটওয়ার্কের অংশ ছিল, যেটি আইআরজিসি এবং তাদের আঞ্চলিক সহযোগীদের অর্থায়ন করে।

ইরান দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের ভাষায় একটি ‘প্রতিরোধের অক্ষ’ বা ‘অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স’কে সমর্থন করে আসছে। এই জোটের মধ্যে রয়েছে হামাস, লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইরাকের শিয়া মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো এবং ইয়েমেনের হুতিরা।

প্রদান করছেন
কুইন্স জুড়ে
বিশেষজ্ঞ
হৃদরোগের
চিকিৎসা

Northwell’s Cardiovascular Institute এর
শীর্ষ বিশেষজ্ঞরা কুইন্স জুড়ে বিভিন্ন
স্থানে রয়েছেন।

গ্লেনডেল | জ্যাকসন হাইটস | রেগো পার্ক

Kumar Sarkar, MD

Naseem Hossain, DO

RAISE
HEALTH

ডা. Sarkar এবং ডা. Hossain গ্লেনডেল, জ্যাকসন হাইটস এবং রিগো পার্ক জুড়ে সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উন্নত মানের হৃদরোগের চিকিৎসা প্রদান করেন।

তঁারা বিস্তৃত পরিষেবা প্রদান করেন— হৃদরোগের প্রতিরোধমূলক যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে আধুনিক রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা—, পাশাপাশি বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার দিকেও গুরুত্ব দেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ
করতে (929) 930-1127 নম্বরে
কল করুন

NorthwellSM



Dr. GeeCee Pat



DBA
SARAH HOME CARE



Dr. Shahjadi Parvin
(Sarah)

**PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE**

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email: info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens,
Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Elderplan Homefirst, | 5. Senior whole Health |
| 2. Healthfirst | 6. Village Care Max |
| 3. Anthem BCBS | 7. Centerlight |
| 4. Elderserve (River-spring) | 8. Hamaspik Choice |
| | 9. OPWDD/CHHA |

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

**We Speak Bengali, English, Hindi
Urdu & Spanish**

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

**We are a Nonprofit Organization recognized
as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the
Internnal Revenue Code.**



সম্পাদকীয়

নাইন-ইলেভেনের পঁচিশ বছর নিউইয়র্ক যে ক্ষত বয়ে চলছে

ক্যালেন্ডারের পাতায় ২৫ বছর খুব দীর্ঘ সময়। কিন্তু নিউইয়র্কের কাছে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১—নাইন-ইলেভেন—এখনো যেন গতকালের ঘটনা। পঁচিশ বছর আগে এই শহরের আকাশ হঠাৎ বদলে গিয়েছিল। ম্যানহাটনের আকাশে উঠে আসা কালো ধোঁয়া, সাইরেনের শব্দ, রাস্তায় ছুটে চলা মানুষ, ধুলোয় ঢাকা মুখ। এসব দৃশ্য শুধু নিউইয়র্কের ইতিহাসে নয়, আধুনিক বিশ্বের স্মৃতিতেও স্থায়ী হয়ে আছে।

সেদিন ২,৯৭৭ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন দেশ, জাতি, ধর্ম ও পরিচয়ের মানুষ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অফিসকর্মী, অগ্নিনির্বাপক, পুলিশ কর্মকর্তা, বিমানের যাত্রী, রেস্টোরাঁকর্মী—ছিলেন অসংখ্য অভিবাসীও। একটি সন্ত্রাসী হামলা মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার পরিবারকে শোকের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল।

নাইন-ইলেভেন শুধু একটি সন্ত্রাসী হামলা ছিল না। এটি ছিল একটি যুগের সমাপ্তি এবং আরেকটি যুগের সূচনা।

টুইন টাওয়ারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু দুটি ভবন ধসে পড়েনি; ধসে পড়েছিল আমেরিকার নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিনের আত্মবিশ্বাসও। এরপর শুরু হলো ‘War on Terror’। আফগানিস্তানে যুদ্ধ, ইরাকে আগ্রাসন, গুয়ানতানামো বে, কঠোর বিমানবন্দর নিরাপত্তা, ব্যাপক নজরদারি এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের বিস্তার—আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতিতে নাইন-ইলেভেনের ছাপ গভীর হয়ে বসে গেল। ২৫ বছর পর দাঁড়িয়ে একটি কঠিন প্রশ্ন করতেই হয়—সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কি পৃথিবীকে সত্যিই নিরাপদ করেছে?

আল-কায়েদার নেতা ওসামা বিন লাদেন নিহত হয়েছেন। সংগঠনটির আগের সক্ষমতা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়নি। বরং এর চরিত্র বদলেছে, নতুন সংগঠন ও নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন নতুন রূপ নিয়েছে।

আফগানিস্তান ও ইরাকের দীর্ঘ যুদ্ধ যে বিপুল মানবিক ও রাজনৈতিক মূল্য তৈরি করেছে, তার হিসাবও এখনো শেষ হয়নি। নাইন-ইলেভেনের পর আমেরিকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনেও বড় পরিবর্তন আসে। একটি সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামকে নিজের নামে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু সেই অপরাধের ছায়া পড়েছিল পৃথিবীর কোটি কোটি নিরপরাধ মুসলমানের ওপর।

আমেরিকার মসজিদ, মুসলিম কমিউনিটি, আরব-আমেরিকান ও দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী—অনেকেই সন্দেহ, বৈষম্য ও সামাজিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন। এমনকি সাধারণ মুসলিম নাম, পোশাক কিংবা দাড়িও কখনো কখনো অযাচিত সন্দেহের কারণ হয়ে উঠেছিল।

এখানেই নাইন-ইলেভেনের একটি মৌলিক শিক্ষা রয়েছে: একজন অপরাধীর পরিচয় দিয়ে কোটি মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কিন্তু কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিও নাইন-ইলেভেনের পরের পরিবর্তনের বাইরে ছিল না। এই শহরের জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রক্স, ব্রুকলিন কিংবা কুইপের নানা এলাকায় যে বাংলাদেশি অভিবাসী সমাজ গড়ে উঠেছে, তার অনেকেই নাইন-ইলেভেনের আগে আমেরিকাকে দেখেছেন একভাবে, পরে দেখেছেন অন্যভাবে। আমাদের প্রজন্মের বহু মানুষ তখন নতুন অভিবাসী। কেউ সদ্য ব্যবসা শুরু করেছেন, কেউ ট্যাক্সি চালাচ্ছেন, কেউ রেস্টুরেন্টে কাজ করছেন, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন, কেউ সাংবাদিকতা করছেন। হঠাৎ করেই ‘Muslim’ পরিচয়টি অনেকের সামাজিক জীবনে নতুন এক অর্থ নিয়ে হাজির হয়।

কিন্তু এই কমিউনিটিই আবার প্রমাণ করেছে—আমেরিকার মূলধারায় যুক্ত হওয়া এবং নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখা পরস্পরবিরোধী নয়। আজ নিউইয়র্কের বাংলাদেশিরা ব্যবসা করেন, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, সরকারি কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। এই শহরের অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনে তাঁদের অবদান রয়েছে।

নাইন-ইলেভেনের ২৫ বছর পর এই গল্পটিও বলা দরকার। কারণ ইতিহাস শুধু ধ্বংসের গল্প নয়; ইতিহাস পুনর্গঠনের গল্পও।

আজ যেখানে টুইন টাওয়ার দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল, সেখানে রয়েছে 9/11 Memorial। বিশাল দুটি জলাধারের চারপাশে খোদাই করা হাজার হাজার নাম। সেখানে দাঁড়ালে রাজনীতি খুব ছোট মনে হয়।

নাইন-ইলেভেনের ২৫ বছর পূর্তি কোনো উৎসব নয়। এটি স্মরণের দিন, আত্মজিজ্ঞাসার দিন।আমরা নিহতদের স্মরণ করব। তাঁদের পরিবারের বেদনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীদের আত্মতাগণ স্মরণ করব। মানুষের নাম মনে রাখুন। মানুষের পরিচয়কে সম্মান করুন। সত্যকে ভুলে যাবেন না।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়গুলো শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে ফিরে আসে একটি প্রশ্ন নিয়ে— আমরা কি সত্যিই কিছু শিখেছি?

গাজা নিয়ে বিশ্ব নীরব কেন

নাসরিন মালিক

ফিলিস্তিনিদের ওপর নিপীড়নের মাত্রা এবং তা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকার ফারাক অনেক। এখন তা এতটাই প্রকট যে, এর বাস্তবতা যেন মুছে গেছে। জার্মানির মতো দেশগুলো থেকে ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানির লাইসেন্স দেওয়ার হার যখন হু হু করে বাড়ছে, তখন অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের কঠোর পদক্ষেপ ও নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি শ্রেফ বুলি ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। গাজায় মানুষ মারা যাচ্ছে; পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি পরিবারগুলো অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে; আর ইসরায়েলের চরমপন্থিরা তাদের আসল আশার কথা ও পরিকল্পনার কথা বিশ্বকে জানিয়ে বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে— এই নিপীড়ন ভুলবশত নয়, বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

গত কয়েক দিনের কিছু ঘটনার কথা ধরা যাক। বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের উগ্র ডানপন্থি জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী ইতমার বেন-গাভির গাজা থেকে সব ফিলিস্তিনিকে বেআইনিভাবে জাতিগত নির্মূল করার জন্য একটি পরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি এআই দিয়ে তৈরি একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন, যেটি পরে মুছে ফেলা হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, ফিলিস্তিনি পুরুষদের একটি কনভেয়ার বেল্টে করে টেনে নিয়ে আটকে রাখা হচ্ছে এবং সেখান থেকে তারা কঙ্কালসার ও অশ্রুসজল চোখে বের হয়ে আসছে। একইভাবে কয়েক দিন আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ মন্তব্য করেছিলেন, দেশটি ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে ‘সম্ভব সকল উপায়ে’ বের করে দেওয়ার জন্য

বিমান কেনায় চাপ না থাকলে দুর্ঘটনাপ্রবণ বোয়িং কেন

আবু তাহের খান

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের কাছ থেকে বিনা দরপত্রে ১৪টি বিমান কেনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নিজেদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও এর লাভজনকতা যাচাই-বাছাই না করে বা কোনোরূপ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ছাড়াই ঋণের টাকায় এত বিশাল ব্যয়ে এতগুলো উড়োজাহাজ কেনার বিষয়টি নিয়ে তখন চারদিকেই ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছিল। আর সে সমালোচনার রেশ কাটতে না কাটতেই গত ৩০ আগস্ট খোদ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, বোয়িংয়ের কাছ থেকে বাংলাদেশ আরও ১১টি উড়োজাহাজ কিনতে যাচ্ছে। এরূপ খবরের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ূন কবির ১ সেপ্টেম্বর জানিয়েছেন, ‘কোনো চাপে নয়, প্রয়োজনেই বোয়িং কেনা হচ্ছে।’

এ সূত্রে প্রথমেই জানাই, জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (আইসিএও) এবং অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করে দেখা যায় যে, চলতি একুশ শতকের এ পর্যন্ত সময়ের (২০০১-২০২৪) সবচেয়ে ভয়াবহ ২০টি বিমান দুর্ঘটনার মধ্যে ৮টিই ঘটেছে বোয়িংয়ের তৈরি উড়োজাহাজের দ্বারা, ৫টি ফ্রান্সের এয়ারবাসের তৈরি উড়োজাহাজের মাধ্যমে এবং বাকি ৭টি অন্যান্য বিভিন্ন কোম্পানির উড়োজাহাজের যুক্ততায়। এর বাইরে এ সময় অন্য যেসব মাঝারি ও ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর মধ্যে বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ যুক্ত থাকার হার আরও বেশি। এমনকি বাংলাদেশ বিমানের বহরে থাকা যেসব উড়োজাহাজ বিভিন্ন সময়ে ছোট-বড় নানা দুর্ঘটনা ও কারিগরি ত্রুটির শিকার হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেও বোয়িংয়ের উড়োজাহাজের সংখ্যাই বেশি। আর আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে বোয়িংয়ের জন্য এরূপ একটি নাজুক পরিস্থিতি বিরাজমান থাকার কারণে বাণিজ্যিক দিক থেকে তারা এখন খুবই চাপের মধ্যে আছে। তাদের যান্ত্রিক ও কারিগরি মানের এরূপ বহুসংখ্যক প্রমাণিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দেশ ও দেশের বিমান সংস্থাই বোয়িংয়ের দিক থেকে ক্রমাগ্নয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে।

এমনকি শুনলে অবাক হওয়ার মতো ঘটনা যে, খোদ যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বেসরকারি বিমান সংস্থাও এখন তাদের নিজ দেশে উৎপাদিত অর্থাৎ বোয়িংয়ের তৈরি উড়োজাহাজ কিনতে চাচ্ছে না। তো উৎপাদক দেশের বিমান সংস্থা নিজেরাই যদি বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ কিনতে না চায়, তাহলে তা অনোরা কিনবে কেন? অথচ সেইসব উড়োজাহাজই এখন ভূ-রাজনৈতিক পোষ্যতাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের কাছে গছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রায় প্রশ্নহীন আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের বাদশাহ ও আমিরশাসিত বিভিন্ন দেশের বিমান সংস্থাগুলোও এখন বোয়িং ছেড়ে এয়ারবাস বা অন্যান্য কোম্পানির উড়োজাহাজের দিকে ঝুকছে। এমনই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে কূটনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইসরায়েল, সৌদি আরব ইত্যাদির মতো দেশগুলোর কাছে এসব উড়োজাহাজ গছিয়ে দিতে চাইবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র চাইলেই কি বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তাতে সাড়া দেবে?

মোটকথা, নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ও যাত্রী-নিরাপত্তার বিবেচনায় বোয়িংয়ের কাছ থেকে এই মুহূর্তে উড়োজাহাজ কিনতে যাওয়ার কোনোই যুক্তি নেই। তা সত্ত্বেও সরকার কেন তা কিনছে, সেটাই এখন প্রশ্ন এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন রয়েছে আরও অনেকগুলো।

এক. নিজেদের প্রয়োজনেই যদি উড়োজাহাজ কিনতে হয়, তাহলে সবচেয়ে উত্তম মূল্যে কোন পদ্ধতিতে



কোথেকে সর্বাধিক নিরাপদ উড়োজাহাজ কেনা যাবে, তা কি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে দেখা হয়েছে?

দুই. বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী বিমানগুলোর মধ্যে গত আড়াই দশকের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ঘটনাপ্রবণ বেসামরিক আকাশযান হচ্ছে বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ—এটি জানা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ কেন ঝুকি নিয়ে তা কিনছে?

তিন. বিমান যেখানে একটি দীর্ঘকালীন লোকসানি ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান, সেখানে ওইসব লোকসান ও দুর্নীতি বন্ধের উদ্যোগ না নিয়ে যাচাই-বাছাই ছাড়াই এভাবে একসঙ্গে এতগুলো উড়োজাহাজ কেনা অনেকটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হয়ে গেল না?

চার. সম্পদের অভাবে সরকারকে যেখানে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে রাষ্ট্রের দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে হচ্ছে এবং দেশের অর্থনীতি যেখানে চরম নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে এপ্রিলে ১৪টির পর নতুন করে আরও ১১টি বিমান কিনতে যাওয়ার বিষয়টি কি সত্যি কোনো বিবেকবান সিদ্ধান্ত হলো?

পাঁচ. গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে দেশে যেখানে একের পর এক শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে, ডিজেলের অভাবে সেচপাম্প বন্ধ হয়ে আগামী মৌসুমের কৃষি উৎপাদন ঝুঁকির মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তখন নিজেদের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে যেয়ে এসব উড়োজাহাজ ক্রয় কি কোনো দায়িত্বশীল সরকারের অগ্রাধিকার হতে পারে?

ছয়. উল্লিখিত উড়োজাহাজগুলো বাংলাদেশ বিমানের বহরে যুক্ত হওয়ার ফলে বিমানের লোকসানের পরিমাণ আগামী অর্থবছরগুলোতে ক্রমাগ্নয়ে কমে আসবে—এমনটি কি সরকার তার পাঁচ বছরের কার্যকালের মধ্যে প্রমাণ করতে পারবে?

সাত. উল্লিখিত ২৫টি উড়োজাহাজ ধারে কেনার জন্য কমপক্ষে যে ১ লাখ কোটি টাকা লাগবে, তা কি বাংলাদেশ বিমান তার আয় থেকে পরিশোধ করতে পারবে, নাকি তা পরিশোধের জন্য জনগণকেই বাড়তি কর দিতে হবে?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর মধ্যে কোনো জটিল কারিগরিতা নেই। খুবই সাদমাটা সরল প্রশ্ন, যা এ দেশের কর পরিশোধকারী ও ভোটিদাতা অগণিত সাধারণ মানুষেরও জিজ্ঞাসা। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, সরকার কি এ প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব দেবে বা জবাব দেওয়ার জন্য বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করবে? বিরোধী দল কি এ বিষয়ে সংসদে আলোচনা চায়? এরূপ অন্যায় ও অস্বচ্ছতাপূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিমান ক্রয়ের বিষয়টি নিয়ে বিরোধী দল বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো কি জনসমক্ষে কোনো প্রতিবাদ জানাবে? বিরোধী দল অসাংবিধানিক গণভোটের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য মাঠে নামতে পারে, কিন্তু তারা অস্বচ্ছ পন্থায় উড়োজাহাজ

ক্রয়ের প্রতিবাদ জানাতে পারে না। বরং এ উড়োজাহাজ কেনার ‘সুযোগদানে’র জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার মাত্রা সরকারের চেয়েও একধাপ বেশি হবে বলেই তাদের সাম্প্রতিক কথাবার্তা, চালচলন ও গতিবিধি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আমলারা তো কিছু বলবেনই না। কারণ, এরাই তো ভেতরে থেকে গত ৫৫ বছর ধরে বিমানকে খুবলে খেতে খেতে এক-একটি শ্বেতহস্তীতে পরিণত করেছে! অথচ পৃথিবীজুড়ে বিমান পরিবহন এখন একটি অতি লাভজনক ব্যবসা।

বিদেশের কাছ থেকে বিমানের জন্য যদি উড়োজাহাজ কিনতেই হয়, তাহলে সেটি তো বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের কাজ। কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াতেই দেখা যাচ্ছে শুধু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে। বিষয়টি কেমন খটকা লাগছে না? বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি (এআরটি) স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রায় একই অবস্থা দেখা গেছে। কাজটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হলেও এটির আগাগোড়াই তখন দেখভাল করতে দেখা গেছে তৎকালীন সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানকে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেই একই ধরনের পদ্ধতিগত ব্যত্যয় এখন একটি নির্বাচিত সরকারের আমলে কেন দেখা যাবে? এদিকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ-ও জানিয়েছেন যে, বিমানের আরও ৭০-৮০টি উড়োজাহাজ প্রয়োজন। তাঁর এ বক্তব্য কি এ ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে, সেগুলোও ক্রমাগ্নয়ে এভাবে বোয়িং থেকে বিনা দরপত্রে ক্রয় করা হবে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এআরটি স্বাক্ষরকরণ ও সে দেশে থেকে এভাবে উড়োজাহাজ কেনার বিষয়টি নিয়ে দেশের মানুষ সত্যি উদ্বিগ্ন। এআরটি স্বাক্ষরের পর ইতিমধ্যে মাত্র ৬ মাস পেরিয়েছে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাধ্যতামূলকভাবে উচ্চমূল্যে গম ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ক্রয়, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে জ্বালানি তেল আমদানির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাক-অনুমতি প্রার্থনা, ঋণ করে বিনা দরপত্রে উড়োজাহাজ ক্রয় ইত্যাদি যেসব ভয়াবহ চিত্র সামনে আসছে, তাতে পরবর্তী বছরগুলোতে এ আগ্রাসনের মাত্রা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা বোধ করি সরকারও জানে না। জানে শুধু বাংলাদেশের এ সময়ের মূল বন্ধু ও সুহৃদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র! আর সে বন্ধুত্বেরই নির্ভুর বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে বোয়িংয়ের কাছ থেকে ১৪টির পর আরও ১১টি উড়োজাহাজ কিনতে যাওয়া। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কথায় যেগুলো মোটেও কোনো চাপ নয়, শুধুই নির্মূল বন্ধুত্ব। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এই বন্ধুত্বের বন্ধন যত নিবিড় হবে, বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ততই ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। বাংলাদেশ কি এসব জেনেগুনেও সে ঝুঁকি গ্রহণ করবে?

লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক

বেতন ও জীবনযাপন সহজ পাটিগণিত নয়

মাসুদ কামাল

সাধারণত সরকারি কর্মচারীদের বেতন পাঁচ বছর পরপর মূল্যায়ন করা উচিত। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, জীবনযাত্রার ব্যয় পরিবর্তন—এসব কারণেই এই পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। এর আগে ২০১৫ সালে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বেড়ে আগের বেতনের দ্বিগুণ হয়েছিল। সেবার ছয় বছর পর দেওয়া হয়েছিল নতুন পে-স্কেল। এবার ১১ বছর পর নতুন পে-স্কেল এল। এবারও দ্বিগুণ হলো। হিসাবটা মাথায় রাখলে সরকারি কর্মচারীরা বলতেই পারেন, নতুন এই পে-স্কেলে তাঁদের আসলে ঠকানো হয়েছে! এ সময়ে দুবার পে-স্কেল পরিবর্তন হতে পারত। সে ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি হতো দুবার।

এগুলো আসলে সহজ গণিত। কিন্তু জীবন তো পাটিগণিতের নিয়মে চলে না। আর সেটা যদি আমাদের মতো গরিব দেশের মানুষের জীবন হয়, তাহলে আরও চলে না। জীবনের হিসাবনিকাশ বড়ই জটিল। সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে-স্কেল ঘোষণার পর দেশজুড়ে এ নিয়ে সন্তুষ্ট মানুষের চেয়ে অসন্তুষ্ট মানুষের সংখ্যাই যেন বেশি দেখছি। এটা কি নিছকই ঈর্ষাজনিত কারণে, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো যৌক্তিক কারণও রয়েছে?

আমাদের দেশে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা বর্তমানে ১৪-১৫ লাখের মতো। আসলে সংখ্যাটা ১৯ লাখ। কিন্তু প্রায় ৪ লাখের মতো পদ খালি রয়েছে। এর বাইরে পেনশনভোগী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী রয়েছেন ৭ লাখের মতো। এই লোকগুলোর বাইরে আর কেউ বেতন বৃদ্ধির কারণে খুব খুশি হয়েছেন, তা মনে হয় না। এমনকি যারা এই বাড়তি বেতন দিতে রাজি হয়েছে, সেই সরকারও যে খুব আনন্দচিত্তে এটা দিচ্ছে—সেটাও মনে হয় না। তারা দিচ্ছে অনেকটা বাধ্য হয়ে। এই নতুন পে-স্কেল কিন্তু নতুন সরকার ঘোষণা করেনি। এটা পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ। অনেকে মনে করেন, ড. ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার যে প্রচুর অপকর্ম করেছে, তার মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে—যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি অসম বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ও সরকারি কর্মচারীদের জন্য পে-স্কেল ঘোষণা করা। এ দুটি কাজের মাধ্যমে তারা নতুন সরকারের জন্য পথচলকেই কঠিন করে দিয়ে গেছে। এমন কথা বলার মাধ্যমে পে-স্কেলের যৌক্তিকতা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলছি—তেনন মনে না করার জন্য অনুরোধ করব।

আসলে আমি বলতে চেয়েছি, নতুন একটা



সরকার যদি যাত্রার শুরুতেই বাড়তি লক্ষ্যধিক কোটি টাকার একটা ব্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে একটা দিশেহারা ভাব তৈরি হতে পারে। এ কাজটিই যদি এই বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিন পর, নতুন একটা কমিশন গঠন করে, সেই কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক করত, তাহলে তাদের জন্য সহজ হতো। কিন্তু সে সুযোগ এই সরকার পায়নি।

আমাদের সরকারের আকার নিয়েও একটা প্রশ্ন অনেক দিন ধরেই উচ্চারিত হচ্ছে। ২০২৪ সালের প্রথম দিকের একটা হিসাবে দেখা যায়, সরকারের মোট যে রাজস্ব আয়, তার ৪০ শতাংশই ব্যয় হয়ে যায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতায়। এবার নতুন বেতন স্কেল হয়েছে। নতুন এই স্কেলের হিসাবকে ধরলে দেখা যাবে, মোট রাজস্ব আয়ের ৫৫ শতাংশের বেশি ব্যয় হয়ে যাবে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পেনশনে। পৃথিবীর যেকোনো দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই এটা একটা অবিদ্বাস্য বস্তু। মোট আয়ের অর্ধেকের বেশি যদি এভাবে কর্মচারীদের জন্য ব্যয় হয়, তাহলে দেশের

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলবে কীভাবে?

অনেকে হয়তো জানতে চাইতে পারেন, সরকারের সাইজ এত বড় করার দরকারই-বা কী? এর সম্ভাব্য জবাবটাও মোটেই সুখকর নয়। আসলে সরকার যখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন তারা তাদের অনুগত কর্মচারীদের মাধ্যমে জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। তাদেরকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়, যাতে তারা সরকারের প্রতি অনুগত থাকে।

এই অনৈতিক চেষ্টাটা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা গেছে বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে। এ সময়ে সরকারি কর্মচারী, বিশেষ করে সামরিক ও সশস্ত্র কর্মচারীদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চপদস্থদের অনৈতিক অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। একটা উদাহরণ দিই, ভেপুটি সেক্রেটারি বা এর উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের অবিদ্বাস্য একটা সুবিধা আছে। গাড়ি কেনার জন্য সরকার তাঁদের বিনা সূদে ৩০ লাখ টাকা লোন দেবে। সেই টাকায় গাড়ি কেনার পর তার বিপরীতে প্রতি মাসে ৫০ হাজার

টাকা করে দেওয়া হবে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ! এই যে সুবিধা প্রদান, আমার সহজ বুদ্ধিতে এটাকে নিছক ‘ঘুষ’ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। শেখ হাসিনার সরকারের সময় থেকে এই ‘ঘুষ’টা শুরু হয়েছে। হাসিনা সরকার যে উচ্চপদস্থ আমলাদেরই ঘুষ দিয়েছে তা নয়, ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময়, যেটাকে অনেকে ‘নিশিরাতে নির্বাচন’ হিসেবেও অভিহিত করে, বিভিন্ন স্তরের পুলিশকেও ঘুষ দিয়েছে। রাতের মধ্যেই ভোট কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়, সে জন্যই পুলিশকে দেওয়া হয়েছে নগদ অর্থ!

কিন্তু তারপরও কি শেষ রক্ষা হয়? হয়েছে? অনৈতিকভাবে গদি আঁকড়ে থাকা শাসকগোষ্ঠী আসলে ভুলেই যায়, প্রশাসন বা কর্মচারীরা নয়, চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের রক্ষাকর্তা আসলে দেশের সাধারণ মানুষই। এই যে ২০-২২ লাখ লোকের জন্য মোট রাজস্ব আয়ের অর্ধেকের বেশি ব্যয় করা, এতে কি বাকি মানুষেরা বঞ্চিত হচ্ছেন না? আচ্ছা, আমরা নাহয় চাকরিজীবীদের কথাই ধরি। সরকারি হিসাবেই দেশে কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা পৌনে সাত

কোটির মতো। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছেন কৃষিজীবী মানুষ, প্রায় আড়াই কোটির মতো। কিছু আছেন শ্রমজীবী, দিনমজুর। এর বাইরে বেসরকারি পর্যায়ে চাকরিজীবী রয়েছেন কমপক্ষে দেড় কোটির মতো। এই যে বিপুলসংখ্যক মানুষ, পরিবার, এদের বেতন কি এর মধ্যে বেড়েছে? তাঁদের সংসার চলবে কীভাবে? এদের নিয়ে কি সরকার ভেবেছে? একটা ভোটের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সেখানে কি এই দেড় কোটি মানুষের কোনো ভূমিকা ছিল না? আপনারা ক্ষমতায় আসবেন এদের ভোটে, আর দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা দেবেন মাত্র ২০ লাখ মানুষকে, এটা তো একধরনের প্রতারণা। অথচ মর্মান্তিক ব্যাপার হচ্ছে, ক্ষমতায় টিকে থাকতে যে আমলা বা কর্মচারীদের নানা রকম অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, সংকটের মুহুর্তে তাঁরা কিন্তু আর সঙ্গে থাকেন না, পল্টি মারেন।

নতুন বেতন স্কেল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু না কিছু প্রভাব বাজারে পড়ে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য আলাদা কোনো বাজার নেই। একই বাজার, যেখানে বেসরকারি চাকরিজীবীদেরও যেতে হয়। তাহলে সেখানে একধরনের বৈষম্য কি তৈরি হয় না? আচ্ছা, বেসরকারি চাকুরীদের জন্য সরকারের কি কিছুই করার নেই? সরকার কি তাঁদের নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না? সরকার কি মনিটরিং করে দেখতে পারে না, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মচারীদের যে বেতন-ভাতা বা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে, সেগুলো যথাযথ হচ্ছে কি না?

আমি একটা বড় প্রতিষ্ঠানের কথা জানি, যেখান মাস্টার্স পাস করা একজনের বেতন ধরা হয় ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা! অথচ নতুন পে-স্কেলে একজন বাবুদারেরও মূল বেতন হবে ২০ হাজার টাকা। বাড়িভাড়া, অন্যান্য ভাতাসহ এটা গিয়ে দাঁড়াবে ৩৫ থেকে ৩৬ হাজার টাকা। স্বীকার করি, বর্তমান বাজারে এই বেতনও হয়তো পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু ভাবুন তো, তবুও অষ্টম শ্রেণি পাস এই লোক মাস শেষে ৩৬ হাজার টাকা নিয়ে ঘরে যেতে পারছেন। আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে ওই লোক ১৮ হাজার টাকা নিয়ে ঘরে ফিরবেন কীভাবে? তাঁরা কি এই দেশের নাগরিক নন? তাঁরা কি ভোট দেন না? তাহলে তাঁদের প্রতি সরকারের কোনো দায়িত্ব থাকবে না কেন?

অনেকে হয়তো ভাববেন, আমি সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদকে উসকে দিচ্ছি। আসলে তা নয়। আমি কেবল বাস্তবতাটাকে তুলে ধরছি। এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করলে চূড়ান্ত পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।

লেখক: জ্যোতি সাংবাদিক

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই

আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

যোগাযোগ মাধ্যমঃ

516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

ফজর ছালাতের গাফিলতি : পরিণাম ও প্রতিকার

মুফতী ইমতিয়াজ মাহমুদ

রাতের নিকষ কালো আঁধার পেরিয়ে যখন ফজরের মিস্ক আলো পৃথিবীর বুকে উঁকি দেয়, তখন সমগ্র প্রকৃতি যেন এক অনির্বচনীয় প্রশান্তির আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। যারা নিজার কোমলতা ও দেহের অলসতাকে জয় করে আজানের আহবানে সাড়া দিয়ে ফজরের জামাতে শামিল হন, তারা প্রতিটি প্রভাতে নিজেদের ঈমানকে নতুন করে জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আধুনিক যুগে আমাদের অনেকের কাছে এই ফজরের সালাতই সবচেয়ে অবহেলিত ইবাদতে পরিণত হয়েছে, যার ফলে আমরা হারাছি আত্মিক প্রশান্তি, বরকত এবং পরকালীন সফলতার বহু দরজা।

একজন মুসলিমের ঈমানের পারদ মাপার সবচেয়ে বড় থার্মোমিটার হলো ফজরের সালাত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকদের কাছে ফজর ও এশার সালাতের চেয়ে অধিক ভারী সালাত আর নেই; যদি তারা জানত এই দুই সালাতে কী পুরস্কার রয়েছে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো (সহিহ বুখারি: ৬৫৭, সহিহ মুসলিম: ৬৫১)। ইমাম সানআনী রাহিমাছল্লাহ বলেন, একজন মুমিন যখন এই দুই সালাতের মর্যাদা জানে, তখন যেকোনো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছুটে আসে; পক্ষান্তরে মুনাফিকদের অনুপস্থিতির মূল কারণ তাদের ঈমানের দুর্বলতা (সুবুলুস সালাম: ১/৩৬০)।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাহাবায়ে কেরামের যুগে স্পষ্ট মুনাফিক ব্যতীত কেউ জামাত থেকে পিছিয়ে থাকত না; এমনকি অসুস্থ ব্যক্তিকেও দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে আনা হতো (সুনানে আবু দাউদ: ৫৫০)। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কাউকে এশা ও ফজরের সালাতে অনুপস্থিত দেখলে তারা তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করতেন (ইবনে খুযাইমাহ: ১৪৮৫)।

ফজর ত্যাগকারীর জীবনে শয়তানের প্রভাব সুস্পষ্ট। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘাড়ে শয়তান তিনটি গিঁট বেঁধে দেয় এবং প্রতিটি গিঁটে বলে, তোমার সামনে দীর্ঘ রাত, ঘুমিয়ে থাকো; জেগে আল্লাহকে স্মরণ করলে একটি গিঁট খোলে, অজু করলে আরেকটি, সালাত আদায় করলে শেষটিও খোলে, ফলে সে সকালে প্রফুল্ল চিত্তে জাগে, অন্যথায় অলস ও কলুষিত মনে (সহিহ বুখারি: ১১৪২, সহিহ মুসলিম: ৭৭৬)। যে ব্যক্তি সারারাত ঘুমিয়ে থাকে সে সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শয়তান তার উভয় কানে পেশাব করে দিয়েছে (সহিহ বুখারি: ৩২৭০, সহিহ মুসলিম: ৭৭৪)।



আমল বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও এতে জড়িত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দিল তার আমল বিনষ্ট হয়ে গেল (সহিহ বুখারি: ৫৫৩), আর আসর ছুটে যাওয়া যেন পরিবার-সম্পদ হারানোর সমতুল্য (সহিহ বুখারি: ৫৫২, সহিহ মুসলিম: ৬২৬)। ইমাম ইবনে আদিল বার রাহিমাছল্লাহ বলেন, এই হাদিসে আসরের কথা বলা হলেও এর উদ্দেশ্য সকল ফরজ সালাত, আর দিনের প্রথম সালাত হিসেবে ফজরের মর্যাদা আরও বেশি (আত-তামহীদ: ৯/২৯)।

ফজর ছেড়ে দেওয়া মূলত আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, বস্ত্ত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো, অথচ আখিরাত উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী (সূরা আ'লা: ১৬-১৭)। অন্যত্র বলা হয়েছে, যে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, জাহান্নামই তার ঠিকানা (সূরা নাখিআত: ৩৭-৩৯)। হাফেজ ইবনে কাসির রাহিমাছল্লাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে দ্বীন ও আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার

দিয়েছে (তাফসিরে ইবনে কাসির: ৮/৩১৭)।

ফজর ত্যাগকারীর জন্য কবরের আজাবও ভয়াবহ। সামুরা ইবনে জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখা এমন এক ব্যক্তির কথা বলেন, যার মাথায় বারবার পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল; ফেরেশতারা জানান, এই ব্যক্তি কুরআন শিখে তা পরিত্যাগ করত এবং ফরজ সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকত (সহিহ বুখারি: ৭০৪৭)। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ফজর-এশার জামাত ত্যাগ করত তাদের প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতটাই ক্রুদ্ধ হতেন যে তিনি বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয় মুয়াজ্জিনকে ইকামত দিতে বলে কাউকে ইমামতির নির্দেশ দিয়ে যারা সালাতে আসেনি তাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিই (সহিহ বুখারি: ৬৫৭, সহিহ মুসলিম: ৬৫১)।

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু তুসতার নগরী বিজয়ের কথা স্মরণ করে কাদতেন, কারণ যুদ্ধের ব্যস্ততায় সেদিনের ফজর সময়মতো আদায় করতে না পারায় তিনি বলতেন, সেই ছুটে যাওয়া ফজরের বিনিময়ে গোটা দুনিয়া

দেওয়া হলেও তা আমাকে আনন্দিত করবে না (সহিহ বুখারি, কিতাবুল খাউফ)। শারীয় অপারগতা সত্ত্বেও এই আক্ষেপ আমাদের শেখায়, সামান্য ঘুমের মোহে বহুরের পর বহুর ফজর হারানো কতটা গুরুতর।

আধুনিক বিজ্ঞানও ভোরে জাগার উপকারিতা সমর্থন করে। ২০১৭ সালে সারকাডিয়ান রিদম আবিস্কারের জন্য নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাকৃতিক ঘড়ির সাথে তাল মিলিয়ে ভোরে জাগলে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে। হার্ভার্ড ও কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের বিশাল সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভোরে জাগা মানুষদের বিষন্নতার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকে। তবে একজন মুসলিমের জন্য ফজরে জাগার মূল কারণ আল্লাহর আদেশ পালন ও সন্তুষ্টি অর্জন, এসব গবেষণা কেবল সহায়ক দিক মাত্র।

ফজরের গাফিলতি থেকে বাঁচার কিছু কার্যকর উপায় রয়েছে। প্রথমত, রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া, কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার পরে গল্লগুজব অপছন্দ করতেন (সহিহ বুখারি: ৫৪৭)। দ্বিতীয়ত, সুম্নাতি আদব মেনে ঘুমানো অজু করা, ডান কাতে শোয়া, আয়াতুল কুরসি ও তিন কুল পাঠ করা। তৃতীয়ত, রাতে হালকা খাবার গ্রহণ করা। চতুর্থত, পাপাচার থেকে দূরে থাকা হাসান বসরি রাহিমাছল্লাহকে এক ব্যক্তি রাতে জেগে উঠতে না পারার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, তোমার গুনাহই তোমাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে (আল-ইকদুল ফরিদ: ৩/১৩৫)। পঞ্চমত, ঘুমানোর আগে ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে দূরে থাকা। যষ্ঠত, পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে জাগিয়ে তোলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দম্পতির জন্য রহমতের দোয়া করেছেন (সুনানে আবু দাউদ: ১৪৫)। সপ্তমত, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ঘুমাতে যাওয়া যে ইনশাআল্লাহ ফজরে উঠবই।

ফজর সালাত আমাদের ঈমানের সবচেয়ে বড় থার্মোমিটার এবং প্রতিদিন শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রথম হাতিয়ার। আমরা যদি সামান্য দুনিয়াবি স্বার্থে রাতের ঘুম বিসর্জন দিতে পারি, তবে মহান আল্লাহর ডাকে কেন সাড়া দিতে পারব না? আসুন, অতীতের সকল ভুলের জন্য তওবা করে আজই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই এবং ফজরের পবিত্র বাতাসে সিজদাবনত হয়ে দিন শুরু করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে জামাতের সাথে ফজর আদায়ের তাওফিক দান করুন এবং গাফিলতির ভয়াবহ পরিণাম থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম

রাসূলের প্রতি ভালোবাসা

তানভীর ফুয়াদ

পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে, এমনকি নিজের ও নিজ পরিবারের চেয়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সর্বাধিক ভালোবাসা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য। তাঁকে ভালোবাসার দাবি হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত সকল বাণী ও বিধান মেনে নেওয়া এবং তার কোনোটিকেও উপেক্ষা না করা। অথচ দুঃখজনকভাবে কতিপয় মুসলমান এই পবিত্র ভালোবাসার ক্ষেত্রে অতিভক্তির আতিশয্যে বিভিন্ন শিরক-বিদআতে লিপ্ত হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসার কয়েকটি মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। তিনি সকল নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ এবং কিয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তান থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনকে যথাযথভাবে প্রচার করেছেন, উম্মতের প্রতি রহমদিল ছিলেন এবং মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে ভালোবাসা দুনিয়া ও আখিরাতে সওয়াব লাভের অন্যতম মাধ্যম, তাই এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

নবীজিকে ভালোবাসার প্রথম আলামত হলো, সৃষ্টির সকলের চেয়ে তাঁর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি বলো, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, বংশ ও ধন-সম্পদ যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা আল্লাহর শান্তির অপেক্ষা করো (সূরা তওবা: ২৪)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হব (সহিহ বুখারি: ১৫, সহিহ মুসলিম: ৪৪৯)। অন্য বর্ণনায় পরিবার ও ধন-সম্পদের কথাও উল্লেখ আছে (সহিহ মুসলিম: ৪৪)।

নিজের জীবনের চেয়েও নবীজিকে অধিক ভালোবাসার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজিকে বললেন, নিজের জীবন ব্যতীত আপনি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যতক্ষণ না আমি তোমার জীবনের চেয়ে প্রিয় হবো, ততক্ষণ তুমি পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এখন আপনি আমার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়, আর নবীজি বললেন, এখন হে উমর, তুমি প্রকৃত ঈমানদার হতে পারলে (সহিহ বুখারি: ৬৬৩২)।

দ্বিতীয় আলামত হলো নবীজির সুম্মাহকে যথাযথভাবে মেনে নেওয়া এবং কোনো ওজর-আপত্তি না করা। আল্লাহ বলেন, মুমিনদের কথা এটাই যে, আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহবান করা হলে তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও মানলাম, আর তারাই সফলকাম (সূরা নূর: ৫১)। তৃতীয় আলামত নবীজির সীরাত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করে জীবনকে সেই আদর্শে সাজানো। চতুর্থ আলামত নবীজির প্রতি অধিক হারে দরদ ও সালাম পাঠানো আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরদ পাঠান, হে মুমিনগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি দরদ ও সালাম পাঠাও (সূরা আহযাব: ৫৬)।



পঞ্চম আলামত হলো নবীজির সাহাবি ও পরিবারবর্গকে ভালোবাসা। আল্লাহ বলেন, যারা পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের ঈমানে অগ্রবর্তী ভাইদের ক্ষমা করে এবং আমাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রেখো না (সূরা হাশর: ১০)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিও না, তোমাদের কেউ যদি উছদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও তাদের একজনের এক মুদ পরিমাণ আমলের সমান হবে না (সহিহ বুখারি: ৩৬৭৩, সহিহ মুসলিম: ২৫৪০)। যষ্ঠ আলামত নবীজির সাথে সাক্ষাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা রাখা— নবীজি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা তাদের পরিবার ও ধন-সম্পদের বিনিময়েও আমাকে দেখতে চাইবে (সহিহ মুসলিম: ২৮৩২)।

সপ্তম আলামত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা। আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী, তুমি তাদের কাউকে পাবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে, যদিও তারা তাদের পিতা, সন্তান বা আত্মীয় হয় (সূরা মুজাদালা: ২২)।

নবীজিকে ভালোবাসার আমলি নিদর্শনও রয়েছে বহু। প্রথমত, তাঁর নির্দেশ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করা।

মদ হারামের আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবিরা প্রশ্ন ছাড়াই তাৎক্ষণিক তা মেনে নিয়েছিলেন (সহিহ বুখারি: ৪৬১৭)। আল্লাহ বলেন, রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো (সূরা হাশর: ৭)। দ্বিতীয়ত, সুম্মাহ রক্ষার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা করা বিরে মাউনার ঘটনায় হারাম বিন মিলহান রাযিয়াল্লাহু আনহু আহত অবস্থায় বলেছিলেন, আল্লাহ আকবার, কাবার রবের কসম, আমি সফলকাম হয়েছি (সহিহ বুখারি: ২৮০১, সহিহ মুসলিম: ৬৭৭)।

তৃতীয়ত, নবীজিকে শরিয়তের সর্বোচ্চ ধারক হিসেবে মেনে নেওয়া, আল্লাহ বলেন, তোমার প্রতিপালকের কসম, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের বিরোধের বিষয়ে তোমাকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে (সূরা নিসা: ৬৫)। চতুর্থত, ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি না করা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা আমার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিস্টনরা মরিয়ম-তনয় ঈসাকে নিয়ে করেছে, আমি আল্লাহর বান্দা মাত্র, তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলাও (সহিহ বুখারি: ৩৪৪৫)। মৃত্যুর সময়ও তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, আল্লাহর লানত ইছদি ও খ্রিস্টানদের উপর, যারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়েছে (সহিহ বুখারি: ৪৩৫-৪৩৬, সহিহ মুসলিম: ৫৩১)।

পঞ্চমত, নবীজির সম্মান যথাযথভাবে বজায় রাখা, আল্লাহ বলেন, যারা এই নিরক্ষর নবীর অনুসরণ করে, তাঁকে সম্মান করে ও সাহায্য করে এবং তাঁর সাথে নাযিলকৃত জ্যোতির অনুসরণ করে, তারাই প্রকৃত সফলকাম (সূরা আরাক্ফ: ১৫৭)। যষ্ঠত, তাঁর বাণীকে উপেক্ষা না করা— আল্লাহ বলেন, কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর সেই বিষয়ে নিজস্ব কোনো অধিকার নেই যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন; যে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে, সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হয় (সূরা আহযাব: ৩৬)। সপ্তমত, তাঁর আনীত বিধানকে বাস্তবায়ন করা, কেননা তা আল্লাহরই প্রেরিত ওহি, আল্লাহ বলেন, সে খোয়াল-খুশিমতো কোনো কথা বলে না, এটি কেবল ওহি যা তার প্রতি প্রেরণ করা হয় (সূরা নাজম: ৩-৪)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসা শুধু মৌখিক দাবি নয়, বরং তাঁর নির্দেশ পালন, সুম্মাহ রক্ষা, সাহাবি ও পরিবারবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় সীমা রক্ষার মধ্য দিয়েই তার প্রকৃত বাস্তবায়ন সম্ভব। আল্লাহ আমাদের সকলকে যথাযথভাবে নবীজিকে ভালোবাসার এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের তাওফিক দান করুন। আমীন।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM



LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং

ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্ত পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Member

H1B

L1A VISA

EB5

E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির বিভেদ ফ্যাসিস্ট অপশক্তির পথকে সুগম করতে পারে

সংসদে প্রধানমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

ঢাকা অফিস

গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি হলে বিতাড়িত ফ্যাসিস্ট অপশক্তি পুনরায় উজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ পেতে পারে বলে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এবং শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, লংমার্চ করে যদি গ্যাস ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করা যেতো, তাহলে সরকারই সবার আগে লংমার্চ করতো। একইসঙ্গে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে সংসদ নেতা বলেন, বিএনপি যতবারই ক্ষমতায় এসেছে প্রতিবারই দেশকে সংকট থেকে বের করে এনেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকার এই সংকট থেকেও দেশকে বের করে আনতে সক্ষম হবে। এ সময় গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি হলে বিতাড়িত ফ্যাসিস্ট অপশক্তি পুনরায় উজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ পেতে পারে বলে সবাইকে সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী। বাক-স্বাধীনতার সীমা যেন শালীনতার সীমা না ছাড়ায় এদিকে খেয়াল রাখারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ফ্যাসিবাদী শাসনামলে গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে দেশীয় সোর্স বা বন্টোপসাগর থেকে গ্যাস উত্তোলনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করা হয়নি। দেশকে সম্পূর্ণভাবে আমদানিনির্ভর করে ফেলা হয়েছিল। আমরা দায়িত্ব নেয়ার পরপরই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় গ্যাস আমদানি বাধাগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে আমাদের দু’টি এফএসআরইউ’র (এলএনজি টার্মিনাল) একটি দুর্ঘটনার কারণে সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যায়। এটি বাড়তি বিপদের সৃষ্টি করেছে।’

বিরোধী দলের লংমার্চ কর্মসূচির

দুই দিনে ছয় আইন কর্মকর্তার পদত্যাগ, এবার ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শাপলা

দিলারা হোসেন

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল (ডিএজি সাদিয়া আফরিন শাপলা। তাঁর পদত্যাগের মধ্য দিয়ে দুই দিনে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের ছয়জন আইন কর্মকর্তা পদত্যাগ করলেন।

বুধবার সকালে রাষ্ট্রপতি বরাবর লেখা পদত্যাগপত্র অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাছে জমা দেন সাদিয়া আফরিন শাপলা। তিনি জানান, ব্যক্তিগত কারণেই তিনি পদত্যাগ করেছেন। এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর পাঁচজন আইন কর্মকর্তা প্রদত্যাগ করেন। তাঁরা হলেন-অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আবদুল জব্বার দুএধা, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সলাতুন্না আকতার রুবি ও মামন চৌধুরী এবং সহকারী আর্টেনি জেনারেল রোহানী সিদ্দিকা ও পোজ্জল চাকমা।

৩০ জুলাই নতুন নিয়োগ: বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ৩০ জুলাই অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে বড় ধরনের নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই দিন স্রেপ্তম কোর্টের ৮৬ জন আইনজীবীকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ১৮০ জনকে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে নতুন করে ২৬৬ জন আইন কর্মকর্তা নিয়োগ পান।

এর আগে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ



প্রধানমন্ত্রী-তারেক রহমান

সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘আমরা এই সংকট সমাধানে বিরোধী দলের বন্ধুদের কাছে সহযোগিতা আশা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম লংমার্চের আয়োজন করা হয়েছে। লংমার্চ করে যদি গ্যাস বা বিদ্যুতের সমাধান করা যেত, তাহলে আমরাই সবার আগে লংমার্চ করতাম। জনগণকে অযথা উত্তেজিত করে অন্য কিছু করার অপচেষ্টা করা হয়েছিল কিনা, সে প্রশ্নও উঠছে।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা উত্তরাধিকার সূত্রেই এই সংকট পেয়েছি। তবে আমরা বসে নেই, ইতিমধ্যেই অনেকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমরা শুধু বিদ্যুৎ গ্রাহক নয়, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদক হওয়ার পরিকল্পনায় এগোছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই আমরা এই গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আমাদের মধ্যে ভিন্নমত থাকবে, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাও থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভিন্নমত যেন শত্রুতার রূপ না নেয়, সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির মধ্যে বিভেদ বা বিরোধ শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত ফ্যাসিস্ট অপশক্তিকেই পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। তাদের পথকেই সুগম করতে পারে।’

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করে সংসদ নেতা বলেন, ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে গুলি করে পাখির মতো মানুষ হত্যা করা হয়েছে। প্রায় ১৪০০ মানুষ জীবন দিয়েছেন, ৩০ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বা অক্ষত্ব বরণ করেছেন। শৃশাসন ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই শহীদদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। তাই আসুন, সরকারি বা বিরোধী দল—সবাই মিলে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র গড়ে তুলি। সবার আগে বাংলাদেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ।’

বৃহস্পতিবার (Thursday), ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬



উৎসবমুখর পরিবেশে নিউইয়র্কে শেরপুর জেলা সমিতির বনভোজন ও মিলনমেলা

মিনহাজুল ইসলাম

উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতির বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) লং আইল্যান্ডের বেবিলনে অবস্থিত বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে দিনব্যাপী এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

মরমী জ্ঞানসাধক গাজী বংশের শেষ জমিদার শের আলী গাজীর স্মৃতিধন্য প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতির আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘বার্ষিক বনভোজন-২০২৬ ও মিলনমেলা’য় প্রায় আড়াই শতাধিক প্রবাসী শেরপুরবাসী, তাদের শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নেন।

দুপুর ১২টার দিকে লাল-নীলসহ বিভিন্ন রঙের বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মার্কস হোম কেয়ার ও কুইন্স অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হকের প্রতিনিধি এবং মার্কস হোম কেয়ারের মহাব্যবস্থাপক মাসুম বিল্লাহ শিশির।

নিউইয়র্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক নাইচ চৌধুরী ও সদস্যসচিব গৌতম চক্রবর্তী মিস্ট্রি। এ সময় মো. সিরাজুল ইসলাম, রূপচর্চন মিয়া, ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ সুমন, রাসেদ মামুন, রাকিবুল হাসান রাসেল, শামীম রেজা ও আলহাজ মো. ফারুক মিয়াসহ অনাররা সহযোগিতা করেন।

পড়ন্ত বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা। সংগঠনের সভাপতি

ইঞ্জিনিয়ার প্রদোষ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন প্রধান অতিথির প্রতিনিধি মাসুম বিল্লাহ শিশির, গেষ্ট অব অনার বিশিষ্ট চিকিৎসক সফিউল্লাহ শিবলী, খামারবাড়ী সুপার মার্কেটের স্বত্বাধিকারী ও বাংলাদেশি সোসাইটির সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাপ্তাহিক প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, দেশ পত্রিকার সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান, প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক মো. মনজুরুল হক, সংগঠনের সাবেক সভাপতি মামুন রাশেদ এবং সাধারণ সম্পাদক মো. ছামেদুল হক।

প্রধান অতিথির প্রতিনিধি মাসুম বিল্লাহ শিশির বলেন, শেরপুরবাসীর আমন্ত্রণ পেয়ে তারা আনন্দিত। প্রবাসীদের আনন্দঘন এই আয়োজনে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। তিনি বলেন, হোম কেয়ার সেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় বয়স্কদের যত্ন ও সেবায় তাদের প্রতিষ্ঠান সব সময় প্রবাসীদের পাশে রয়েছে। প্রয়োজন হলে সরাসরি যোগাযোগ করারও আহ্বান জানান তিনি।

সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সাংবাদিক মো. আবুল কাশেম বলেন, গ্রীষ্মকালে বছরে এই একটি দিন প্রবাসী শেরপুরবাসীরা একত্রিত হয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করেন। নতুন প্রজন্মের কাছে শেরপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি শেরপুর জেলার ইতিহাস প্রচার এবং জেলার উন্নয়নে প্রবাসী শেরপুরবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

এবারের বনভোজনের র‍্যাফেল ড্রয়ের প্রথম পুরস্কার হিসেবে ছিল নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক বিমান টিকিট। পুরস্কারটি অনুদান দেন মার্কস হোম কেয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক। দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল সোনার গহনা, যা সংগঠনের সভাপতি প্রদোষ চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক ছামেদুল হকের সৌজন্যে দেওয়া হয়। তৃতীয় পুরস্কার ছিল ৫৫ ইঞ্চি টেলিভিশন, যার সৌজন্যে ছিলেন ইউএস ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মশিউর রহমান মজুমদার।

এ ছাড়া ল্যাপটপসহ মোট ১৩টি আকর্ষণীয় পুরস্কার জিতে নেন প্রবাসী শেরপুরবাসী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। র‍্যাফেল ড্র পরিচালনা করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সাংবাদিক আবুল কাশেম।

তাকে সহযোগিতা করেন রাকিবুল ইসলাম রাসেল, ছামেদুল হক, শামীম রেজা, মামুন রাসেদ, লিটন জামান ও ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেনসহ অন্যান্য।

খেলাধুলা ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন মাসুদ পারভেজ মুক্তা, মো. সিরাজুল ইসলাম এবং সংগঠনের সাবেক সভাপতি নাহিদ রায়হান লিখন।

বনভোজনে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের সাবেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চৌধুরী, শেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লুৎফর রহমান নতুন, সংগঠনের উপদেষ্টা আজমাউল রেজা লিরা, সুব্রত সাহা লিপন, রানা রায়হান, সাংবাদিক মাহে আলম জেমস, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তী, আনজুম আরা শুভা, মিসেস ফেরদৌসী বেগম, আয়েশা সুলতানা, পুলিশ কর্মকর্তা মাসুম ও রেখা জামান চৌধুরী ডলিসহ অনেকে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী শামীম রেজা, আনোয়ার হোসেনসহ স্থানীয় শিল্পীরা দিনব্যাপী দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছামেদুল হক বন্টু।



ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর (রোববার) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবাম পাটি হলে দোয়া মাহফিল ও মেজবানের আয়োজন করা হয়। ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম। দোয়া মাহফিলের পর

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানে প্রায় ৫ হাজার লোক অংশগ্রহণ করে।

আয়োজকরা জানান, এ মেজবান ২০১২ সাল থেকে করে আসছি। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে আমাদের এ অনুষ্ঠানে সবাই অংশগ্রহণ করে। আয়োজন স্কুরর প্রথম দিকে ৪শ-৫শ মানুষের মেজবান আয়োজন করা হলেও বর্তমানে ৫ হাজার লোকের আয়োজন করা হয়। ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা, সকলের আন্তরিকতা প্রত্যাশা করেন তারা। অনুষ্ঠানে আয়োজক কমিটির আহবায়ক সামসুল আলম চৌধুরী, কো-অর্ডিনেটর মনির আহমেদ ও সদস্য সচিব সেলিম হারুন বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি, ভাতৃত্ববোধ ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যকে প্রবাসে বুকে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়েছে।

খবর | 11

নিউইয়র্কে নতুন ৫ সরকারি স্কুল, থাকছে হিপহপ ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটিতে নতুন শিক্ষাবর্ষে পাঁচটি নতুন সরকারি স্কুল চালু হচ্ছে। বৃহস্পতিবার শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে এসব স্কুলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান শুরু হবে। নতুন স্কুলগুলোর মধ্যে ব্রক্সে হিপহপভিত্তিক একটি উচ্চবিদ্যালয়ও রয়েছে।

মেয়র জোহরান মামদানি ও স্কুল চ্যাপেলর কামার স্যামুয়েলস গত মে মাসে নতুন স্কুলগুলোর ঘোষণা দেন। নতুন শিক্ষাবর্ষে শহরে ১০টি নতুন স্কুল অবকাঠামোও যুক্ত হচ্ছে। এর মধ্যে ব্রুকলিনের জন ডিউই হাইস্কুলে ৫৫৩ আসনের একটি নতুন মধ্যবিদ্যালয় শাখা রয়েছে।

নতুন পাঁচটি স্কুল হলো—কুইন্সের একাডেমি অব কালচারাল এক্সপ্লোরেশন, ব্রক্সের ব্রক্স স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন, ব্রক্স স্কুল অব হিপ-হপ, কুইন্সের কুইন্স একাডেমি ফর ইনোভেটিভ লার্নিং এবং ওয়েস্ট কিউ এলিমেন্টারি।

ব্রক্স স্কুল অব হিপ-হপে হিপহপ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ডিজে, গ্রাফিতি, নাচ ও সংগীতের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা রিজেন্টস ও এপি-সমমানের পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করবে। স্কুলটিতে নাচের দল, ব্রেকড্যান্স ও স্ট্রেপ-রিদম কার্যক্রম, উন্মুক্ত মঞ্চ এবং পডকাস্ট দলও থাকবে।

কুইন্সের একাডেমি অব কালচারাল এক্সপ্লোরেশ প্রি-কে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পড়বে। বিদ্যালয়টির পাঠ্যক্রমে সহমর্মিতা, বৈচিত্র্যের মূল্যায়ন, সমালোচনামূলক চিন্তা ও সাফল্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

অ্যাস্টোরিয়ার কুইন্স একাডেমি ফর ইনোভেটিভ লার্নিংয়ে মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল-গণিত এবং কর্মভিত্তিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্যও স্কুলটি কাজ করবে।

উডসাইডের ওয়েস্ট কিউ এলিমেন্টারিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বছরজুড়ে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পাঠ্যবিষয়কে যুক্ত করে বিশেষ প্রকল্পে কাজ করবে।

অন্যদিকে ব্রক্স স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন হবে কে-৮ স্কুল, যেখানে অটিজমসহ বিভিন্ন বিকাশগত ও শেখার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন এমন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।

সাঁউথ জার্সিতে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ দিনব্যাপী গণেশ উৎসব

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের অ্যাটলানটিক কাউন্টিতে প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর (সোমবার) পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী ‘গণেশ চতুর্থী উৎসব’ অনুষ্ঠিত হবে। এগ হারবার শহরের ৫৭১ সাউথ পোমোনা এলাকায় অবস্থিত বৈকুণ্ঠ হিন্দু জৈন মন্দিরে বর্ণাঢ্য এ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ এই আশুবাकাকে ধারণ করে বিগত বছরগুলোর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে গণেশ চতুর্থী উৎসব উদযাপন করা হবে। উৎসবের আয়োজনে থাকছে আরতি, ভজন কীর্তন, শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংগীত রজনী, প্রসাদ বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি।

উৎসবের প্রথম দিন ১৪ সেপ্টেম্বর (সোমবার) ভজন সংগীত পরিবেশন করবেন উমেশ প্যাটেল ও তাঁর দল। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর (বুধবার) রাত ৮টায় অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সংগীত রজনী। এতে সংগীত পরিবেশন করবেন ‘ইন্ডিয়ান আইডল’খ্যাত সংগীতশিল্পী নতিন কুমার। আয়োজকরা জানিয়েছেন, গণেশ চতুর্থী উৎসব সবার জন্য উন্মুক্ত।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:

30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:

170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

**Wasi Choudhury & Associates LLC**

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

• Tax Preparation

Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.

• Represent Taxpayers before
the IRS / State Tax Authority

• Accounting

Payroll, Sales Tax, etc.

• Immigration

(No Legal Advice)

• New Business Setup & more...

**Wasi Choudhury, EA**

Admitted to Practice before the IRS

সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রান্সিট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্কMember: **naea** **NYSSEA**

Tel: 718-440-6712

718-205-3460

Fax: 718-205-3475

Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

ধরাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ /
নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয়
অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্সুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন
প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রুকস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration Services



Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস

Job Help & Application Processing Services

917-500-3937

আমাদের সার্ভিসসমূহ

- পোস্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম.টি.এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরি
- কাভার লেটার
- সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
- নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

বিশ্বাসযোগ্যতা
দক্ষতা
সেবাই আমাদের
প্রতিশ্রুতি

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ, জমজম ড্রাগস ও আস-সালাম ফার্মেসি

সম্পূর্ণ
বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান

জ্যাকসন হাইটস
জান্নাত ফার্মেসি
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com

উডসাইড
বিসমিল্লাহ ফার্মেসি
6409 Broadway,
Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017

জ্যামাইকা
আস-সালাম ফার্মেসি
(সোর্টফিন বুলেবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে
এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717

ব্রক্স
জমজম ড্রাগস ফার্মেসি
3105 Bainbridge Ave Bronx,
NY 10467
Phone: (347) 899-8930

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT,
Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy \$1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections

Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হাটের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

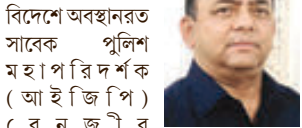
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

বেনজীরকে ফেরাতে কোনো শৈথিল্য নয়

সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মিনহাজুল ইসলাম



বিদেশে অবস্থানরত সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমদকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার কোনো ধরনের শৈথিল্য দেখাবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, বেনজীরের অবস্থান নিশ্চিত করা, প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া, পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগ যাচাই এবং দেশে-বিদেশে তাঁর অবৈধ সম্পদ শনাক্ত ও জব্দে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য মীর আহমাদ বিন কাসেমের উত্থাপিত ১৪৭ বিধির নোটিশের ওপর বক্তব্যকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় সংসদের সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

কঠোরভাবে বিরোধী দলের প্রস্তাব গৃহীত প্রস্তাবের ওপর প্রায় দুই ঘণ্টা আলোচনা শেষে কঠোরভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সাধারণত বিরোধী দলের আনা প্রস্তাব গৃহীত হয় না। এ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেল।

সংসদে প্রস্তাবটি এনেছিলেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্য মীর আহমাদ বিন কাসেম। তাকে গৃহীত প্রস্তাবটি হলো—সংসদের অভিমত এই যে, ঘৃণ্য অপরাধে অভিযুক্ত সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ কীভাবে দুবাইতে জামিন পেলেন—এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যথা শিগগিরই জাতীয় সংসদকে অবহিত করবেন। এই ঘৃণ্য অপরাধীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে

বিচারের মুখোমুখি করার জন্য সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছে? সে সম্পর্কে মীর আহমাদ বিন কাসেমকে এবং সংসদের প্রতিটি সদস্যকে যথাসময়ে যথা শিগগিরই অবহিত করবেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বেনজিরসহ বিদেশে অবস্থানরত পলাতক আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার কোনো ধরনের শৈথিল্য দেখাবে না। তিনি জানান, বেনজীরের বর্তমান অবস্থান নিশ্চিত করা, প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া, পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগ যাচাই এবং দেশে-বিদেশে অবৈধ সম্পদ শনাক্ত ও জব্দে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

বেনজীরকে ‘সিরিয়াল কিলার’ বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজের বক্তব্যে ২০০৯ সাল থেকে গুম-খুন-নির্যাতনের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বেনজীর আহমদকে ‘সিরিয়াল কিলার’ আখ্যা দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই নির্যাতনের হাতিয়ার এবং যে দুষ্কৃতকারীরা ছিল, তার মধ্যে শেখ হাসিনার পরে বেনজীরকে ‘নাশার ওয়ান’ বলা যায়।

বেনজীরকে ফিরিয়ে আনতে সরকারের উদ্যোগের বিস্তারিত তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদেরকে দায়ী না করে আপনারা সহযোগিতা করবেন।’

বেনজীরের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, আদালতের প্রেক্ষারি পরোয়ানার ভিত্তিতে বেনজীরের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০২৫ সালের ১১ এপ্রিল তাঁর বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি হয়, যা এখনো কার্যকর রয়েছে। ২০২৬ সালের ১২ জুন এনসিবি আবুধাবি বাংলাদেশকে জানায়, বেনজীর সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেক্ষারি হয়েছেন।

আ.লীগ নিয়ে সালাহউদ্দিন ও তাহেরের বিতর্ক

ঢাকা ডেস্ক

সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ ও বিরোধীদলীয় উপনেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) দল হিসেবে রাজনীতি করতে চাইলে আপত্তি থাকার কথা নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় উপনেতা। এ সময় তাঁর বক্তব্য ‘আংশিক’ উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে আপত্তি জানান তাহের।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য মীর আহমাদ বিন কাসেমের উত্থাপিত ১৪৭ বিধির নোটিশের ওপর বক্তব্যকালে এ বিতর্ক হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বিরোধীদলীয় উপনেতা একটা কথা বলেছেন—আওয়ামী লীগের পলাতক আসামি এবং দুর্বৃত্তরা গ্রামেগঞ্জে মিছিল দিচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিগত নির্বাচনের সময় আমাদের বন্ধুদের অনেক নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে স্টেজে সেই দলের নেতারা বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছে—এটা আমি বলতে চাচ্ছি না।’ এ সময় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্য বলেন, ‘মাননীয় মন্ত্রী, আপনি কি তাদের ওয়াকআউট করতে চান? মাননীয় মন্ত্রী, বিষয়ের মধ্যে থাকেন। তাদের আর ওয়াকআউট দেখতে চাই না।’

পরে স্পিকারের অনুমতি নিয়ে তাহের বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর সাক্ষাৎকারের পুরো বক্তব্য তুলে ধরেননি। তিনি বলেন, ‘আমি বলেছি, আওয়ামী লীগ বা যে কোনো দল রাজনীতি করবে, এতে কোনো নীতিগত সমস্যা নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগের লাখ লাখ লোক যে অপরাধ করেছে, তাদের বিচার যথাযথভাবে করার পরে যদি কিছু লোক থাকে, তাহলে সেটা ভিন্ন আলোচনা।’ এরপর তাহের বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, আওয়ামী লীগের অপরাধীদের যদি বিচার হয়, তাহলে আওয়ামী লীগ নামে আর কোনো দল থাকবে না।’



নিউইয়র্কের মধ্যে সাড়া ফেলল ‘নেমেসিস’

রোকেরা দীপা

প্রবাসের ব্যস্ত জীবন ও নানা প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলা নাট্যচর্চার প্রতি প্রবাসীদের গভীর টান ও নিষ্ঠা আবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিউইয়র্কের মধ্যে। শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস অ্যান্ড লার্নিং মিলনায়তনে থিয়েটার ৭১ কর্পোরেশনের নাটক ‘নেমেসিস’ সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে। এদিন বিকেল ৫টা ও সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠিত নাটকটির দুটি প্রদর্শনীতেই দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

মাসুম রেজার রচনা ও খাইরুল ইসলাম পাখির নির্দেশনায় নির্মিত ‘নেমেসিস’ এর মূল গল্প গড়ে উঠেছে উত্তর আমেরিকার প্রবাসী জীবনের বাস্তব কিছু অনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন খাইরুল ইসলাম পাখি, বন্যা মির্জা ও তামান্না শান্তি আহমেদ।

গল্পে দেখা যায়, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আমেরিকায় এসে আশ্রয় নেন প্রবীণ সবীউল্লাহ (খাইরুল ইসলাম পাখি)। সেখানে এসেও তার অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনের

চেষ্টা এবং অতীতের অপরাধবোধ নিয়ে থিয়েটারচর্চাকারী স্বাবলম্বী কন্যা নুপুরের (বন্যা মির্জা) সঙ্গে তৈরি হয় মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত। গ্রিক ন্যায়বিচারের দেবী ‘নেমেসিস’ এর মতোই নুপুর আপসহীন হয়ে বাবার অন্যায়ের শাস্তি নিশ্চিত করতে চায়। তবে শেষপর্যন্ত নাতনি আধারার (তামান্না শান্তি আহমেদ) মানবিক হস্তক্ষেপে ক্ষমা ও আত্মশুদ্ধির বার্তা ফুটে ওঠে।

এই প্রযোজনার অন্যতম আকর্ষণ ছিল অভিনেত্রী বন্যা মির্জার উপস্থিতি। এই নাটকের মাধ্যমেই নিউইয়র্কের মধ্যে তার প্রথম অভিনয়। অভিনয়ের পাশাপাশি পোশাক পরিকল্পনাও করেছেন তিনি। প্রবীণ শিল্পীদের পাশাপাশি নবাগত তামান্না শান্তি আহমেদের সাবলীল অভিনয়ও দর্শক মহলে কুড়িয়েছে প্রশংসা।

নাটকের অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সাদিয়া খন্দকার, জেকে রাজ্য, তমিমা তিথি, উর্মি রোজারিও, রানা মাসুদ, শায়লা আফতাব ও সুলতান বোখারী। সংগীতে পিন্টো ঘোষ, আলোয় বাবর খাদেমী এবং দৃশ্যপট ও প্রসঙ্গ নির্মাণে ছিলেন মিঠুন আহমেদ। আয়োজনের সার্বিক সমন্বয়ক ছিলেন জ্যাকলিন এসেও তার অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনের

‘শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাতে জুলাই যোদ্ধারা অপেক্ষা করছে’

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও জাতীয় সংসদের ছইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দলু বলেছেন, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে এলে জুলাই আন্দোলনে আহত ও নির্যাতিতরা তাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, তাকে স্বাগত জানানোর জন্য এ দেশের পক্ষ ও চক্ষু হারানো জুলাই যোদ্ধারা অপেক্ষা করছে।

মঙ্গলবার বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দলের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় সংগঠনটির সভাপতি হুমায়ুন কবির বেপারীর সভাপতিত্ব করেন।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার প্রসঙ্গে দলু বলেন, ‘সম্প্রতি তার এক বক্তব্যে গুলনাম, তিনি ডিসেম্বরে বাংলাদেশে আসবেন। আসার কথা বলে তিনি মূলত দেশবাসীকে ভয় দেখাতে চান। তার বোঝা উচিত, দেশের মানুষ ভয় পায় না। বরং তাকে স্বাগত জানানোর জন্য এ দেশের পক্ষ ও চক্ষু হারানো জুলাই যোদ্ধারা অপেক্ষা করছে।’

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)

সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফর্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সার্বিসটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইগ

MITU DISABILITY CENTER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

MITU DISABILITY CENTER

- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ব্রিনঝিন করা, মাথা ঘরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



YOUR HOME SOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WE'LL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা ফেনা, ট্যাক্সি নিজিৎ এবং টিএনএল ইনসিউরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL: hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

HASAN TAXI SERVICES INC





**KARNAFULLY
HOME CARE**

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



**We Care
Your Family
Like Ours**

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)

PCA (Personal Care Assistant)

CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

◆ **Queens**

◆ **Nassau**

◆ **Suffolk**

◆ **Bronx**

◆ **Westchester**

◆ **Dutchess**

◆ **Orange**

◆ **Rockland**

◆ **Sullivan**

◆ **Ulster**

NYS Department of Health LHCSAs



Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Main Office

**37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372**

Jamaica Office

**167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432**



Fax: 347-338-6799



347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসেস সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ট্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়ালিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্গ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সত্যতা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

**32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103**

www.surdezperetzlaw.com

যে কোন পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

IMMIGRATION

ইমিগ্রেশন

TRANSLATION
TAX FILING
HELP




**ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স**

Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
- অ্যাসিলিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
- ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)

631-805-1051

TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস **ISP**-এর ২য় তলায়
**Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372**

We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist ALAM PODIATRY

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES

Diabetic Foot Exam	Diabetic Shoes
Heel Injection	Foot Surgery
Ingrown Toenail	Vascular and nerve Testing
Fungal Toenails	On-site X-ray Availalbe
Fracture Management	

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন






No More FOOT PAIN

CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Low Income, No Problem

Direct Lender

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
- ★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
- ★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ইন্টারেস্ট রেট কম
- ফাস্ট ক্লোজিং
- ইনভেস্টমেন্ট
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন
হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine
physician

আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 📞 631-778-4048 📍 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

**PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.**

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Authorized Employment Agency by:

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেস্তুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেস্তুরেন্ট ও পার্টি হল।

- সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE

বুকিং ও কিস্তিরিত জানতে যোগাযোগ করুন

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

MOHAMMAD ZAHID ALAM

PRESENTS

Live in Concert



03 OCTOBER 6PM
SATURDAY

EVANGEL CHRISTIAN CENTER

39-20 27TH ST. LONG ISLAND CITY, NY 11101

Organized By

TEH BEAUTIFUL LADIES OF USA

GENERAL \$30 | VIP \$50 | VVIP \$100



SCAN FOR TICKETS



Zahid Alam

+1(929) 328-5971

President & CEO NYSDC

CONTACT | SILVEE AKOND & NADIA CHOWDHURY



NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com



M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA



বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন



প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718) 874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718) 874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমস্যা

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে থেকতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্সুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW

(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529



KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here

+1 516 451 3748





- ✓ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- ✓ পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ✓ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- ✓ শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment

150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

১৩ মার্কিন বিমানবন্দরে টিকিট ছাড়াই টার্মিনালে প্রবেশের সুযোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি বিমানবন্দরে টিকিট না থাকা দর্শনার্থীদের জন্য টার্মিনালের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ চালু করেছে দেশটির পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসন (টিএসএ)। নতুন পরীক্ষামূলক কর্মসূচির আওতায় যাত্রীর স্বজন ও বন্ধুরা নিরাপত্তা তত্ত্বাশি পেরিয়ে গেট পর্যন্ত গিয়ে তাদের বিদায় জানানো বা স্বাগত জানাতে পারবেন।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরগুলোতে টিকিট ছাড়াই যাত্রীদের গেট পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তাব্যবস্থা কঠোর হওয়ায় এ সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়।

টিএসএর ‘গেটসাইড’ কর্মসূচির আওতায় এই সুবিধা পেতে হলে আবেদনকারীকে আগে থেকেই টিএসএ প্রিচেকের অনুমোদিত যাত্রী অথবা ‘নোন ট্রাভেলার নম্বর’ধারী হতে হবে। বিমানবন্দরে যাওয়ার ১ থেকে ৩ দিন আগে টিএসএর ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে। অনুমোদন পেলে টিকিটধারী যাত্রীদের মতোই নিরাপত্তা তত্ত্বাশির মধ্য দিয়ে টার্মিনালে প্রবেশ করা যাবে। তবে প্রতিটি বিমানবন্দর প্রতিদিনের অনুমোদিত পাসের সংখ্যা সীমিত করতে পারে এবং ব্যস্ত সময়ে কর্মসূচি সাময়িকভাবে বন্ধও রাখতে পারে।

বর্তমানে যেসব ১৩টি বিমানবন্দরে এই সুবিধা চালু রয়েছে, সেগুলো হলো— আয়ারজোনার মেসা গেটওয়ে, ওহাইওর জন গ্লেন কলম্বাস, টেক্সাসের ডালাস-ফোর্ট ওয়ার্থ, মিশিগানের ডেট্রয়েট মেট্রোপলিটন, কান্সাসের উইচিটা, ইন্ডিয়ানার ইন্ডিয়ানাপোলিস, নেভাডার হ্যারি রিড, ক্যালিফোর্নিয়ার লস আঞ্জেলেস ও সান ডিয়েগো, আরকানসাসের লিটল রক, ওকলাহোমার ওকলাহোমা সিটি, নেব্রাস্কার ওমাহা এবং ইউটাহর সল্ট লেক সিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

টিএসএ জানিয়েছে, টার্মিনালে প্রবেশকারী দর্শনার্থীদেরও যাত্রীদের মতো বিমানবন্দরের সব আচরণবিধি ও স্থানীয়-ফেডারেল আইন মেনে চলতে হবে।



বাংলাদেশিদের পছন্দের তালিকায় ইত্যাদি গার্ডেন অ্যান্ড গ্রিল

জ্যাকসন হাইটস

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ইত্যাদি গার্ডেন অ্যান্ড গ্রিল। বিশেষ করে দেশীয় স্বাদের খাবারের বৈচিত্র্য, পরিবেশনা ও ঘরোয়া স্বাদের কারণে রেস্টুরেন্টটি ভোজনরসিকদের মধ্যে আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছে। বাংলাদেশি খাবারের পাশাপাশি বাজারসামগ্রী কেনার সুবিধা থাকায় এটি এখন প্রবাসীদের কাছে একই সঙ্গে খাবার ও কেনাকাটার একটি পরিচিত ঠিকানা হয়ে উঠেছে।

ইত্যাদি গার্ডেন অ্যান্ড গ্রিলের রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী খাবারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মেনুতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মাছ ও মাংসের পদ, ভাজি, ভর্তাসহ দেশীয় স্বাদের নানা খাবার। পরিচিত এসব খাবারের সঙ্গে ভাতের আয়োজন প্রবাসীদের

অনেকটা ঘরের খাবারের অনুভূতি দেয়। দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকা বাংলাদেশিদের কাছে তাই রেস্টুরেন্টটির খাবারে দেশীয় স্বাদের টান বিশেষভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশি ক্রেতাদের পাশাপাশি ভারতীয়সহ দক্ষিণ এশীয় বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের মধ্যেও রেস্টুরেন্টটির খাবারের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

প্রবাসে বাংলাদেশি খাবারের চাহিদা দিন দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইত্যাদি গার্ডেন অ্যান্ড গ্রিলও নিজেদের খাবারের আয়োজনের মাধ্যমে সেই চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছে। দেশীয় স্বাদ, খাবারের বৈচিত্র্য এবং একই ছাদের নিচে কেনাকাটা ও খাওয়ার সুবিধার কারণে রেস্টুরেন্টটি জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশি কমিউনিটির পছন্দের তালিকায় ক্রমেই শক্ত অবস্থান তৈরি করছে। জ্যাকসন হাইটসের বাইরে নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা এবং আশপাশের অঙ্গরাজ্য থেকেও অনেকে এখানে আসেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

ফকল্যান্ড ইস্যুতে ব্রিটেনের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব ২ ইসরায়েলি মন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অবৈধ ইসরায়েলি বসতিতে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাবি নিচ্ছে ব্রিটিশ সরকার। এর মধ্যেই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পাল্টা নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন ইসরায়েলের দুই মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির ও বেজালেল স্মতরিচ। ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে ব্রিটেনের অবস্থানকে কেন্দ্র করে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

মিডল ইস্ট আইয়ের খবরে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে ইসরায়েল থেকে বহিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমরা কোনো ইহুদিবিরোধী সরকারের পদদলিত হওয়ার মতো পাপোষ হয়ে থাকব না। এমন একটি দেশে, যা উগ্র ইসলাম দ্বারা দখল হয়ে গেছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ইহুদি ও ইসরায়েল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করছে। ইসরায়েল ভূখণ্ডে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সমাপ্তি ঘটেছে।’

ভ্রমণ অনুমতি থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে সাময়িকভাবে বিদেশে গেলেও কিছু অভিবাসীর জন্য দেশে ফেরার ক্ষেত্রে তিন বা ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে যারা আগে ছয় মাসের বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থান করেছেন, তাদের জন্য নতুন সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আপিল বোর্ডের এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, আগাম ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যাওয়া অভিবাসীর দেশত্যাগ হিসেবেই গণ্য হবে। এর ফলে নির্দিষ্ট সময় অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করার পর দেশ ছাড়লে প্রচলিত আইনের আওতায় পুনরায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে পারে।

এর আগে আগাম ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে সাময়িকভাবে বিদেশে যাওয়া অভিবাসীদের ক্ষেত্রে এমন ভ্রমণকে সবসময় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার মতো দেশত্যাগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। নতুন সিদ্ধান্তে সেই ব্যাখ্যার পরিবর্তন হয়েছে।

এ সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়তে পারে শিশু বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে আসা অভিবাসীদের জন্য চালু করা ডাকা কর্মসূচির আওতায় থাকা ব্যক্তি এবং সাময়িক সুরক্ষিত মর্যাদাধারীদের ওপর। তাঁদের অনেকে পরিবারের সদস্যদের দেখতে, চিকিৎসা নিতে বা জরুরি প্রয়োজনে বিদেশে যাওয়ার জন্য আগাম ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে থাকেন।

কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ছয় মাসের বেশি সময় অবৈধভাবে অবস্থান করার পর কেউ দেশ ছাড়লে তিন বছরের নিষেধাজ্ঞা এবং এক বছর বা তার বেশি সময় অবৈধভাবে অবস্থানের পর দেশ ছাড়লে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে পারে। একই সঙ্গে ভ্রমণ অনুমতিপত্র

থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে পুনঃপ্রবেশের নিশ্চয়তা নেই; সীমান্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

নতুন সিদ্ধান্তের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা অনেক অভিবাসীও দ্বিধায় পড়েছেন। বিদেশে গেলে দেশে ফিরতে না পারার ঝুঁকি যেমন রয়েছে, তেমনি ভ্রমণ না করলে অসুস্থ স্বজন বা পরিবারের সদস্যদের কাছে যাওয়ার সুযোগও সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

অভিবাসন আইনজীবী ও অধিকারকর্মীরা বলছেন, নতুন সিদ্ধান্তের ফলে বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের

কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ছয় মাসের বেশি সময় অবৈধভাবে অবস্থান করার পর কেউ দেশ ছাড়লে তিন বছরের নিষেধাজ্ঞা এবং এক বছর বা তার বেশি সময় অবৈধভাবে অবস্থানের পর দেশ ছাড়লে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে পারে।

সুযোগ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা অনেক মানুষ কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে পারেন। অন্যদিকে মার্কিন কর্তৃপক্ষের দাবি, বিন্যাসিত অভিবাসন আইনে অবৈধভাবে অবস্থানের পর দেশ ছাড়ার ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ রয়েছে, তা আগাম ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে দেশ ছাড়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অভিবাসন আপিল বোর্ডের ১৩ আগস্টের সিদ্ধান্তে আগের একটি নজির বাতিল করে আগাম ভ্রমণ অনুমতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগকেও সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে ‘দেশত্যাগ’ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

মানুষের গল্পে, মানুষের ভিড়ে ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

রোমেনা রোজী

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন—লেখক, সাংবাদিক, সংগঠক। সিলেট শহরে তাঁর দীর্ঘ বিচরণ। সেই বিচরণের সীমানাও ছিল বিস্তৃত—রাজনীতি থেকে সমাজ, সংস্কৃতি থেকে সাংবাদিকতা, মানুষের অধিকার থেকে জনকল্যাণ; নানা পথের নানা মানুষের সঙ্গে তাঁর অবাধ চলাচল।

সময়ের কাছে এসে এই দীর্ঘ পথচলার একটি বিষয় অন্তত স্পষ্ট হয়েছে—এ চলার পেছনে ব্যক্তিগত প্রাণির কোনো হিসাব ছিল না। সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাঘা গ্রাম থেকে উঠে আসা এক দূরস্ত যুবকের সৃষ্টিশীল পথচলা যেন তারই প্রমাণ। নিজের গ্রাম, নিজের শহরকে হৃদয়ে ধারণ করেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তাঁর বিস্তৃত বিচরণ অনেকের কাছেই বিস্ময় জাগায়। কিন্তু সেই বিস্তৃতির মধ্যেও শিকড়টি হারিয়ে যায়নি। বরং যত দূরে গেছেন, ততবার ফিরে এসেছেন নিজের মানুষ, নিজের মাটি আর নিজের সময়ের কাছে।

৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার। কর্মদিবসের শেষভাগে জিন্দাবাজারের বাতিঘর মিলনায়তনে ধীরে ধীরে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। উপলক্ষ—প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের একাধিক প্রকাশনা ঘিরে আলোচনা ও আড্ডা। কিন্তু বইয়ের আলোচনা খুব বেশিক্ষণ বইয়ের মধ্যে আটকে থাকেনি। ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনকে নিয়ে কথা উঠলে তাঁকে শুধু বইয়ের পাতায় আটকে রাখা কঠিন। তাঁর জীবনও যেন অনেকগুলো গল্পের সমষ্টি। ফলে আলোচনাও এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে ছুটে যায়।

তাঁর পুরোনো বন্ধুরা কেউ কেউ আসেন মাথা নুইয়ে—স্মৃতির ভার নিয়ে। নতুন প্রজন্মের অনুরাগীরা আসে মাথা উঁচু করে, শিরদাঁড়া সোজা রেখে—একজন অগ্রজের দীর্ঘ পথচলার প্রতি শ্রদ্ধা আর কৌতুহল নিয়ে।

রাজনীতিবিদ, শ্রমিকনেতা, অভিনেতা, সংস্কৃতিকর্মী, অধ্যাপক, সাংবাদিকসহ নানা পেশা ও পরিচয়ের মানুষের উপস্থিতিতে একসময় মিলনায়তন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আড্ডা জমে। কথা বাড়ে। ইব্রাহীম চৌধুরী, স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে, বারবার নিজের কথা থেকে সরে গিয়ে অন্য মানুষের গল্পে চলে যান। তাঁর আলাপচারিতার একটি জায়গা বেশ স্পষ্ট।



গুরুত্বপূর্ণ কোনো নেতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। অভিনেতা হওয়ারও নয়। জীবনের চলার পথে দেওয়ার চেয়ে পাওয়ার পরিমাণই বেশি—এমনটাই মনে করেন তিনি। পাশের মানুষটিকে জানা, তার ভেতরের মহত্বটুকু আবিষ্কার করা, তার সৃষ্টিশীলতাকে সম্মান করা—এই আনন্দেরই তাঁর আগ্রহ। অন্যের এগিয়ে যাওয়া তাঁকে আনন্দ দেয়। অন্যের ভাবনার সঙ্গে নিজের ভাবনাকে মিলিয়ে দেখা তাঁকে টানে। অন্যের ভালোবাসায় অংশ নেওয়া, অন্যের কণ্ঠে সহমর্মী হওয়া, অন্যের গল্পের সঙ্গে নিজের গল্পের কোনো এক জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া—এগুলোই তাঁর কাছে জীবনের বড় প্রাপ্তি।

সম্ভবত এই কারণেই তাঁর পথচলা শুধু শহরের গণ্ডিতে থেমে থাকেনি। আফ্রিকা থেকে সাম্প্রতিক স্বদেশযাত্রায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গেছেন। ঢাকাইহলের দারুণত্ব পেছেন। ঢাকার বস্তিতে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সিলেটের জকিগঞ্জ ও কালীগঞ্জে জনকল্যাণমূলক নানা কর্মকাণ্ড পরিদর্শনে যুক্ত হয়েছেন। ফিরে গেছেন নিজের গ্রাম বায়ায়।

গ্রামবাসীর সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। মাত্র কয়েক দিনে দেখা করেছেন সিলেটের বহু প্রবীণের সঙ্গে—যাদের কেউ একসময় ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, আবার কেউ সময়ের আড়ালে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছেন।

কথা শুনেছেন। তারপর সেই মানুষগুলোর গল্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন। নিজেকে সামনে রেখে নয়, মানুষকে সামনে রেখে। এই স্বভাবটাই হয়তো তাঁর দীর্ঘ পথচলার সবচেয়ে আলাদা দিক।

তাঁকে ঘিরে সিলেট শহরে হয়েছে একাধিক পারিবারিক ও সামাজিক আড্ডা। কোথাও পুরোনো বন্ধুরা, কোথাও নতুন প্রজন্ম, কোথাও রাজনৈতিক সহযাত্রী, কোথাও সংস্কৃতির মানুষ—সবাই কোনো না কোনোভাবে এসে যুক্ত হয়েছে তাঁর এই স্বদেশযাত্রার গল্পে। ৭ সেপ্টেম্বরের বাতিঘরের সন্ধ্যাটিও শেষ পর্যন্ত তেমনই এক মিলনস্থলে পরিণত হয়।

বই ছিল উপলক্ষ। মানুষ হয়ে উঠেছিল বিষয়। আর ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন যেন সেই গল্পের মাঝখানে থেকেও নিজেকে একটু

আড়ালেই রাখলেন। স্বভাবসুলভ বিনয় আর গল্পের ছলে তিনি বললেন প্রতিবেশের কথা, সময়ের কথা, অসময়ের কথা। বললেন মানুষের কথা। বললেন এই শহরের স্মৃতি, হারিয়ে যাওয়া মানুষ, বদলে যাওয়া সমাজ এবং নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনার কথা। তাঁর কথায় নিজের কৃতিত্বের হিসাব কম, মানুষের প্রতি কৌতুহল বেশি।

বাতিঘরের সেই সন্ধ্যায় বাঘা গ্রাম থেকেও যেন এক টুকরো গ্রাম এসে হাজির হয়েছিল। সঙ্গে ছিল বাঘার পেয়ারা, কলা আর নানা ধরনের দেশি নাস্তা। আপ্যায়নের মধ্যেও ছিল মাটির গন্ধ। যেন দূরদেশে বিচরণ করেও নিজের গ্রামের উঠোনটুকু তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। এটাই হয়তো ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের গল্পের সবচেয়ে সুন্দর দিক। তিনি যত দূরেই যান, তাঁর ভেতরের বাঘা গ্রামটি তাঁকে ছেড়ে যায় না। ‘বাঘা ইব্রাহীম’ নামে একটা পডকাস্টও পরিচালনা করেন বাঘার সন্তান ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন। মানুষকে নিয়ে তাঁর যে দীর্ঘ পথচলা—তারও কোনো শেষ ঠিকানা নেই। এক শহর থেকে আরেক শহর, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম, এক গল্প থেকে আরেক গল্পে তিনি হেঁটে চলেছেন। কিছু পাওয়ার

জন্ম নয়। বরং মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার, মানুষের গল্পকে নিজের গল্পের অংশ করে নেওয়ার আনন্দে। সেই কারণেই হয়তো বাঘা থেকে বাতিঘর পর্যন্ত তাঁর এই দীর্ঘ পথচলা কেবল একজন লেখক-সাংবাদিকের ব্যক্তিগত যাত্রা নয়। এ এক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলার গল্প। একটি শহরকে ভালোবেসে তাকে বহন করে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যাওয়ার গল্প। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে আবার সেই শহরেরই কোনো এক বাতিঘরের আলোয় বসে নিজের নয়—সময়ের গল্প বলার গল্প।

আব্দুল করিম কিম এবং রোমেনা রোজীর ব্যবস্থাপনায় এ আড্ডা আলোচনায় যুক্ত ছিলেন, বেদানন্দ ভট্টাচার্য, নিরেশ চন্দ্র দাস, ড মোহাম্মদ জহিরুল হক,মিহির কাশি চৌধুরী,আব্দুল মালিক জাকা,আবু তালেব মুরাদ,কামকামুর রাজ্জাক রুন্,বোস্তান চৌধুরী, মাহমুদুর রহমান চৌধুরী ওয়েছ,সৈয়দ মুহিবুর রহমান,অধ্যাপক জফির সেতু, শামসুল বাসেত শেরো, মনির হেলাল, লিয়াকত শাহ ফরিদী, নীলাঞ্জন দাস টুকু, অপূর্ব শর্মা, রুমনো বেগম রোজী, তারেক আল মঈন চৌধুরী, দেলওয়ার হোসেন জিলন,জাবেদ আহমদ, মুহিবুর রহমান, আব্দুর রহমান হিরা, শেখ কায়সার আহমদ, মোঃ আমিনুল জামান চৌধুরী, জাহেদ, মুহিত উদ্দিন আহমেদ, সালাউদ্দিন চৌধুরী, আলী আশরাফ চৌধুরী খালেদ, এমদাদুল হক, তাহমিদ আহমদ, নিয়াজ মোহাম্মদ, শামসুল বাসিদ, সগ্ন ধর, মোহাম্মদ আবদুল আগওয়াল, মুসা রেজা চৌধুরী, মুক্তাদির আহমদ মুক্তা, ফারুক আহমদ, লিসা রহমান, ফারাজ মৃত্তাভি, মোহাম্মদ জহিরুল হক, তানভির চৌধুরী, কাশফা রাজ্জাক চৌধুরী, সিদ্দিকা চৌধুরী (বেবী), জাহান ফেরদৌসী, মুহিবুর রহমান, আব্দুর মুঈদ চৌধুরী, মাহফুজ আহমদ চৌধুরী, রাহানামা শাক্বির চৌধুরী, সেনুয়ারা চৌধুরী চিনু, ফারুক আহমেদ, সলমান চৌধুরী, তারেক রহমান চৌধুরী, আহামেদ ইয়াসিন, সৈয়দ মাসুদুর রহমান, প্রণবকান্তি দেব, সাহেল আহমদ, মোঃ আব্দুল মালিক, সহিদুর ইসলাম, মাহফুজ আমিন, মোঃ নিজাম উদ্দিন, মোহাম্মদ বিলাল, মোতাক চৌধুরী, রিমল আহমদ চৌধুরী, শেখ সিদ্দিক, পুলিন রায়, মোনতাজির চৌধুরী, শাহেল আহমদ চৌধুরী, ধ্রুব গৌতম, মাসুদা সিদ্দিকা রুহি,খামোয় সিংহ,হাসিনা বেগম প্রমুখ।

GET READY
BROOKLYN
Grand
OPENING
SEPTEMBER 11, 2026

KALAM'S HALL

Kalam's Bazaar

FRESH PRODUCE

FRESH FRUITS

WELCOME TO KALAM'S BAZAAR

MEGA MEAT

QUALITY YOU CAN TRUST

PAVE-FRESH CHICKEN

FRESH FISH

SEAFOOD DELIGHTS

GREAT OFFERS, GREAT PRICE

RAFFLE DRAW WITH AMAZING PRIZES

FRESH PRODUCE

MEGA MEAT

QUALITY YOU CAN TRUST

PAVE-FRESH CHICKEN

FRESH FISH

SEAFOOD DELIGHTS



Address:
69 Church Ave,
Brooklyn, NY 11218



Phone:
(347)-365-9525



Email:
kb2@kalamsbazaar.com

নিহত মার্কিন সেনা পরিবারকে আর্থিক সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি পেন্টাগনের

ইরান যুদ্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে নিহত মার্কিন সেনাদের পরিবারগুলো প্রাপ্য বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে জটিলতার মুখে পড়েছে। এর মধ্যে এক সেনার বিধবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফোভ প্রকাশ করার পর বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

মার্কিন বিমানবাহিনীর মেজর অ্যালেক্স ক্লিনার (৩৩) গত মার্চে ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলে একটি কেসি-১৩৫ জ্বালানি সরবরাহকারী সামরিক বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন। ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে সহায়তার সময় বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ওই বিমানে থাকা ছয় সদস্যের সবাই নিহত হন।

অ্যালেক্সের স্ত্রী লিবি ক্লিনার অভিযোগ করেন, স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি অতিরিক্ত কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করলে তাকে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করায় তিনি কিছু সুবিধার জন্য যোগ্য নন।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে লিবি বলেন, 'আমার স্বামী যুদ্ধে থাকার কারণেই জীবন হারিয়েছেন। অথচ আমাকে বলা হয়েছে, এটি আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ নয়



পরিবারের সঙ্গে ইরান যুদ্ধে নিহত মেজর অ্যালেক্স ক্লিনার

বলে আমরা কিছু সুবিধা পাব না।' তার ভাষায়, বিষয়টি শুধু অর্থের নয়; এর সঙ্গে নীতির প্রশ্নও জড়িত।

লিবির এ অভিযোগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর মার্কিন বিমানবাহিনী বিষয়টি পরিষ্কার করে। কর্মকর্তারা জানান, অ্যালেক্সের শেষ বেতনেই বুকিপূর্ণ দায়িত্বের জন্য অতিরিক্ত ভাতা এবং যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট কর-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে শুরুতে তাকে দেওয়া তথ্য সঠিক ছিল না বলে স্বীকার করেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ।

বিমানবাহিনী জানায়, অ্যালেক্সের বেতনে মাসে ২২৫ ডলারের 'কমব্যাট পে' বা যুদ্ধকালীন ভাতাও ছিল। এই

ভাতা পাওয়ার জন্য কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা প্রয়োজন হয় না। তবে তার শেষ বেতনপত্রে ভাতাটি ভুলভাবে দেখানো হয়েছিল।

লিবি বলেন, স্বামীকে হারানোর পর একটি পরিবারের জন্য সরকারি নিয়ম, পরিভাষা ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া বোঝা অত্যন্ত কঠিন। শোকাহত কোনো পরিবারকে প্রাপ্য সুবিধা বুঝতে সরকারি ভাষার বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে হওয়া উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, 'অ্যালেক্স তার দায়িত্ব পালনের বুকি সম্পর্কে জানতেন। সবচেয়ে খারাপ কিছু ঘটলে তার পরিবার দেখভাল করা হবে-এই বিশ্বাস তার ছিল।'

মৃত্যুর ৯ মাস পর 'এমি' জিতলেন রব

এইচ বি রিতা

মৃত্যুর নয় মাস পর মরণোত্তর এমি জিতলেন কিংবদন্তি নির্মাতা ও অভিনেতা রব রাইনার। একেএক্স-এর আলোচিত ক্রিচেন ড্রামা "দ্য বিয়ার" এ অভিনয়ের জন্য তিনি এই সম্মান পেয়েছেন। কমেডিতে 'আউটস্ট্যান্ডিং গেস্ট অ্যাক্টর' বিভাগে তার পুরস্কারটি ঘোষণা করা হয়। পুরস্কার ঘোষণার পর উপস্থাপক ওয়েন্ডি ম্যাকলেন্ডন-কোভি তার পক্ষে এমি গ্রহণ করেন এবং দর্শকরা এক মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানান।

রোববার(৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় লস অ্যাঞ্জেলেসের ডাউনটাউনের পিকক থিয়েটারে অনুষ্ঠিত 'ক্রিয়েটিভ আর্টস এমিস' অ্যাওয়ার্ডসে তার নাম ঘোষণা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি মূল টেলিভিশন অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ আগে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শিল্পী ও কারিগরদের সম্মান জানানো হয়।

'দ্য প্রিন্সেস ব্রাইড', 'হোয়েন হ্যারি মেট স্যালি', 'দিস ইজ স্পাইনাল ট্যাপ' এবং 'মিজারি'-র মতো অসংখ্য ক্লাসিক চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য বিখ্যাত হলিউডের এই প্রয়াত কিংবদন্তি শিল্পী রব রাইনার। মৃত্যুর আগে টেলিভিশনে নিজের শেষ ভূমিকায় রেইনার 'দ্য বোয়ার' সিরিজের চতুর্থ সিজনে একজন



পারোপকারী ব্যবসায়িক পরামর্শকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

২০২৫ সালের গ্রীষ্মে পর্বগুলো প্রচারের পর তাঁর চরিত্রটি দর্শকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং রেইনার হয়তো পঞ্চম সিজনেও ফিরে আসবেন—এমন একটি প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল সবার মনে। তবে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই আশা আর পূরণ হলনা।

'কমেডি সিরিজে সেরা অতিথি অভিনেতা' বিভাগে রেইনারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—'শ্রিংকিং' এর জন মাইকেল জে. ফল্স ও ব্রেট গোল্ডস্টেইন, 'উইডোজ বে'-এর জন্য হ্যামিশ লিংকলেটার, 'হ্যাকস'-এর জন্য ক্রিস্টোফার ম্যাকডোনাল্ড এবং 'স্যাটারডে নাইট লাইভ'-এর জন্য কনর স্টোরি। এটি রব রাইনারের তৃতীয় এমি।

সিবিএস-এর সিটকম 'অল ইন দ্য ফ্যামিলি'-তে বিদ্রোহী তরুণ মাইকেল 'মিটহেড' স্ট্রিভারের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এর আগে দুবার এমি পুরস্কার জিতেছিলেন রেইনার; সেই দ্বিতীয় পুরস্কারটি পাওয়ার ৪৮ বছর পর তিনি এই নতুন জয়টি পেলেন।

এই দীর্ঘ বিরতির রেকর্ডে তিনি যেন তাঁর বাবার পথ অনুসরণ করলেন। তাঁর বাবা—কমেডিয়ান ও পরিচালক কার্ল রেইনার ১৯৫৮ সালে 'সিজারস আওয়ার'-এর জন্য তাঁর দ্বিতীয় এমি জয়ের ৩৭ বছর পর, ১৯৯৫ সালে 'ম্যাড অ্যাডাল্ট ইউ'-তে অভিনয়ের জন্য একই বিভাগে পুরস্কার জিতেছিলেন।

রব রাইনার ১৯৯৫ সালের পর প্রথম মরণোত্তর অভিনয় বিভাগে এমি বিজয়ী। এর আগে ১৯৯৫ সালে রাউল জুলিয়া 'দ্য বার্নিং সিজন' টিভি মুভিতে অভিনয়ের জন্য মরণোত্তর এমি পুরস্কার পেয়েছিলেন; তার আগের বছর ৫৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

২০২৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর, লস অ্যাঞ্জেলেসের ব্রেন্টউডে নিজ বাড়িতে ৭৮ বছর বয়সী রেইনার এবং তাঁর ৭০ বছর বয়সী স্ত্রী মিশেলকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাদের ছেলে নিক রাইনারের বিরুদ্ধে বাবা-মাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়।

অভিযুক্ত মা ক্ল্যান্সি মামলায় প্রভাবিত হয়ে ২ বছরের সন্তানকে হত্যা

এইচ বি রিতা

শিকাগোর শহরতলী ফ্রান্সফোর্টে ২ বছরের ছেলেকে হত্যার অভিযোগে ৪০ বছর বয়সী মা কোরি এ. ওয়ালশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের বরাতে জানা যায়, গত ১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টার দিকে এক প্রতিবেশী বাড়ির বেসমেন্টে ২ বছরের ব্যারেট ওয়ালশকে রাফটার থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তখন শিশুটির পালস ছিল না। প্রতিবেশী তাকে নামিয়ে সিপিআর দেন, এবং ৯১১-এ ফোন করেন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ বাড়িতে গিয়ে মা কোরি ওয়ালশকে ওপর তলার বাথটবে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। নথিপত্র অনুযায়ী, ওই প্রতিবেশী পুলিশ কর্মকর্তাদের জানান যে তিনি ওয়ালশকে নিজ শরীরের ক্ষতি করতে দেখেন এবং ওয়ালশের হাত থেকে ছুরি কেড়ে নেন। প্রতিবেশী আরও অভিযোগ করেন যে, ওয়ালশ তাকে বলেছিলেন তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলেন।

এ সময় বাড়িতে থাকা অন্য একটি শিশু অক্ষত ছিল এবং তার স্বামী সে সময় শহরের বাইরে ছিলেন। তবে প্রসিকিউটররা ওয়ালশকে বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন আটক রাখার আবেদন জানিয়েছেন। তাদের দাবি, ওয়ালশ তার অন্য তিন সন্তানের ক্ষতি করার বিষয়েও কথা বলেছিলেন এবং স্বামী বাড়ি ফিরলে তারও ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদে ওয়ালশ তদন্তকারীদের জানান, তার ছেলে "শয়তান" এবং "অ্যান্টি-ক্রাইস্ট"। তাই এমনটা করেছেন। প্রাথমিক ময়নাতদন্তে গলায় ফাঁস লাগিয়ে স্বাস্থ্যরোধে মৃত্যুর আলামত পাওয়া গেছে।

ব্রিটিশ কনস্যুলেট বন্ধসহ যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের ৪ পাল্টা পদক্ষেপ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা ও ইসরায়েলবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপের জেরে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চারটি 'পাল্টা পদক্ষেপ' ঘোষণা করেছে ইসরায়েল। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিয়ন সাআর জানিয়েছেন, জেরুজালেমে ব্রিটিশ কনস্যুলেট বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী—যুক্তরাজ্য সরকারের 'ধারাবাহিক ইসরায়েলবিরোধী সিদ্ধান্তের' প্রতিক্রিয়ায় এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ডের বিরুদ্ধে 'চরম মিথ্যাচারের' অভিযোগ এনে লেবার সরকারকে ইসরায়েলের প্রতি 'শত্রুতাপূর্ণ' বলে মন্তব্য করেন। তাঁর দাবি, ব্রিটিশ সরকার 'পদ্ধতিগতভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করছে'।

সাআর আরও অভিযোগ করেন, ইসরায়েলের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আগে এসব পদক্ষেপ ঘোষণা করে যুক্তরাজ্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে 'নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ' করছে। একই সঙ্গে তিনি ইসরায়েলি পণ্য বয়কটের ব্রিটিশ সিদ্ধান্তেরও সমালোচনা করেন।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইসরায়েলের জনগণ 'দেশের প্রাণকেন্দ্রে' ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে এবং লেবার সরকার ইসরায়েলের ওপর এমন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

সাআর ঘোষিত চার পাল্টা পদক্ষেপ হলো—জেরুজালেমে ব্রিটিশ কনস্যুলেট বন্ধ, দক্ষিণ ইসরায়েলের কিরিয়াত গাতে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল গাজা সাপোর্ট সেন্টার থেকে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার, পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিনি প্রাথমিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণে ব্রিটিশ কার্যক্রম বন্ধ এবং ১২ জন ব্রিটিশ নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কয়েকজন ব্রিটিশ

নাগরিকের ইসরায়েলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। শেষের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ইসরায়েল তাঁদের 'ইহুদিবিরোধী ও ইসরায়েলবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত' এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

এর আগে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের হাতে ফিলিস্তিনিদের 'জাতিগত নিধন' চলছে এবং এতে ইসরায়েল সরকারের নীরব সমর্থন রয়েছে বলে অভিযোগ করেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ড। একই সঙ্গে পশ্চিমতীরের ইসরায়েলি বসতিগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তব্যে মিলিব্যান্ড বলেন, ফিলিস্তিনিদের ওপর যে নিপীড়ন চলছে, তার বাস্তবতা স্বীকার করাই ন্যায়বিচারের প্রথম ধাপ। তিনি জানান, যুক্তরাজ্য এখন আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের পুরো দখলদারত্বকে অবৈধ হিসেবে বিবেচনা করবে। এর আগে ব্রিটিশ সরকার ইসরায়েলি বসতিগুলোকে অবৈধ বলেও পুরো দখলদারত্বকে অবৈধ ঘোষণা করেন।

মিলিব্যান্ড বলেন, পশ্চিমতীরের বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপনকারী 'সন্ত্রাসীরা' ফিলিস্তিনিদের জাতিগত নিধন চালাচ্ছে। ইসরায়েল সরকার অনেক ক্ষেত্রে এতে চোখ বন্ধ করে রেখেছে এবং সরকারের কিছু সদস্য ফিলিস্তিনিদের জোর করে উচ্ছেদে সরর্থনমূলক বক্তব্য ও পদক্ষেপ নিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিয়ন সাআর এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি মিলিব্যান্ডের বক্তব্যকে 'নির্লজ্জ মিথ্যা' আখ্যা দিয়ে অভিযোগ করেন, ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পিতভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কাজ করছে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে জেরুজালেমে ব্রিটিশ কনস্যুলেট বন্ধের ঘোষণা দেন তিনি।



হজ্জ নিবন্ধন শুরু হয়েছে

আবেদন করতে পারবেন


আমেরিকার
পাসপোর্টধারী


বাংলাদেশের
পাসপোর্টধারী

 +1 (718) 395-9697
 zamzamtravelus@gmail.com

 www.zamzamtravelus.com
 37-15 73 Street (Suite-207), Jackson Heights, NY-11372



Buying, Selling, Renting & Investing?





আপনার বাসা বাড়ি ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া অথবা ইনভেস্টমেন্ট নিশ্চিত করতে



আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন



Zakir H. Chowdhury
President
Exit Realty Continental

 **Cell: 917-400-3880**
 **Office: 718-676-6868**
 **Fax: 718-676-6869**

 **Email: zchowdhury646@gmail.com**
 **Address: 1134 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208**



অঙ্গন পার্টি হল

ANGAN PARTY HALL

89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432



বিয়ে

বিবাহ বার্ষিকী

আকিকা

বেবি শাওয়ার

জন্মদিন

সভা-সেমিনার

গ্র্যাজুয়েশন পার্টি

জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো

এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়



929-512-6426



ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে দুই প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে নিউইয়র্কে জমে উঠেছে প্রচার-প্রচারণা। আগামী ২৫ অক্টোবরের নির্বাচন সামনে রেখে গত রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন দুই প্রধান প্যানেলের প্রার্থীসহ কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী। এ উপলক্ষে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আতাউর রহমান সেলিম-মোহাম্মদ আলী পরিষদ এবং আজমল হোসেন কুনু-ফিরোজ আহমেদ পরিষদের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেন। তাদের সঙ্গে বিপুলসংখ্যক কর্মী-সমর্থক উপস্থিত থাকায় কুইন্স প্যালেসে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

সেলিম-আলী পরিষদে সভাপতি পদে আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আলী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে কুনু-ফিরোজ পরিষদে সভাপতি পদে আজমল হোসেন কুনু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ফিরোজ আহমেদ প্রার্থী হয়েছেন। দুই প্যানেলের বাইরে সাধারণ সম্পাদক পদে রাকী সৈয়দ এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে শক্তিদাশ গুপ্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। ফলে এবারের নির্বাচনে প্যানেলভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও আলোচনায় এসেছেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের এবং নির্বাচন কমিশনার বদরুল হক খান, শামসুদ্দিন আজাদ, রুহুল আমিন সরকার, আব্বাস চৌধুরী, মিত্র হামিদ ও মোহাম্মদ দুলাল মিয়া উপস্থিত ছিলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের বলেন, আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা নির্বাচন সম্পন্ন করতে যাচ্ছি। এই নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের পক্ষে এত বড় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন কোনো পক্ষের সঙ্গে কোনো সময় বা কোনো প্রান্তে হস্তক্ষেপ করবে না। আপনাদের সামনে সাক্ষী রেখে আমরা যে গুরুদায়িত্ব পেয়েছি, তা সুন্দর ও সঠিকভাবে পালন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।

দূর-দূরান্ত থেকে এসে মনোনয়ন জমাদান কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য প্রার্থী ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে আবু নাসের বলেন, আপনারা আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন। ইনশাআল্লাহ, আমরা সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান



করতে পারব। এ জন্য তিনি সবার সহযোগিতা, সামর্থ্য ও সমর্থন কামনা করেন।

সেলিম-আলী পরিষদ প্রার্থী: সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম; সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান; সহ-সভাপতি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান; সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী; সহকারী সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ; কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশাদ হায়দার; সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জেড. এইচ. খান; সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোস্তফা অনিক রাজ; জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রেজু মোহাম্মদ; সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মনসুর আহাম্মদ; সাহিত্য সম্পাদিকা রুমানা আহমেদ; ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক হাসান খান; স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক এএসএম মাইন উদ্দিন; মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদিকা শাহানা জাহান; যুব ও আইটি সম্পাদক জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী। নির্বাহী সদস্য সারওয়ার খান, মো. উজ্জ্বল বিপুল, শামীম আহমেদ, কাজী রবিউজ্জামান,

মোহাম্মদ এ. মান্নান ও মো. আবদুল মালেক খান।

কুনু-ফিরোজ পরিষদ প্রার্থী: সভাপতি আজমল হোসেন কুনু; সিনিয়র সহ-সভাপতি দুলাল বেহেদু; সহ-সভাপতি আবুল কালাম ভূঁইয়া; সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ; সহকারী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন; কোষাধ্যক্ষ মাফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া; সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জামিল আনসারী; সাংস্কৃতিক সম্পাদক আহমেদ আর চৌধুরী; জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক সৈয়দ গাউসুল হোসেন; সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কোয়েস আহমেদ; সাহিত্য সম্পাদক মোহাম্মদ এ. আখতার; ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক মোরশেদ আলম; স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মো. মাইন উদ্দিন; মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদিকা বেগম এম. চৌধুরী; যুব ও আইটি সম্পাদক কাজী আর. হাসান। নির্বাহী সদস্য সিরাজদুল্লাহ হক, মো. এ. সিদ্দিকী, মো. আবদুল বাসির, মান্নান হক সানু, মোহাম্মদ কাউসার আলম ও মো. এম. ইসলাম।



৪০তম ফোবানা সম্মেলনে সেরা ড্রামারের পদক ও সম্মাননা পেলেন শাহাদাত

রোকিয়া দীপা

উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিদের মিলনমেলা ৪০তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৬-এর মধ্যে সূর ও তালের অসাধারণ পরিবেশনা উপহার দিয়ে দর্শক মাতালেন প্রতিভাবান ড্রামার মো: শাহাদাত ওসমান মিথুন। নিউইয়র্কের ইভানজেল ক্রিস্টিয়ান সেন্টারে ৩ দিনব্যাপী আয়োজিত এই সম্মেলনের সমাপনী দিন, ৬ সেপ্টেম্বর, বাদ্যযন্ত্রের অনন্য নৈপুণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তার

হাতে তুলে দেওয়া হয় মর্যাদাপূর্ণ 'বেস্ট ড্রামার' অ্যাওয়ার্ড, পদক ও প্রশংসাপত্র। সমাপনী সন্ধ্যায় তার ড্রামাস্টিকের গতি, ছন্দের নিখুঁত টাইমিং এবং প্রাণবন্ত পরিবেশনা উপস্থিত হাজারো দর্শক ও বিচারকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সুরের সঙ্গে ড্রামের আধুনিক ফিউশন রিদম পরিবেশন করে তিনি পুরো মিলনায়তনে আলোড়ন তোলেন।

অনুষ্ঠানে ফোবানা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, নির্বাহী সচিব দেওয়ান মনিরুজ্জামান,

হোস্ট কমিটির কনভেনর নুরুল আমিন বাবু, সদস্য সচিব মনজুর কাদের এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক শফিকুল আলম মধ্যে উপস্থিত থেকে বিজয়ী মো: শাহাদাত ওসমান মিথুন-এর হাতে এই সম্মাননা স্মারক, পদক ও ফোবানার অফিশিয়াল সার্টিফিকেট তুলে দেন।

প্রবাসী নেতৃবৃন্দ জানান, নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের এমন অসাধারণ বাদ্যশৈলী প্রবাসের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গীতচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় করে তুলছে।

প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগের কথা জানালেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী

জুয়েল সাদত

লস অ্যাঞ্জেলেসে শুরু হয়েছে উত্তর আমেরিকার প্রবাসীদের অন্যতম বৃহৎ আয়োজন ৪০তম ফোবানা সম্মেলন। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় লস অ্যাঞ্জেলেসের হিলটন ইউনিভার্সেল হোটেলে তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রবাসী কল্যাণ, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার প্রবাসীবান্ধব সরকার। প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, প্রবাসীদের নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য চারজন সচিবের নেতৃত্বে বিশেষ সেল কাজ করছে। প্রবাসীরা তাদের অভিযোগ ইমেইলের মাধ্যমে পাঠালে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোতে প্রবাসীরা যাতে প্রয়োজনীয় সেবা পান, সেটিও নিশ্চিত করা হচ্ছে।

দেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, প্রবাসীরা দেশে বিনিয়োগ করতে চাইলে আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। বিনিয়োগের আগে তাদের প্রয়োজনীয় চেকলিস্ট দেওয়া হবে, যাতে প্রক্রিয়াটি সহজ হয় এবং সময় নষ্ট না হয়। তিনি বলেন, ৪০ বছরের ফোবানার অর্জনকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে কীভাবে সমন্বিতভাবে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা যায়, তা নিয়ে প্রবাসীদের ভাবতে হবে। প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী কার্ড চালুর কথাও জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, এই কার্ডের মাধ্যমে প্রবাসীরা বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাবেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সাবেক নির্বাহী সচিব আবীর আলমগীরের উপস্থাপনায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন ৪০তম ফোবানা সম্মেলনের কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন। তিনি



বলেন, লস অ্যাঞ্জেলেসের জন্য দিনটি আনন্দের। বিভিন্ন শহরের মানুষ এবং লস অ্যাঞ্জেলেসবাসীর সহযোগিতায় ৪০তম ফোবানা আয়োজন সফলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। হোস্ট কমিটির সদস্য সচিব প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল বলেন, সম্মেলন সফল করতে একটি চমৎকার দল সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। সবার সহযোগিতায় এবারের আয়োজন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ফোবানার চেয়ারম্যান রবিউল করিম বেলাল বলেন, ৪০তম আসরে এসে ফোবানা একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে। যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সংগঠনটি আজ মর্যাদার অবস্থানে পৌঁছেছে। ভবিষ্যতে ফোবানাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। ফোবানার নির্বাহী সচিব খালেদ রহিম বলেন, ফোবানা অনেক দূর এগিয়েছে এবং এর রয়েছে নানা অর্জন। এই অর্জনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও এগিয়ে নিতে হবে।

লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানা হোস্ট কমিটির সভাপতি মোয়াজ্জেম চৌধুরী বলেন, এবারের আয়োজনে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রীর উপস্থিতি তাদের জন্য বাড়তি পাওয়া। তিনি প্রবাসীদের কথা শুনবেন এবং তার মাধ্যমে প্রবাসীরা উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে লস অ্যাঞ্জেলেসের কনসাল

জেনারেল কাজী মোহাম্মদ জাবেদ ইকবাল বলেন, প্রবাসে ফোবানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রবাসীবান্ধব সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে ফোবানা আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রবাসীরা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ বছর ধরে ফোবানা বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করে আসছে।

অনুষ্ঠানে ফোবানার সদস্য আবীর আলমগীর সংগঠনের সাবেক সব চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলনের সাবেক কনভেনরদের মধ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে ৪০তম ফোবানা সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতা শেষে ফোবানার সাংস্কৃতিক সচিব শহিদ আহমদ মিঠুর পরিচালনায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠান চলে রাত ১১টা পর্যন্ত। এদিকে ফোবানা সম্মেলনকে ঘিরে হিলটন ইউনিভার্সেল হোটেলের পুরো ভেন্যু পরিণত হয় এক টুকরো বাংলাদেশে।

অবৈধ ইসরায়েলি বসতিগুলোর পণ্যে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে ১২ দেশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অধিকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি গ্রামগুলোতে ইসরায়েলের অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের হামলার মাত্রা বেড়ে গেছে। এর প্রতিবাদে এসব এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে ইউরোপ-উত্তর আমেরিকার ১২টি দেশ।

দেশগুলোর মধ্যে আছে যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ফ্রান্স। এছাড়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন ও সুইডেনও বাণিজ্য সীমিত করার পরিকল্পনা করছে। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আয়ারল্যান্ড ও স্পেন ইতোমধ্যে ইসরায়েলি বসতিগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে। ইসরায়েলের

প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার ইউরোপীয় ইউনিয়নকে একই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক সপ্তাহ ধরে চাপ দিচ্ছে ফ্রান্স। তবে ইউনিয়নের অন্য কয়েকটি সদস্য দেশ এতে বাধা দিয়েছে।

বিবৃতিতে ১২টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বলেছেন, “পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সরকারের কর্মকাণ্ড দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।” দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান অনুযায়ী, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হবে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকবে।

মন্ত্রীরা সতর্ক করে বলেন, বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা ও বসতি সম্প্রসারণ নজিরবিহীন মাত্রায় পৌঁছেছে। যত দিন যাচ্ছে পরিস্থিতির তত অবনতি ঘটছে। ইসরায়েলের সরকারকে অবিলম্বে বসতি সম্প্রসারণ ও বেসামরিক প্রশাসনিক ক্ষমতার বিস্তার বন্ধ করতে হবে।

পাএ-পাএ চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সংসিনী
খুঁজে পাওয়ার জন্য
একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস।
বাংলাদেশ, ইউএসএ,
কানাডা ও
অস্ট্রেলিয়ায় বসবাওকারীদের
সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI

■ evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com

+1 (281)-912-7812
+1 (713)-900-6023

অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

Deram Matchmaker Inc.

A reliable matchmaking service to help you find your dream life partner, based in Bangladesh

Always dedicated to serving those living in the USA, Canada, and Australia.

Contact: Mr. Zilani
E-Mail: zilaninews2015@gmail.com
Cell: +1 518-822-7309



NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT



FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা



CALL US NOW:

718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP



CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suite C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416



বিএনপির ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বাকেলো প্রতিনিধি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার ৬ সেপ্টেম্বর লাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিএনপির প্রতিষ্ঠা, দলের আদর্শ ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কের সভাপতি ইমতিয়াজ আহমেদ বেলাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ ফখর উদ্দিনের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর ফারাজী ও সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদ খন্দকার আখতার যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সিনিয়র নেতা ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা আব্বাস উদ্দিন দুলাল। প্রধান বক্তা সৈয়দ বিলু তার বক্তব্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকা, বিএনপি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং দলের আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন।

এতে বক্তারা বলেন, ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর

রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিএনপি বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বলেও তারা উল্লেখ করেন। জিয়াউর রহমানের দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতন্ত্র এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আদর্শকে সামনে রেখে দলটি এগিয়ে যাচ্ছে বলে বক্তারা মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর তাৎপর্য, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দলের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নিয়েও আলোচনা হয়। একই সঙ্গে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং বিএনপি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য দোয়া করা হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি পৌছুল আনওয়ার রাহিন ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মুরাদ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কের উপদেষ্টা মনিরুজ্জামান মিয়া, সহসভাপতি মনিরুল ইসলাম, ফয়েজ আহমদ ও সুমন রহমান, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছায়াদুর রহমান ও তাজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফোরামের উপদেষ্টা মুজিব হায়দার বদরুল, সহ সভাপতি, কবিরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ফরিদ হোসেন, সহপ্রচার সম্পাদক গিয়াস আহমদ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আকরাম চৌধুরী, মোকাররম হোসেন, সাকিবুল ইসলাম, আফছর হোসাইন, সৈয়দ সানজিদসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে বাংলাদেশের

শান্তি, সমৃদ্ধি, গণতন্ত্র ও জনগণের কল্যাণ এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

নেতাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।

আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সনিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432

৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি

Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert

সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশি
মহিলা ডাক্তার



ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি

Board Certified Geriatrics & Internal Medicine

(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)

সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা



ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:

- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেল্প প্রাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকোজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হৃজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)



কাজী অফিস
নিউইয়র্ক



MAULANA NAZRUL ISLAM

Khatib Masjid AR-Raiyyan

I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937

196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

ম্যানহাটনে বারিস্তা নিয়োগ

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে লে ক্যাফে কফিতে বারিস্তা পদে পূর্ণকালীন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।
বেতন: ঘণ্টায় ১৭–২১ ডলার। চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
কাজ শুরু: তাৎক্ষণিক
অভিজ্ঞতা: কফি তৈরির কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন
ভাষা: ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা। যোগ্যতা: ফুড হ্যান্ডলার সার্টিফিকেট থাকতে হবে অথবা অর্জনের আগ্রহ থাকতে হবে
গ্রাহকসেবায় দক্ষ ও বন্ধুসুলভ আচরণ, সময়নিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল, ব্যস্ত পরিবেশে দ্রুত কাজ করার সক্ষমতা। কফি সম্পর্কে আগ্রহ ও শেখার মানসিকতা। লাতে আর্ট জানা থাকলে অগ্রাধিকার।
সুবিধা: প্রতিদিন টিপস, বেতনসহ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, কর্মী ছাড়, নমনীয় সময়সূচি এবং পদোন্নতির সুযোগ।
কর্মস্থল: ৫৬১ টেহ্র অ্যাভিনিউ, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক
আবেদন: <https://jobtoday.com/us/job/barista-PwVApk>

জার্সি সিটিতে বারিস্তা নিয়োগ

নিউ জার্সির জার্সি সিটিতে জুস ইটারনিটিতে বারিস্তা পদে পূর্ণকালীন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। বেতন: ঘণ্টায় ১৬–১৮ ডলার।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
কাজ শুরু: তাৎক্ষণিক।
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই
ভাষা: ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা
দায়িত্ব: তাজা জুস, স্মুদি, বোল ও টোস্টসহ বিভিন্ন খাবার ও পানীয় প্রস্তুত করা। পাশাপাশি পণ্য সাজানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং গ্রাহকদের ভালো সেবা দেওয়া।
যোগ্যতা: ভালো গ্রাহকসেবা দেওয়ার মানসিকতা, দায়িত্বশীলতা ও দ্রুতগতির পরিবেশে কাজ করার সক্ষমতা।
আবেদন: <https://jobtoday.com/us/job/barista-7bY185>

ব্রুকলিনে উইংস্টেপে কর্মী নিয়োগ

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে উইংস্টেপ রেস্টুরেন্টে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। বন্ধুসুলভ পরিবেশে একটি দক্ষ ও দায়িত্বশীল দলের সঙ্গে কাজের সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের আজই আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
প্রতিষ্ঠান: উইংস্টেপ, পদ: রেস্টুরেন্ট কর্মী
কর্মস্থল: ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন
পরিবেশ: বন্ধুসুলভ কর্মপরিবেশ ও দলগতভাবে কাজের সুযোগ
যোগ্যতা: দায়িত্বশীল ও কর্মঠ হতে হবে। দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ভালো আচরণ ও সময়নিষ্ঠতা থাকতে হবে।
রেস্টুরেন্টে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে।
আবেদন ও যোগাযোগ: আগ্রহী প্রার্থীদের আজই আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে। ফোন: ৩৪৭-৬৬৬-৫৬৭৫

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় সেমি বেসমেন্টে মনোরম পরিবেশে একটি রুম একজন পুরুষ ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। E-ট্রেনের Archer এভিনিউ & JFK স্টেশনের সন্নিকটে। যোগাযোগ : রনজিত সাহা, 347-235-7322. (9am-11pm).

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও 110 Ave এর কর্ণারে দুই বেড লিভিং কিচেন ও ১ বাথ ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল ওয়াকিং ডিসটেন্স। যোগাযোগ 646-645-9830 ভাড়া বিদ্যুত, হিট ও পানির বিলসহ \$2700

ড্রাইভার আবশ্যক

RAV4, 2024, ইয়েলো ক্যাব, জ্যাকসন হাইস্, এর জন্য দিনে অথবা রাতে/ফুল টাইম অথবা পার্ট টাইম ড্রাইভার আবশ্যক । যোগাযোগঃ 332 201 4393.

হোম এইড আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে একজন বয়স্ক মহিলাকে দেখাশোনা এবং বাসার কাজে সাহায্যের জন্য ১ জন মুসলিম মহিলা আবশ্যক। যোগাযোগ : 347-666-5317

পাত্রী চাই

২৪ বছর বয়সী, লম্বা, সুদর্শন ও ধার্মিক পাত্রের জন্য মার্কিন নাগরিক বা গ্রীনকার্ডধারী পাত্রী আবশ্যক। পাত্র বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। পাত্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। আইটি সেক্টরে চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
যোগাযোগ: (পাত্রের বড় ভাই) 347-935-6199
Email: towhid.ahmed@gmail.com

ইন্টারপ্রিটার
সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনাল গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ : 718-300-9908

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail : yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ: সাদ্দ-৯১৭-৮০৭-৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব চল্লিশ সুশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660
Email: AkmRahman.samsur@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email : jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

FREE ESTIMATE

Licensed & Fully Insured

Bengal Electric Systems Corp.

আমাদের সবধরনের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে

Licensed & Background Check করা আছে।



বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM(AUDIO & VIDEO)
- ACCESS CONTROL SYSTEM
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)

- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE

212-763-3747 | 929-253-4767

md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net



নিউইয়র্কে নরসিংদী জেলা সমিতির বনভোজন ও মিলনমেলা

জলি আহমেদ, নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে ‘নরসিংদী জেলা সমিতি, ইউএসএ ইনক’ এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৩০ আগস্ট) নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের হেকশোর স্টেট পার্কের পর্যটন কেন্দ্রে প্রবাসী নরসিংদীবাসীদের এই পারিবারিক আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বেলুন উড়িয়ে দিনব্যাপী এই আয়োজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আইন সমিতির সভাপতি এ কে এম আফজাল উল মনির। এতে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি রোড চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম খোকা। সংগঠনের সভাপতি শামিম গফুর ও সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক বাবুলের সঞ্চালনা ও পরিচালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

বনভোজন উপলক্ষে ‘মেঘনা’ নামের একটি বিশেষ স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। জসিম উদ্দিন খন্দকারকে আহ্বায়ক, ইকবাল এ ভূঁইয়াকে প্রধান সমন্বয়কারী ও জিয়াউর রহমানকে সদস্যসচিব করে গঠিত শক্তিশালী একটি উদ্যাপন কমিটি সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনা করে।

ট্রাম্প প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ৫ হাজার ডলার দেবেন, যদি...

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এত জর্জর্জমকপূর্ণ আয়োজন সাম্প্রতিক অতীতে দেখা যায়নি। বুধবার রাতে টেক্সাসের ডালাস শহরে রিপাবলিকান দলের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো একটি পূর্ণাঙ্গ মধ্যবর্তী নির্বাচনী সম্মেলন। সেই মঞ্চেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন এক প্রতিশ্রুতি দিলেন, যা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আমেরিকান এয়ারলাইন্স সেন্টারে, যেখানে সাধারণত এনবিএ দল ডালাস ম্যাভেরিক্সের খেলা বসে, সেখানে একুশ হাজার দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা সাতচল্লিশ মিনিটের দীর্ঘ ভাষণে ট্রাম্প বললেন, রিপাবলিকানরা যদি প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট, দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে পারে, তাহলে তিনি প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের হাতে পাঁচ হাজার ডলার করে তুলে দেবেন।

নিজের এই প্রস্তাবকে তিনি তুলনা করলেন একটি লাভজনক কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে মুনাফা বন্টনের সঙ্গে। অর্থনীতির “অভাবনীয় সাফল্যের” দোহাই দিয়ে তিনি বললেন, এই অর্থ হবে আমেরিকান জনগণের প্রাপ্য এক ধরনের লভ্যাংশ। প্রশ্ন হলো, চল্লিশ ট্রিলিয়ন ডলারের যে জাতীয় ঋণের বোঝা ইতিমধ্যে আমেরিকার কাঁধে চেপে বসেছে, তার সঙ্গে আরও এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি যোগ করে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কতটা যুক্তিসঙ্গত, সে বিতর্কের মীমাংসা এখনও হয়নি। ইতিহাস অবশ্য সাক্ষী, এর আগেও ট্রাম্প যখন করোনাকালীন প্রণোদনা হিসেবে দুই হাজার ডলার করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন তৎকালীন সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা মিচ ম্যাককনেল মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কায় তা কমিয়ে ছয়শ ডলারে নামিয়ে এনেছিলেন। পরে জো বাইডেনের আমলে বাড়তি চোদ্দশহ ডলার যুক্ত হলে সমালোচকরা তাকেই দুঃখেছিলেন সেই মুদ্রাস্ফীতির জন্য। যা ২০২২ সালের জুনে বার্ষিক হিসেবে ৯ দশমিক ১ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছিল। শুষ্ক আয় ও সরকারি ব্যয় সংকোচন থেকে অর্থ জোগাড় করে লভ্যাংশ দেওয়ার এমন প্রতিশ্রুতি অতীতেও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে তার বাস্তবায়ন এখনও হয়নি।

ভাষণে ট্রাম্প নিজেকে যেন ভোটের মার্চে না থেকেও ভোটের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড় করালেন। তিনি শ্রোতাদের অনুরোধ করলেন, তারা যেন কল্পনা করেন যে তিনিই এবারের ব্যালটে আছেন, যাতে তার “অসমাপ্ত কাজ” শেষ করার সুযোগ মেলে।

নিজের এই প্রস্তাবকে তিনি তুলনা করলেন একটি লাভজনক কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে মুনাফা বন্টনের সঙ্গে। অর্থনীতির “অভাবনীয় সাফল্যের” দোহাই দিয়ে তিনি বললেন, এই অর্থ হবে আমেরিকান জনগণের প্রাপ্য এক ধরনের লভ্যাংশ। প্রশ্ন হলো, চল্লিশ ট্রিলিয়ন ডলারের যে জাতীয় ঋণের বোঝা ইতিমধ্যে আমেরিকার কাঁধে চেপে বসেছে, তার সঙ্গে আরও এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি যোগ করে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কতটা যুক্তিসঙ্গত, সে বিতর্কের মীমাংসা এখনও হয়নি। ইতিহাস অবশ্য সাক্ষী, এর আগেও ট্রাম্প যখন করোনাকালীন প্রণোদনা হিসেবে দুই হাজার ডলার করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন তৎকালীন সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা মিচ ম্যাককনেল মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কায় তা কমিয়ে ছয়শ ডলারে নামিয়ে এনেছিলেন। পরে জো বাইডেনের আমলে বাড়তি চোদ্দশহ ডলার যুক্ত হলে সমালোচকরা তাকেই দুঃখেছিলেন সেই মুদ্রাস্ফীতির জন্য। যা ২০২২ সালের জুনে বার্ষিক হিসেবে ৯ দশমিক ১ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছিল। শুষ্ক আয় ও সরকারি ব্যয় সংকোচন থেকে অর্থ জোগাড় করে লভ্যাংশ দেওয়ার এমন প্রতিশ্রুতি অতীতেও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে তার বাস্তবায়ন এখনও হয়নি।

ভাষণে ট্রাম্প নিজেকে যেন ভোটের মার্চে না থেকেও ভোটের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড় করালেন। তিনি শ্রোতাদের অনুরোধ করলেন, তারা যেন কল্পনা করেন যে তিনিই এবারের ব্যালটে আছেন, যাতে তার “অসমাপ্ত কাজ” শেষ করার সুযোগ মেলে।

নিজের এই প্রস্তাবকে তিনি তুলনা করলেন একটি লাভজনক কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে মুনাফা বন্টনের সঙ্গে। অর্থনীতির “অভাবনীয় সাফল্যের” দোহাই দিয়ে তিনি বললেন, এই অর্থ হবে আমেরিকান জনগণের প্রাপ্য এক ধরনের লভ্যাংশ। প্রশ্ন হলো, চল্লিশ ট্রিলিয়ন ডলারের যে জাতীয় ঋণের বোঝা ইতিমধ্যে আমেরিকার কাঁধে চেপে বসেছে, তার সঙ্গে আরও এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি যোগ করে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কতটা যুক্তিসঙ্গত, সে বিতর্কের মীমাংসা এখনও হয়নি। ইতিহাস অবশ্য সাক্ষী, এর আগেও ট্রাম্প যখন করোনাকালীন প্রণোদনা হিসেবে দুই হাজার ডলার করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন তৎকালীন সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা মিচ ম্যাককনেল মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কায় তা কমিয়ে ছয়শ ডলারে নামিয়ে এনেছিলেন। পরে জো বাইডেনের আমলে বাড়তি চোদ্দশহ ডলার যুক্ত হলে সমালোচকরা তাকেই দুঃখেছিলেন সেই মুদ্রাস্ফীতির জন্য। যা ২০২২ সালের জুনে বার্ষিক হিসেবে ৯ দশমিক ১ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছিল। শুষ্ক আয় ও সরকারি ব্যয় সংকোচন থেকে অর্থ জোগাড় করে লভ্যাংশ দেওয়ার এমন প্রতিশ্রুতি অতীতেও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে তার বাস্তবায়ন এখনও হয়নি।

বড়লেখা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব মিশিগান নতুন কমিটির শপথ

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বড়লেখা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব মিশিগানের নবনির্বাচিত ২০২৬-২০২৮ কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেছেন। গত ৩০ আগস্ট (রোববার) ওয়ারেন সিটির একটি রেস্তোরাঁতে উৎসবমুখর পরিবেশে এ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কামাল আহমেদ পাশার সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন হাফিজ ফয়সল আহমদ। এরপর যথাযোগ্য মর্যাদায় পরিবেশন করা হয় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদ্য বিদায়ী সভাপতি মুজিবুর রহমান। এরপর অনুষ্ঠিত হয় শপথ গ্রহণ পর্ব। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আবদুল হালিম নবনির্বাচিত সভাপতি মাহবুব আহমেদ চৌধুরী আলালকে শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণের পর নবনির্বাচিত সভাপতি উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, সংগঠনের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা ও এক্রোর সঙ্গে পালনের মাধ্যমে বড়লেখাবাসীর কল্যাণে কাজ করাই হবে নতুন কমিটির অন্যতম অঙ্গীকার।

পরে ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের নবনির্বাচিত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর ডেট্রয়েটে শুরু হচ্ছে ‘আবিয়া বাইয়েনিয়াল কনভেনশন ২০২৬’

মিশিগান প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েটে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী ‘আবিয়া বাইয়েনিয়াল কনভেনশন ২০২৬’। উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশি প্রকৌশলী ও স্থপতিদের শীর্ষস্থানীয় সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন ‘আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস’ বা ‘আবিয়া’র উদ্যোগে আগামী ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

সম্মেলনকে সামনে রেখে গত ৫ সেপ্টেম্বর স্টার্লিং হাইটসের একটি রেস্তোরাঁতে আবিয়া সেন্ট্রালের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে সম্মেলনের বিস্তারিত কর্মসূচি, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের প্রকৌশল খাতের উন্নয়নে সংগঠনের বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরেন আবিয়ার নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের প্রথম দিন ২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত উদ্বোধনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজনের সূচনা হবে। দ্বিতীয় দিন ২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে পেশাজীবী নেটওয়ার্কিং অনুষ্ঠান, স্ট্রিম

মেলা এবং কারিগরি সেমিনার। একই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত থাকছে মূল বক্তব্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সম্মেলনের শেষ দিন ২৭ সেপ্টেম্বর (রোববার) সকালে অনুষ্ঠিত হবে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট ও বিশেষ পেশাজীবী নেটওয়ার্কিং সেশন। বিকেলে সমাপনী আকর্ষণ হিসেবে ডেট্রয়েট প্রিন্সেস রিভারবোর্টে রিভার জ্রুজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে আবিয়ার নেতৃবৃন্দ বলেন, উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি প্রকৌশলী ও স্থপতিদের মধ্যে পেশাগত যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রকৌশল শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং দেশীয় প্রকৌশলীদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে।

তারা জানান, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উঠে আসা তরুণ প্রকৌশলীদের ক্যারিয়ার উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে আবিয়া বিভিন্ন ধরনের দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। একই সঙ্গে দেশের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক গবেষণক এবং নৈশিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের যৌথ গবেষণা ও সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েও সংগঠনটি কাজ করছে।



বিশেষ সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে-সাফায়েত মজুমদার

ফরিদা ইয়াসমীন

শৈশবে বাবার হাত ধরে হাট্টা থেকে যৌবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত বাবার অবাধ নানাভাবে আমায়ের জীবনে স্বাক্ষর রেখে যায়। ছায়া দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়া মানুষটাই—বাবা। এই বাবার পরিচয় আরও বাস্তব হয়ে ওঠে, যখন তিনি হন একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তানের বাবা।

বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আয়োজিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার ‘টক অব দ্য উইক’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমনই একজন বাবা—সাফায়েত উল্লাহ মজুমদার; যিনি সকাল-সন্ধ্যা কাজ করার পাশাপাশি পরিবারকে আগলে রাখেন সময়, শৃঙ্খলা ও দায়িত্বের সাথে।

তার সন্তান নওরোজ সাফায়েত মজুমদার—বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। জ্বিনে এসেই নওরোজ একবাচ্চো জানায়, সে স্কুলে যায়, সে বাবাকে বেশি ভালোবাসে, সে ভালো আছে। তারপর বিদায় নেয়।

সাফায়েত মজুমদার জানান, তার একমাত্র ছেলেনসন্তান নওরোজ জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই স্বাভাবিক ছিল। বয়স যখন ১২ থেকে ১৪ মাস, তখন সে কথা রিপিট করত। কিন্তু হঠাৎ করে কিছুদিন পর সে প্রবণতা বন্ধ হয়ে গেলেই প্রথম সমস্যা ধরা পড়ে। তিনি দুটো চাকরি করতেন, স্বী স্মি তখন চাকরি করত না। সুমিই তাকে হাসপাতালে বেশি নিয়ে যেত। ডাক্তার দেখানো, ব্লাড টেস্ট ইত্যাদি করাত। চিকিৎসকের কাছ থেকে সন্তানের ‘স্পেশাল’ পরিচয়ের খবর পাওয়ার মুহূর্তটি ছিল তার জন্য প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের। তিনি বলেন, “একজন ডাক্তার এসে যখন বললেন, ‘আমি আপনাদের দুজনকেই কিছু কথা বলতে চাই। যদিও তা খুব কঠিন এবং কঠোর, কিন্তু আপনাদের তা মেনে নিতে

হবে। কঠিন সত্যকে মেনে নিতে হবে, কিছু করার নেই’—তখন আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। এদিক থেকে স্ত্রী সুমি একটু শক্ত মানসিকতার। ও নিজেকে যত সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আমি অত সহজে পারি না। তবু প্রাথমিক ভয় ও অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ধীরে ধীরে কঠিন সত্যকে মেনে নিয়ে পরিবার নতুন করে প্রস্তুতি শুরু করি। এবং প্রবাসের প্রতিকূলতা ও কাজের ব্যস্ততার মাঝেও পরিবারটিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়েই সন্তানকে স্বাভাবিক জীবনের উপযোগী করার সংগ্রাম শুরু হয়।”

একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তানের জীবনে রুটিন তৈরি করা বা নিয়মানুবর্তিতা শেখানো কতটা জরুরি? ফরিদা ইয়াসমীনের এমন প্রশ্নে একজন বাবা হিসেবে অভিভাবতার আলোকে তিনি জানান, শুধু স্পেশাল বাচ্চা নয়, প্রতিটি মানুষের জীবনেই শৃঙ্খলা জরুরি, তবে বিশেষ শিশুর ক্ষেত্রে তা অপরিহার্য। তিনি বলেন, “শুধু নওরোজকে নয়, আমি আমার মেয়েকেও ছোটকাল থেকে শৃঙ্খলার মধ্যে বড় করেছি, শৃঙ্খলার মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছি এবং নিজেরাও শৃঙ্খলার মধ্যে চলার চেষ্টা করেছি। যেমন: সাধারণত আমি নওরোজকে হাত দিয়ে খাইয়ে দিই ; মা-বাবা তো, একটু বেশি আদর করি। আজ খাবার রেডি করার পর ওকে বললাম, ‘আইপ্যাডটা সোফায় রেখে আসো। তারপর খাইয়ে দেব।’ ও রেগে গিয়ে আমাকে চেপে ধরল। বললাম, ‘আই নো ইউ ডেন্ট ফিল ওয়েল, কিন্তু তোমাকে আইপ্যাডটি রেখে আসতে হবে।’ তখন ও আইপ্যাড রেখে এল। পরে খাইয়ে দিলাম। আমরা এই ছোট ছোট কৌশলগুলো অবলম্বন করে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের জন্য।” তিনি বলেন, “বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ক্ষেত্রে একটু বিশেষ পদ্ধতিতে তাদের অভ্যস্ত করতে হয়। কখনোই তাদের ওপর রাগ করা যাবে না; আদর,



সহানুভূতি এবং পরিবারের সবার সহযোগিতায় তাদেরকে গাইড করতে হয়।”

বর্তমান সময়ে সব শিশুর জন্যই একটি বড় সমস্যা জ্বিন টাইম। নওরোজকে জ্বিন থেকে দূরে রাখতে খুব সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথমে দেখা হয় নওরোজ কোন কাজ করতে পছন্দ করে, এরপর সেই কাজের মাধ্যমেই তাকে ব্যস্ত রাখা হয়। নওরোজ বাগান করতে পছন্দ করে; তাই দিনের কিছুটা সময় বাগানের কাজে তাকে ব্যস্ত রাখা হয়। কখনো সে ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করে, আবার কখনো বোনের সাথে খেলা করে।

তিনি বলেন, “আমি যখন ঘাস কাটতে যাই, আমি জানি নওরোজ বেশিক্ষণ থাকবে না। ওকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যেমন: আধ ঘণ্টা আমার সাথে সাথে রাখলাম। ও ঘাস কাটল বা

মেশিন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। অথবা যেকোনো কাজে গেল—ওর বোন ওকে নিয়ে তরকারি ওঠাচ্ছে, ও হয়তো একটু দূরে ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যতক্ষণ রাখা যায়। যখনই মনে হয় ও আর থাকতে চাইছে না, তখন বলি ‘ওকে, ইউ ক্যান গো নাউ।’”

সাফায়েত মজুমদার জানান, প্রকৃতি জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। যেকোনো মানুষ প্রকৃতির সামিথে এলে তার ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দেয়; বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরও গভীর।

তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, “বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা কোনো কিছুতেই বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তাই আমরা যে পদ্ধতিই প্রয়োগ করি না কেন, সময়ের দিকটা খোয়াল রাখি—যাতে সে বিরক্ত বা অস্থির

না হয়ে পড়ে।”

নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত করার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তিনি বলেন, “মানুষের জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে চ্যালেঞ্জ থাকে। আর স্পেশাল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। প্রথম প্রথম তাকে যেকোনো নতুন কিছুতে অভ্যস্ত করাতে গেলে সে একটু আক্রমণাত্মক বা অক্রমণ করল, শক্ত করে চেপে ধরল। তখন আমি তাকে সুন্দর করে ধরে আদর দিলাম। অথবা ওর পছন্দের কিছু—‘তুমি এটা করলে এটা দেব’—এভাবে বোঝানোর মাধ্যমেই নিয়মের মধ্যে আনা যায়। আমাদের ক্ষেত্রে ওর মা বা বোন—কারও একার কাজ নয়, আমরা পারিবারিকভাবে সবাই মিলেই ওকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে এনেছি।”

তিনি উল্লেখ করেন, “যেকোনো নতুন নিয়মে অভ্যস্ত করানোর শুরুতে আগ্রাসী বা অস্থির আচরণ দেখা দিলে এই সন্তানদের জোরাজুরি না করে আদর, বোঝাপড়া এবং পছন্দের সামিথে এলে তার ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দেয়; বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরও গভীর।

একমাত্র কন্যাসন্তান দ্বিমিত্রাকে ক্রেডিট দিয়ে তিনি বলেন, “ওর বোন ওকে মায়ের মতোই সামলে নেয়। শৃঙ্খলার সে বেশ পোক্ত। বোন কখনো খাইয়ে দেয় না; বোন খাবার রেডি করে চামচ দেয়, যেন নওরোজ নিজে নিজেই ফ্রেশ হওয়া, ব্রাশ করা। এরপর স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি—গা থেকে গন্ধ বের রাখতে পারে না। তাই আমরা যে পদ্ধতিই প্রয়োগ করি না কেন, সময়ের দিকটা খোয়াল রাখি—যাতে সে বিরক্ত বা অস্থির

জন্ম নয়, যেকোনো সন্তানের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।” সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি বলেন, “আমি আল্লাহর কাছে লালো শুকরিয়া আদায় করি। কারণ প্রথম দশ বছর—এখন ওর বয়স ১৮ বছর—আমি খুব আশাহীন ছিলাম যে আমার এই ছেলের ভবিষ্যৎ কী, সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কী করবে। কিন্তু আজ আমরা আশাবাদী। নওরোজ কথা তেমন বলে না কিন্তু সব বোঝে। নিজের কাজগুলো নিজে করতে পারে।”

তিনি আমেরিকান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “সরকার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য অনেক পরিকল্পনা নিয়েছে এবং ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে যা অত্যন্ত কার্যকর।”

সবশেষে সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তানের বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “আমি আমার সন্তানকে সর্বত্র নিয়ে যাই। যেখানে আমার সন্তানের জন্য গ্রহণযোগ্য পরিবেশ নেই, আমি সেখানে যাই না। আপনারাও তাদেরকে ঘরে বন্দি করে রাখবেন না। বাইরে নিয়ে যাবেন। তাকে পৃথিবীর আলো দেখতে দিন। সন্তানকে বুঝতে দিন—‘আমরা তোমার সাথে আছি, তোমাকে নিয়েই আমাদের সবকিছু।’ সন্তান যখন একটি নির্ভরতার জায়গা খুঁজে পাবে, তখনই সে সুন্দর একটি জীবন পাবে। লুকানোর কিছু নেই। সমাজের আগে বাবা-মাকে নিজ সন্তানকে অকুণ্ঠ ভালোবাসায় গ্রহণ করতে হবে; সন্তানকে লুকিয়ে রাখার অর্থই হলো তাকে আপন করে নিতে ব্যর্থ হওয়া।”

সবশেষে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ফরিদা ইয়াসমীন ইতিবাচক প্যারেন্টিং ও পারিবারিক বোঝাপড়ার এই অনন্য দৃষ্টান্তের জন্য অতিথিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনার ইতি টানেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন। পরিচালনায় এইচ বি রিতা।



ওজনপার্ক ঈদে মিলাদুনবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল

রুদ্র মাসুদ, নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের ওজনপার্ক পবিত্র ঈদে মিলাদুনবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার ওজনপার্ক জামে মসজিদে মাগরিবের নামাজের পর থেকে এশা পর্যন্ত বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী এবং কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাহফিলে মূল আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন যুক্তরাজ্য থেকে আগত ব্রিস্টল সেন্ট্রাল ইসলামিক সেন্টারের খতিব হাফিজ মাওলানা মুফতি ইকরাম উদ্দিন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভ করতে হলে প্রিয় নবী করিম (সা.) কে অনুকরণ, অনুসরণ ও ভালোবাসতে হবে। এ সময় তিনি মহানবী (সা.) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। ওজনপার্ক জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সম্পাদক মো. শফিউদ্দিন তালুকদারের সভাপতিত্বে মাহফিলে আরও বক্তব্য দেন মসজিদের ইমাম মাওলানা আমিনুল ইসলাম, হাফিজ আবু সুফিয়ান ও মাওলানা আব্দুল হামিদ। এশার নামাজের আগেই আলোচনার পর্ব শেষ হয়। পরবর্তীতে এশার নামাজ শেষে এক বিশেষ মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক মুসল্লি অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সবার মাঝে তাবারক বিতরণ করা হয়।

সৌদি আরবের ৪ শহরে ইরান সমর্থিত হত্যাদের হামলা, আহত ৭৩

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র সৌদি আরবের চারটি শহরে মঙ্গলবার হামলা চালিয়েছে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। এতে ৭০ জনের বেশি মানুষ আহত এবং তেল স্থাপনায় আগুন ধরে গেছে। ছয় মাস ধরে চলা মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে এটিকে বড় ধরনের বিস্তার বলে মনে করা হচ্ছে।

হুতিরা জানিয়েছে, সৌদির ভূখণ্ডে তারা ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে। ড্রোন ও ক্ষেপণাস্র ব্যবহার করে হামলা করা হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খামিস মুশাইত-এর একটি বিমানঘাঁটিতে।

একইসঙ্গে কাছের আবহা শহরে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানির স্থাপনা, সীমান্তবর্তী নাজরান এবং লোহিত সাগরের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী জাজানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে। লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে জাজানের একটি বড় শোধনাগার ও বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে।

সৌদির কর্তৃপক্ষও হুতির উল্লেখ করা এসব স্থাপনায় আগুন ধরার কথা জানিয়েছে। আহত হয়েছেন ৭৩ জন, তাদের মধ্যে নারী ও শিশু আছে। এত বেশি সংখ্যক মানুষের আহত হওয়ার খবর থেকে ধারণা করা হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর পর এটি সৌদিতে হত্যাদের চালানো অন্যতম বড় আঘাত।

তাৎক্ষণিকভাবে হামলা পরবর্তী কোনো

ছবি পাওয়া যায়নি। এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে সৌদি সরকার প্রত্যক্ষদর্শীদের ওপর কর্তার নজর রাখে। তাই কারও সঙ্গে যোগাযোগ করাও সম্ভব হয়নি।

সৌদির সৌদির পূর্বাঞ্চলের একটি এলাকায় হামলার পর সেটির ছবি প্রকাশ করেছিল হুতিরা। এতে ঘন ধোঁয়া ও বিস্ফোরণের দৃশ্য দেখা যায়। হত্যাদের নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম মঙ্গলবার জানিয়েছে, ইয়েমেনের জুবাহ জেলায় সৌদি আরবও চার দফায় বিমান হামলা চালিয়েছে।

গত আগস্ট মাসে পরিস্থিতি শান্ত থাকার পর উপসাগরীয় অঞ্চলে আবার লড়াই শুরু হয়েছে। ইরান-যুক্তরাষ্ট্র ও পাল্টাপাল্টি হামলা চালাচ্ছে। এতে বৈশ্বিক তেলের দাম আবার বাড়তে শুরু করেছে। মঙ্গলবার ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ২ শতাংশের বেশি বেড়ে ব্যারেল প্রতি বিক্রি হয় ৯৯ ডলারে। এখন সৌদি আরবে হত্যাদের হামলা মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি সরবরাহে আরও বিঘ্ন ঘটতে পারে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালির বাইরেও জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হলে বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর যুদ্ধের প্রভাব বাড়বে।

এক দশকের বেশি সময় ধরে ইয়েমেনে হত্যাদের বিরুদ্ধে একটি পক্ষ লড়াই করছে। সেই পক্ষকে সমর্থন দিচ্ছে সৌদি আরব। এর জেরে সৌদি ও হত্যাদের মধ্যে তৈরি হওয়া বিবাদ গত কয়েক বছর কিছুটা শান্ত থাকলেও সম্প্রতি বেড়েছে।

Save Yourself This Tax Season



Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS

ENROLLED AGENT

Authorized e-file Provider

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax

- Income Tax and Accounting Services For: Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
- Sales and Payroll Tax
- Business Licenses and Setup
- Notary Public
- Immigration Form Fill-Up Services
- Credit Repair, Real State and much more...

Immigration

Real Estate

Member of




184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432

162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432



CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন



ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)



Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com



হোম কেয়ার



HHA/PCA HOME CARE সেবা নিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ELMHURST OFFICE
40-34 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 929-424-2157
718-440-3116

Brooklyn Office
375 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel : 718-633-1112
Fax : 718-633-1117
Email : help.prohealthhomecare@gmail.com

বেশি ঘন্টা ও
সর্বোচ্চ পেমেট পাবার
জন্য আজই কল করুন



Mamun Ur Rashid
President
917-474-8914



PROHEALTH HOMECARE

(Ordinary People, Extra Ordinary Care)

বাঁধনের ওপর হামলার নিন্দা এনসিপি

ঢাকা অফিস

ইতালির ভেনিসে অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনের ওপর হামলার ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা। হামলার ঘটনায় তার প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন দলটির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ বলেন, ইতালির ভেনিসের একটি পার্কে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বাঁধনের ওপর হামলা চালিয়েছে এবং তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছে। গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণ যে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এ হামলা সেই পরাজিত ও নিষিদ্ধ রাজনৈতিক শক্তির পুরোনো সন্ত্রাসী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

তিনি আরও বলেন, ‘আজমেরী হক বাঁধন জুলাইয়ের গণ-আন্দোলনে সাহসের সঙ্গে রাজপথে ছিলেন। দেশের মানুষের অধিকার ও সৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশের দাবিতে তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন। সেই মানুষটির ওপর হামলা প্রমাণ করে, পরাজিত সন্ত্রাসী শক্তি এখনো প্রতিশোধ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের রাজনীতি থেকে বের হতে পারেনি। হামলা করে, ভয় দেখিয়ে কিংবা সহিংসতা চালিয়ে অরাজকতা করে জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখা যাবে না। ইতালির মাটিতে বাংলাদেশের একজন নাগরিকের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দেশটির প্রচলিত আইনে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ দূতাবাসকে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে।

মিশিগানে জন্মাষ্টমীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

মিশিগান প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন শহরে ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন করা হয়েছে। গত ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ডেট্রয়েট দুর্গা মন্দির, ওয়ারেন শিব মন্দির, কালী মন্দিরসহ বিভিন্ন মন্দিরের উদ্যোগে একাধিক শোভাযাত্রা, পূজা, কীর্তন, গীতাপাঠ, আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনে বিপুলসংখ্যক সনাতন ধর্মাবলম্বী অংশগ্রহণ করেন।

মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাক, ডেট্রয়েট, ট্রয়, স্টার্লিং হাইটস, ম্যাডিসন হাইটস, সিলভি টাউনশিপ, রয়্যাল ওকসহ বিভিন্ন শহর থেকে বিকেল থেকেই ভক্তরা অনুষ্ঠানস্থলে সমবেত হতে থাকেন। ৫ সেপ্টেম্বর ডেট্রয়েট দুর্গা মন্দিরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ পূজা, অর্চনা ও বিভিন্ন মাস্কলিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পারিভ্র্ত চক্রবর্তী। পূজা শেষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রায় ভক্তরা ঢাক, ঢোল, কাঁসর, শঙ্খ ও করতাল বাজিয়ে নেচে গেয়ে কীর্তন পরিবেশন করেন। শোভাযাত্রাটি ডেট্রয়েট শহরের বিভিন্ন



মিশিগানে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা, আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়েছে।

গত শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) হ্যামট্রাম্যাক শহরের কনস্টি স্ট্রিটের অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মিশিগান বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বকুল তালুকদারের সভাপতিত্বে ও বিএনপি নেতা নাজমুল হক কামালের সভালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন বিএনপি নেতা বেলাল আহমেদ।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন

রেজওয়ান আহমেদ রাজন, আব্দুল বাহিত, আব্দুল কাদের, নিজাম উদ্দিন মাস্টার, হাসান আহমেদ, মারুফ খান, আব্দুর রহমান, আবুল কাশেম মুর্শেদ, পারভেজ আহমেদ, ফরিদ আহমেদ ফাহিম, আহমেদুর রহমান শিপার, খন্দকার শাহেদ আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামা, তাজুল ইসলাম শিপলু, এমাদ উদ্দিন ও ফয়জুল ইসলামসহ বিএনপি, স্বেচ্ছাসেবক দল, যুবদল এবং বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সভায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও শ্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। পাশাপাশি বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।



সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় সড়কের দুপাশে থাকা অনেক মানুষ হাত নেড়ে শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানান। কেউ কেউ গাড়ির হর্ন বাজিয়ে ভক্তদের উৎসাহিত করেন। ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বাণী ও ছবি সন্মিলিত প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন হাতে নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

শোভাযাত্রায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু-কিশোরের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রংবেরঙের পোশাক পরে তারা আনন্দের সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। বিপুলসংখ্যক নারীও এতে অংশগ্রহণ করেন। পুরো শোভাযাত্রাজুড়ে ধর্মীয় সংগীত, কীর্তন

ও উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে।

৬ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দুর্গা মন্দিরে দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ছিল পূজা, আরতি, সারা দিনব্যাপী কীর্তন, গীতাপাঠ ও প্রসাদ বিতরণ।

ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরেও ৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ভক্তরা নেচে গেয়ে কীর্তন পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমীর আনন্দ ভাগ করে নেন। পরদিন ৬ সেপ্টেম্বর মন্দিরে পূজা, উদযান্ত কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়।

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের প্রজ্ঞাপন চ্যালেঞ্জ করে রিট

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগ এবং এর সব অঙ্গ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়েছে। মুঙ্গিগঞ্জের শ্রীনগরের মো. আল আমিন নামের এক ব্যক্তি রিটটি দায়ের করেছেন।

রিটটি সোমবার বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমদ ভূঞার হাইকোর্ট বেঞ্চে শুনানির জন্য ছিল। ওই বেঞ্চের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী বলেন, রিটটি শুনানির জন্য কার্যতালিকায় ৬০ নম্বর ক্রমিকে ছিল। আবেদনকারীর পক্ষে মো. ইউনুস নামের একজন আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। তবে ওই ক্রমিক পর্যন্ত শুনানি পৌঁছায়নি। এর আগে আওয়ামী লীগ এবং এর সব অঙ্গ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতা-কর্মীদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে গত বছরের ১২ মে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ।

শেষ পৃষ্ঠার পর

মিশিগানের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের একাধিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনও এতে বর্ণাঢ্যভাবে অংশ নেয়।

তিন দিনের উৎসব প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে। শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণদের জন্যও ছিল নানা ধরনের বিনোদনের আয়োজন। উৎসবস্থলে বসেছিল রকমারি প্যায়ের স্টল ও খাবারের দোকান। পাশাপাশি গান-বাজনা, কার্নিভাল রাইড এবং আকর্ষণীয় রেসলিং প্রতিযোগিতা দর্শনার্থীদের বাড়তি আনন্দ দেয়। পরিবার-পরিজন নিয়ে বিভিন্ন বয়সী মানুষ উৎসবে যোগ দেন।

৭ সেপ্টেম্বর ছিল উৎসবের শেষ দিন। এদিন অনুষ্ঠিত হয় জমকালো প্যারেড। বিভিন্ন সামাজিক ও

কর্মজীবী মা-বাবার তহবিল

শেষ পৃষ্ঠার পর

বর্তমানে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের কর্মজীবী, শিক্ষার্থী বা প্রশিক্ষণরত অভিভাবকদের সন্তানদের যত্নের খরচে সহায়তা করতে এই তহবিল ব্যবহার করা হয়।

প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট আয়ের সীমার মধ্যে থাকা বিবাহিত দম্পতিদের একজন কাজ করলে এবং অন্যান্য সন্তান দেখাশোনার জন্য ঘরে থাকলে তারা ভর্তুকি পাওয়ার যোগ্য হবেন। কর্মরত স্বামী বা স্ত্রীকে সপ্তাহে অন্তত ৩৫ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। প্রতি শিশুর জন্য বছরে গড়ে প্রায় ৯ হাজার ডলার পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হয়।

বর্তমানে প্রায় ৮ লাখ ৭০ হাজার পরিবার এই ভর্তুকি পাচ্ছে। তাদের প্রায় ৮০ শতাংশ পরিবারে একক কর্মজীবী অভিভাবক রয়েছেন, যাদের বেশির ভাগই মা। তহবিলটি বর্তমানে প্রায় ১৩ লাখ শিশুর যত্নের খরচে সহায়তা করছে।

পরিবারনীতি বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, তহবিলের পরিমাণ না বাড়িয়ে নতুন শ্রেণির অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে কর্মজীবী ও বিশেষ করে একক অভিভাবকদের জন্য ভর্তুকি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এতে শিশু যত্নকেন্দ্রগুলোর আয় কমে গিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধও হয়ে যেতে পারে। দেশজুড়ে

ভিসা-গ্রিন কার্ডের

শেষ পৃষ্ঠার পর

সম্প্রতি কয়েক শ অভিবাসন বিচারক ‘কন্টিনিউয়েন্স’ নিয়ে একটি বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন বোর্ড অব ইমিগ্রেশন আপিলসের বিচারক কিথ হানসকার। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল মামলার শুনানি দ্রুত শেষ করা এবং অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব কমানো।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আদালতগুলোতে প্রায় ৩২ লাখ মামলা বিচারাধীন। এই বিপুল জট কমাতে প্রশাসন দ্রুত মামলার নিষ্পত্তিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

তবে অভিবাসন অধিকারকর্মীদের আশঙ্কা, অতিরিক্ত দ্রুততার কারণে বৈধ দাবি থাকা ব্যক্তিরাও নিজেদের মামলা প্রস্তুত করার পর্যাপ্ত সুযোগ হারাতে পারেন। বিশেষ করে আইনজীবীর

মিশিগানে লেবার ডে ফেস্টিভালে প্রবাসী

শেষ পৃষ্ঠার পর

সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, নেচে ও গেয়ে প্যারেডে অংশ নেন। প্যারেডটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শত শত মানুষ হাত নেড়ে ও করতালি দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানান।

প্যারেডে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে নজরকাড়া। বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি পোশাক পরে হাতে বাংলাদেশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা নিয়ে প্যারেডে অংশ নেন। কেউ ঢোল, কেউ করতাল, হারমোনিয়াম ও কাঁসর বাজিয়ে বাংলাদেশের দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে গান গেয়ে তারা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।

তবে পরিকল্পনাটি এখনো

চূড়ান্ত হয়নি। হোয়াইট হাউসের অনুমোদনের পর প্রস্তাবটি জনসাধারণের মতামতের জন্য প্রকাশ করা হবে। চূড়ান্ত হলে আগামী বছর থেকেই এটি কার্যকর হতে পারে।

প্রায় ২ লাখ ২৫ হাজার শিশু যত্নকেন্দ্র এই ভর্তুকির অর্ধের ওপর নির্ভরশীল।

প্রস্তাবিত নিয়মে অবিবাহিত দম্পতিদের ক্ষেত্রে একজন ঘরে থেকে সন্তান দেখাশোনা করলে তারা এই সুবিধা পাবেন না। কর্মহীন একক অভিভাবকরাও নতুন নিয়মের আওতায় আসবেন না। তবে পরিকল্পনাটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। হোয়াইট হাউসের অনুমোদনের পর প্রস্তাবটি জনসাধারণের মতামতের জন্য প্রকাশ করা হবে। চূড়ান্ত হলে আগামী বছর থেকেই এটি কার্যকর হতে পারে।

পরিকল্পনাটি নিয়ে প্রশাসনের কিছু আইনজীবীও প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে শুধু বিবাহিত দম্পতিদের সুবিধা দেওয়ার বিষয়টির আইনগত বৈধতা এবং ব্যক্তিদের সরাসরি অর্থ দেওয়ায় প্রতারণার ঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

সহায়তা পাওয়ার সুযোগ কমে গেলে বহিষ্কারের ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে।

গাড়িয়ানকে দেওয়া বক্তব্যে মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, অভিবাসন আদালতের মামলার জট কমানো প্রশাসনের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। অন্যদিকে অভিবাসন আদালত কর্তৃপক্ষ বলেছে, বিচারকদের আইন, বিধি ও নীতিমালা মেনে দ্রুত ও আইনসম্মতভাবে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে।

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, অতিরিক্ত মামলা নেওয়া আইনজীবীদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রশিক্ষণ উৎস্বপনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির মধ্যে অভিবাসন আদালতে দ্রুত বহিষ্কার প্রক্রিয়া আরও জোরদার হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

নাইন-ইলেভেনের পঁচিশ বছর

শেষ পৃষ্ঠার পর

সকালের ক্ষতি কোনো একটি জাতির একার শোক হয়ে থাকেনি।

এই বিশ্বজনীন শোকের তালিকায় বাংলাদেশও নীরবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। লোয়ার ম্যানহাটনের সেই টাওয়ার দুটিতে সেদিন কাজ করছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও—কেউ রেস্টোরাঁয়, কেউ অফিসে, কেউবা নিছক জীবিকার তাগিদে। অন্তত ছয়জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান সেদিন প্রাণ হারান বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। যাঁদের মধ্যে ছিলেন শাকিলা ইয়াসমিন ও তাঁর স্বামী নুরুল হক মিয়া—এক দম্পতি, যাঁদের গল্প পঁচিশ বছর পরও ঢাকা কিবা নিউইয়র্কের বাঙালি মহল্লায় মাঝেমাঝে ঘুরেফিরে আসে। কারো কারো হিঁসামধে সংখ্যাটি আরও বেশি, কেননা নথিপত্রহীন অভিবাসীদের অনেকের নামই শেষ পর্যন্ত কোনো সরকারি তালিকায় ওঠেনি।এই না-ওঠুকুই বোধ হয় প্রবাসজীবনের সবচেয়ে করুণ

এক সত্য। যে মানুষ জীবদ্দশায় প্রায়ই অদৃশ্য থেকে যান কাগজে-কলমে, মৃত্যুতেও তাঁর নাম রয়ে যায় হিসাবের বাইরে।

পঁচিশ বছর একটা লম্বা সময়। এই সময়ে আফগানিস্তান ও ইরাকে দুটি দীর্ঘ যুদ্ধ হয়ে গেছে। বিমানবন্দরে জতা খুলে তল্লাশি দেওয়া একরকম বিশ্ব-সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। আর মুসলিম পরিচয়ের মানুষজনকে বহু দেশে সন্দেহের চোখে দেখার একটি নতুন স্বাভাবিকতা তৈরি হয়েছে। যা আজও পুরোপুরি কাটেনি। যে নিরাপত্তা-স্থাপত্যের ভেতর দিয়ে আজকের বিশ্ব চলাফেরা করে—নজরদারি, ড্রোন হামলা, সীমান্ত-নিয়ন্ত্রণ—তার ভিত গাঁথা হয়েছিল সেই একটি সকালে। এতকিছুর পরও একটি প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়নি : এই ক্ষত আদৌ সারবে কবে? ঘটনাস্থলে আজ দাঁড়িয়ে আছে নতুন এক ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেন্ড সেন্টার। বাকবাক্যে কাচের দেয়ালে সূর্য প্রতিফলিত হয়। কিন্তু স্থাপত্য দিয়ে স্মৃতি মোছা যায় না, বড়জোর ঢেকে রাখা যায়।

প্রতিবছর সেপ্টেম্বর এলে নিউইয়র্ক-নিউজার্সির বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেও একধরনের নীরব আচার পালিত হয়।কেউ স্মরণসভায় যান, কেউ শুধু খবরের কাগজ উল্টে পুরোনো ছবিগুলো আরেকবার দেখেন। এই শহরেই বাস করেন সেই স্বজনহারা পরিবারগুলো, যাঁদের কাছে ১১ সেপ্টেম্বর কোনো ঐতিহাসিক তারিখ নয়। একটি নাম, একটি মুখ, একটি ফিরে না আসা মানুষের স্মৃতি। ইতিহাসের বইয়ে যা একটি অধ্যায়, বাস্তব জীবনে তা কারো কারো কাছে এখনো প্রতিদিনের এক অসমাপ্ত শোক।

সভ্যতা এগিয়েছে, প্রযুক্তি বদলেছে, ভুরাজনীতির মানচিত্র বহুবার আঁকা হয়েছে নতুন করে। কিন্তু একটি সকালে নিরপরাধ কয়েক হাজার মানুষকে এভাবে মুছে ফেলার যে কলঙ্ক, তার কোনো সংশোধনী সংস্করণ এখনো তৈরি হয়নি। পঁচিশ বছর পর দাঁড়িয়ে তাই এটুকুই বলা যায়—ক্ষত পুরোনো হয়েছে, কিন্তু শুকায়নি।


ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

WELCOME 7 DAYS OPEN

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET





জ্যাকসন হাইটসে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের প্রীতি সম্মিলন ও আলোচনা সভা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক শাখার উদ্যোগে প্রীতি সম্মিলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট গ্রিল অ্যান্ড কাবাব রেস্তোরাঁতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতাকর্মী, উপদেষ্টা ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির অংশ নেন।

সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়া জাকিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাটি সম্বালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মঈন উদ্দিন জুনেল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মো. আলী বাবুল, আব্দুল মালেক মানিক ও হাকিমুল ইসলাম খোকন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর মালেক গুলজার, বীর মুক্তিযোদ্ধা রিচি, রীনা আবেদীন,

অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান, অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান সানু, অ্যাডভোকেট কুবরাতুন্নেছা, ব্যারিস্টার আকমাম খানসহ সংগঠনের নেতাকর্মী ও কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির।

আলোচনা সভায় বক্তারা সংগঠনের মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন। তারা প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল প্রীতি সম্মিলন, প্রাণবন্ত আড্ডা, আলোচনা ও নৈশভোজ। অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সঙ্গে মতবিনিময়ের পাশাপাশি আনন্দঘন পরিবেশে সময় কাটান। সভা শেষে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম আরও গতিশীল করা এবং মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

পশ্চিম তীরে ‘সর্বাত্মক যুদ্ধ’ শুরুর হুমকি ইসরায়েলি মন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো গোষ্ঠী পশ্চিম তীরে সামরিক অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে বলে জানতে পারলে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েল ‘সর্বাত্মক যুদ্ধ’ শুরু করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যেকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গতকাল সোমবার কাৎজ বলেন, এমন কোনো অভিযান শুরু হলে ইসরায়েল পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের, তাদের নিরাপত্তা বাহিনী এবং ‘সন্ত্রাসী অবকাঠামোর’ বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাবে। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিস্থিতির ‘অবনতি হলে’ এমন অভিযান চালানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভার্জিনিয়ায় ২১তম নর্থ আমেরিকা নজরুল সম্মেলন শুরু ১৯ সেপ্টেম্বর

নিউজ ডেস্ক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মারক, মানবতা ও বিদ্রোহী চেতনার আদর্শ উত্তর আমেরিকায় বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২১তম নর্থ আমেরিকা নজরুল সম্মেলন। আগামী ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার ‘রিচার্ড জে আনস্ট কমিউনিটি কালচারাল সেন্টারে’ দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ‘বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক’ (বাই)। সম্মেলনে আত্মীয়ের দায়িত্ব পালন করছেন সংগঠনটির সভাপতি দিলশাদ চৌধুরী (ছুটি)।

সংগঠনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দুই দিনব্যাপী এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গবেষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা অংশ নেবেন। এতে বাংলাদেশের প্রখ্যাত নজরুলসংগীতশিল্পী ও গবেষক খায়রুল আনাম শাকিল, লিনা তাপসী, প্রিয়াঙ্কা গোপ, নজরুলের নাটনি অনিন্দিতা কাজী, সামিহা মাহবুব এবং সেতারশিল্পী আলিফ লায়লাসহ অনেকেই উপস্থিত থাকবেন।

সম্মেলনে শিশুদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নজরুলের গান ও সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে বিশেষ নৃত্য পরিবেশন করবেন নৃত্যশিল্পী ওয়ার্দা রিহাব। এ ছাড়া স্থানীয় বাংলাদেশি নৃত্য সংগঠন

‘নৈপুণ্য’ ও কলকাতার ‘তাই’ বিশেষ পরিবেশনায় অংশ নেবে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ও হিউস্টনসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা শিল্পীদের একক ও দলীয় আবৃত্তিও থাকবে এই আয়োজনে।

সম্মেলনে কবির সাহিত্য, সংগীত, দর্শন ও সমাজচিত্তা নিয়ে আয়োজিত সেমিনার ও আলোচনা সভায় প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়োজকেরা প্রবাসে বসবাসরত সর্বস্তরের মানুষকে পরিবারসহ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। টিকিট সংক্রান্ত তথ্য ও বিস্তারিত পাওয়া যাবে সংগঠনের ওয়েবসাইট (www.baai-dc.org)-এ।

জি.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স

★ পারসোনাল ট্যাক্স

★ বিজনেস ট্যাক্স

★ সেলুলস ট্যাক্স

★ বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED

IRS

e-file

PROVIDER

ইমিগ্রেশন

★ ফ্যামিলি পিটিশন

★ সিটিজেনশীপ আবেদন

★ গ্রীণকার্ড নবায়ন

★ সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

• Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449

E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

নিউইয়র্ক স্টেটের হোম কেয়ার প্রোভাইডার ডিপার্টমেন্টের অধীনে নিউইয়র্ক/হোম কেয়ার প্রোভাইডার মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam

President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372

Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449

E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট, ষ্টুডেন্ট বা ট্রানজিট ভিসা অথবা

অন্য যে-কোন উপায়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস ও বিজনেস কনসাল্টিং অফিস বেস্ট ইমিগ্রেশন ও বিজনেস কনসাল্টিং অফিস

Political Asylum

নির্ভূল ফাইলিং এর পূর্ণ সহায়তা এবং পরবর্তীতে গ্রীনকার্ড পাবার নানা উপায়-সহ যাবতীয় বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ।

পলিটিক্যাল এসাইলাম এর মাধ্যমে মোটামুটি ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল-সহ বৈধভাবে বসবাসে সহযোগীতা।

SIJS (Special Immigrant Juvenile Status)

আমেরিকায় বসবাসরত ২১ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের সীজ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রীনকার্ড প্রসেস করা হয়।

অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।

VAWA (Violence Against Women Act)

আমেরিকান সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করার পরও নানা কারণে গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না;

অথবা গ্রীনকার্ডটি রিভোক হতে যাচ্ছে! আমাদের সংগে আজই যোগাযোগ করুন।

E2 / L1

EB-3

SIJS

VAWA

POLITICAL ASYLUM

ফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আসুন

Old Club Man Corporation

(718) 839-5812 | (212) 814-4068

16222 87th Road, Jamaica, NY 11432

স্মার্টফোন নয়, দরকার স্মার্ট দক্ষতা

শোয়েব সাম্য সিদ্দিক

আজকের বিশ্বে প্রযুক্তি আর শুধু জীবনের সহায়ক অংশ নয়। এটি এখন একটি জাতির টিকে থাকা, স্বনির্ভরতা ও সার্বভৌমত্বের প্রধান ভিত্তি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন ও ডেটাভিত্তিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়চ্ছে। এর সুফলও তারা পাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে ‘ডিজিটাল লিটারেসি’ বা ডিজিটাল সাক্ষরতা এখনো কাক্ষিক্ষত অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। দেশে প্রযুক্তিপণ্যের ব্যাপ্তি বেড়েছে। কিন্তু দক্ষ ও গঠনমূলক ব্যবহারের অভাব রয়ে গেছে। এই ঘাটতি আমাদের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এটি জাতীয় অগ্রগতির পথে এক বড় অন্তরায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তো প্রতিবছরই বাড়ছে, তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা ব্যবহারকারীর সংখ্যায় নয়, প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহার করছি, সেখানেই। আমাদের দেশে প্রায়ই ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রধান সূচক হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু এই পরিসংখ্যানে বাস্তবতার পুরো চিত্র ফোটে না। বাস্তবতা হলো, বিশাল একটি জনগোষ্ঠীর অনেকের কাছে প্রযুক্তি মানেই এখনো ফেসবুক, ইউটিউব বা বিনোদন। তথ্যের সত্যতা যাচাই, অনলাইন আর্থিক নিরাপত্তা, সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা এবং পেশাগত কাজে প্রযুক্তির দক্ষ প্রয়োগে আমাদের অভাব স্পষ্ট।

এর মাশুল দিতে হচ্ছে সরাসরি সমাজ ও অর্থনীতিকে। সাইবার ফ্রড, ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে প্রতারণা, হ্যাকিং এবং গুজব ছড়িয়ে সামাজিক অস্থিরতা তৈরির ঘটনা দিন দিন বহুগুণ বাড়ছে। দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত সাইবার আক্রমণের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। কারণ, প্রযুক্তি ব্যবহারের গতি যত বেড়েছে, নিরাপত্তা অবকাঠামো ও দক্ষ জনবল সেই তুলনায় বাড়েনি। গত পাঁচ বছরে দেড় লাখের বেশি নাগরিক সাইবারসংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল করেছেন। এর প্রায় ৮০ শতাংশই ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী তরুণ, যাদের হাতে সবচেয়ে বেশি স্মার্টফোন অথচ



সবচেয়ে কম প্রশিক্ষণ। দ্য ডেইলি স্টারের একটি গবেষণা প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাকিংয়ের শিকার মানুষদের প্রায় অর্ধেক সামাজিক মর্যাদাহানির শিকার হন, আর ৪০ শতাংশের বেশি সরাসরি আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। এই পরিসংখ্যান একক কোনো ঘটনা নয়। এটি আমাদের দীর্ঘদিনের একটি দুর্বলতার চিত্র।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক ডিজিটাল দক্ষতার বড় ঘাটতি রয়েছে। আমাদের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা পাসের জন্য তস্থীয় বিষয় শেখে। কিন্তু আধুনিক কর্মক্ষেত্রের উপযোগী দক্ষতা, যেমন ডেটা প্রসেসিং, প্রাথমিক প্রোগ্রামিং বা ডিজিটাল কমিউনিকেশনে তারা পিছিয়ে পড়ছে। ফলে বিশ্বের অন্যতম বড় ফ্রিল্যান্সিং বাজার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সিংহভাগ তরুণ কম মূল্যের

সাধারণ কাজে আটকে আছে। সফটওয়্যার প্রকৌশল বা সাইবার নিরাপত্তার মতো উচ্চমূল্যের খাতে তারা বৈশ্বিক বাজার দখল করতে পারছে না। বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার বছরে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আনছেন। এর সিংহভাগই আসছে তুলনামূলক কম দক্ষতার ডেটা এন্ট্রি বা সাধারণ কনটেন্টের কাজ থেকে, উচ্চমূল্যের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বা এআই-নির্ভর সেবা থেকে নয়। অন্যদিকে সরকারি বিভিন্ন সেবা ‘ই-গভর্ন্যান্স’-এর আওতায় এসেছে। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের ডিজিটাল দক্ষতার অভাবে দুর্নীতির সুযোগ ও লাল ফিতার দৌরাড্ব্য পুরোপুরি নির্মূল করা যাচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনের দিকে তাকালে শিক্ষার চিত্রটি স্পষ্ট হয়। এস্তোনিয়া আশির দশকেই প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায় থেকে কোডিং

ও সাইবার নিরাপত্তার পাঠ বাধ্যতামূলক করে। আজ তারা বিশ্বের শীর্ষ ডিজিটাল সমাজে পরিণত হয়েছে। সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া তাদের মানবসম্পদকে প্রযুক্তি-সক্ষম করে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভিয়েতনামও কারিগরি শিক্ষায় ডিজিটাল লিটারেসিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, আর তাতেই তারা বৈশ্বিক প্রযুক্তি উৎপাদন ও আউটসোর্সিংয়ের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাদের সফলতার মূলে ছিল একটি বিষয়, শুধু প্রযুক্তি কিনলেই হয় না। সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে এমন মানুষ গড়ে তোলাই বেশি জরুরি। তবে এই পথ সহজ নয়, তা স্বীকার করাও জরুরি। একটি বিশ্লেষণ মনে করিয়ে দেয়, শুধু কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করাই যথেষ্ট নয়। প্রোগ্রামিং শেখানোর মতো প্রশিক্ষিত শিক্ষক জোগাড় করাই আসল চ্যালেঞ্জ। এই

জ্বালানি প্রশ্নে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে

মারুফ মল্লিক

দেশ জ্বালানি সংকটের মুখে পড়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ নেই। একসময় প্রচার করা হতো– ‘দেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে’। এখন নিয়মিত গ্যাসই পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, সংকট নিরসনে সময় লাগবে। আমরা কেন এ পরিস্থিতিতে উপনীত হলাম? উদার পিণ্ডি বুধের ঘাড়ে না চাপিয়ে প্রকৃত সংকট কোথায়– খতিয়ে দেখা দরকার। কারণ জ্বালানি নিরাপত্তা যে কোনো দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চিত ও নিরাপদ জ্বালানি সরবরাহ না থাকলে জাতীয় নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়তে বাধ্য।

মনে রাখা জরুরি, কঠিন সংকটময় সময়ে বিএনপি সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার অর্থনীতিকে ফোকলা করে দিয়ে পালিয়েছে। সীমাহীন দুর্নীতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়েছে। লুটপাট, ভদ্দুর ও স্ববির অর্থনীতিকে সচল করার দায়িত্ব বর্তেছে বিএনপি সরকারের ওপর।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গঠিত অর্থনীতি বিষয়ক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনমতে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে। প্রতিবেদন প্রণয়নকালীন বাজারদরে এর পরিমাণ ছিল ২৮ লাখ কোটি টাকা (সমকাল, ২ ডিসেম্বর ২০২৪)।

আমাদের দুর্বল ও ছোট আকারের অর্থনীতির জন্য এটা বিশাল ধাক্কা। আরও ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা। দুর্নীতি রোধ করতে গিয়ে অর্থনীতিকেই স্ববির করে দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে; সরকারকে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলা করতে হচ্ছে, আনেকদিকে আন্তর্জাতিক সংকটের ঘানিও টানতে হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সময়সাপেক্ষ এবং সহজসাধ্য কর্ম না। এ জন্য লাগবে সময়, সমন্বোপযোগী নীতি ও ঊর্ধ্ব। স্বল্প মেয়াদের নীতিতে সাময়িক কিছু সমস্যার সমাধান করা যাবে; দীর্ঘমেয়াদি নীতি ছাড়া টেকসই সুফল পাওয়া যাবে না।

ওয়ামী লীগ সরকারের অনিয়ম ও অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার ফল আমরা ভোগ করছি জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে। আওয়ামী লীগের আমলে উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এটা ছিল জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর ও উচ্চমূল্যের। সুপরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানো হয়নি। ভারতীয় কোম্পানি আদানি থেকে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ কেনা হয়েছে। সবাই যখন নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে, তখন কয়লা ও গ্যাসনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অথচ ভারত ও পাকিস্তান ঠিকই নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে এগিয়ে গেছে। পাকিস্তানে ৬৪ শতাংশ বিদ্যুৎ আসে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে। যে কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ভারত ও পাকিস্তানকে খুব বেশি বিপাকে ফেলতে পারেনি।

চম্বিশের গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে বিশেষ কিছু

করা হয়নি। বরং ৩১টি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং একটি এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কাজ বাতিল করা হয়েছে। ঠিক আছে— আওয়ামী লীগ ওই টার্মিনাল স্থাপনে দুর্নীতি করেছে। তাই বলে প্রকল্প বাতিল করতে হবে? পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুনভাবে টার্মিনাল স্থাপন বা সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো এগিয়ে নেওয়া যেত। একদিকে আওয়ামী লীগের অনিয়ম, অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের অদূরদর্শিতার পর বিএনপি সরকারকে এখন দেশকে অতল গম্বীর থেকে টেনে তুলতে হচ্ছে। সম্ভবত সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১০ বছরের জ্বালানি পরিকল্পনা প্রকাশ করবেন। এতে জ্বালানি সংকট সমাধানের স্থায়ী ও টেকসই প্রস্তাবনা থাকতে পারে।

এখনকার মূল সংকট হচ্ছে গ্যাসের পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। আমাদের গ্যাস আমদানি পুরোপুরি হরমুজ প্রণালিনির্ভর। কিন্তু ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের কারণে প্রণালিটি বন্ধ। এলএনজি আমদানির জন্য কাতার ও ওমানের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে বাংলাদেশের। কাতারের বেশ কিছু গ্যাসক্ষেত্র ইরানের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেখান থেকে আগের মতো সরবরাহ মিলছে না। শুধু বাংলাদেশ নয়; অন্যান্য ক্রৈতাও কাতার থেকে গ্যাস পাচ্ছে না।

বাংলাদেশ চাইলেও এখন অন্য দেশ থেকে জরুরি ভিত্তিতে গ্যাস আমদানি করতে পারছে না। বিক্রেতা দেশগুলো দীর্ঘ মেয়াদে চুক্তিতে থাকা দেশগুলোকেই গ্যাস সরবরাহ করছে। নতুন চুক্তিও সময়সাপেক্ষ। এর বিকল্প ‘স্পট মার্কেট’ থেকে ক্রয়। সে ক্ষেত্রে দামের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। স্পট মার্কেটে এখন প্রতি ইউনিট গ্যাস ২২-২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। গত সপ্তাহেও ছিল ১২-১৫ ডলার; আগামী সপ্তাহে ৩০ ডলারে পৌঁছাতে পারে। সরবরাহ ব্যবস্থায় ছেদের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এ মূল্য কোথায় গিয়ে থামবে, বলা মুশকিল।

বর্তমান সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে আমাদের জ্বালানি নীতি প্রণয়নে অদূরদর্শিতা। সরকার আসে সরকার যায়, কিন্তু জ্বালানি সংকটের সমধান হয় না। স্বল্প মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত না হলে এ সংকটের সমাধান হবে না। উচ্চমূল্যে জ্বালানি সরবরাহও নিরাপদ জ্বালানি নিশ্চিত করে না। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের জ্বালানি খাত গভীর চক্রে আটকে আছে; উত্তরণের পথ খোঁজা হয়নি। সাময়িক সমাধানের নামে জ্বালানি ব্যয় বাড়ানো হয়েছে; মানুষের ব্যয় বেড়েছে।

এ অবস্থায় আমাদের ভবিষ্যতের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী ও টেকসই সমাধান বের করতে হবে। আপাতত জ্বালানি সংগ্রহ করে সাময়িক সমাধান করে দীর্ঘমেয়াদে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

পাশাপাশি সরকারকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সংকটের সমাধান করতে হবে। কারণ জ্বালানি সরবরাহ ও নিরাপত্তার সঙ্গে ভূ-রাজনীতিও গভীরভাবে যুক্ত। তাই খুব বেশি আমলা ও বিশেষজ্ঞনির্ভর না হয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই নিতে হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও অ্যাডজাক্ট ফ্যাকাল্টি, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

ফিরাস দাবাঘ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী যুগটি মূলত আদর্শবাদ দ্বারা চালিত ছিল, যা একটি সূদৃঢ় বহুমুখী আন্তর্জাতিক সংস্থা ও পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। তবে সেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এখন চূড়ান্ত ঐতিহাসিক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদের পররাষ্ট্রনীতিতে যে নতুন ধারা দেখা যাচ্ছে; যা একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত, লেনদেনমূলক জাতীয়তাবাদ এবং ঐতিহাসিক মিত্রতার নতুন হিসাব-নিকাশ দ্বারা চিহ্নিত—তা আগের আন্তর্জাতিক নীতি ও রীতি থেকে এক বড় ধরনের বিচ্যুতি নির্দেশ করে। চাপ সৃষ্টির রাজনীতি ও কৌশলী প্রচারমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের সংমিশ্রণে তৈরি এই নীতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জন্ম দিয়েছে এক নতুন ধারণার: ট্রাম্পবাদ।

জাতীয় সার্বভৌমত্বের জোর দাবি এবং এস্টাবলিশমেন্ট-বিরোধী সুরকে একত্র করে ট্রাম্পবাদ সুনির্দিষ্টভাবে সেই মূল ভিত্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে, যা বহু প্রজন্ম ধরে বিশ্ব-শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছিল। এর মূলকথা হলো, পশ্চিমা আধিপত্যশীল বৈশ্বিক নেতৃত্বের গ্র্যান্ড পরিকল্পনা থেকে সরে এসে একটি বিকেন্দ্রীভূত, স্বার্থকেন্দ্রিক এবং পুরোপুরি লেনদেনভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

প্রাতিষ্ঠানিক সংকট ও পদ্ধতিগত অচলাবস্থা

ট্রাম্পবাদের প্রভাবে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেই গভীর ধাক্কা লেগেছে। আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মগুলোতে মার্কিন প্রশাসন অভূতপূর্ব অনিশ্চয়তা ও আচরণগত দোলাচলের পরিচয় দিয়েছে। প্রায়ই তারা প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বিক চুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে নিজদের গুটিয়ে নিয়েছে। নেতৃত্বের এই অস্থির ধরন বৈশ্বিক শাসনের ভেতরের বড় দুর্বলতাগুলোকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার যে উদারপন্থি কাঠামো ছিল, তা দ্রুত ভেঙে পড়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলার সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে জাতিসংঘ, বিশেষ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ (ইউএনএসসি)। ট্রাম্পের নীতি নিরাপত্তা পরিষদের বৈধতা, প্রতিনিধিত্ব ও কার্যকারিতা নিয়ে আগে থেকে চলে আসা বিতর্ককে আরও ঘনীভূত করেছে। পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন, ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাতিষ্ঠানিক জড়তা এবং ওপনিবেশিক যুগের কাঠামোগত বৈষম্যের কারণে নিরাপত্তা পরিষদ আগেই পঙ্কু হয়েছিল—যেখানে সংস্কার আনার চেষ্টার চেয়ে অচলাবস্থা বেশি দেখা গেছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এমন প্রাতিষ্ঠানিক নিক্ষিপ্ততা বা সরে দাঁড়ানো পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে, যা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর স্বায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন সামনে এনেছে।

সমর্থকারী অবশ্য যুক্তি দেন যে ট্রাম্প প্রশাসন শুধু তাদের পছন্দের মিত্রদের সঙ্গে কাজ করে কিংবা নিজেদের অগ্রাধিকারের জায়গায় জাতিসংঘ মহাসচিবকে যুক্ত করে একটি সুনির্দিষ্ট, উচ্চপর্যায়ের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আনতে চেয়েছিল। সমালোচকরা এই

বাস্তবতা মেনে নিয়েই এগোতে হবে, সবাইকে তাড়াছড়ো করে কোডার বানানোর আবাস্তব স্বপ্ন না দেখিয়ে।

আমাদের জাতীয় বাজেট এবং নীতিমালায় ফাইবার অপটিক কেবল বা হার্ডওয়্যার কেনার মতো অবকাঠামোগত খাতে বরাদ্দ আছে। কিন্তু ‘মানবসম্পদের ডিজিটাল সক্ষমতা’ বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও সমন্বিত উদ্যোগ এখনো অপ্রতুল। এই মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। একটি সাম্প্রতিক বিশেষ প্রতিবেদনও একই কথা বলছে। বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের মূল চ্যালেঞ্জ এখন আর মোবাইল ফোন সংযোগের আওতা বাড়ানো নয়। মূল চ্যালেঞ্জ এখন মানসম্মত ইন্টারনেট, ডিভাইসের মালিকানায নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ এবং দক্ষতার ভিত্তিতে মানুষ যেন ডিজিটাল অর্থনীতির সুফল পায়। অবকাঠামো অনেকটাই তৈরি হয়েছে। এখন মানুষকে সেই প্রযুক্তি কাজে লাগাতে শেখাতে হবে।

আমার মতে, প্রযুক্তি আর মানুষের দক্ষতার এই ব্যবধান কমাতে না পারলে বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রগতির প্রতিটি সাফল্যের গল্পই আসলে অর্ধেক গল্প হয়ে থাকবে। সময় এসেছে ডিজিটাল লিটারেসিকে মৌলিক নাগরিক অধিকার ও জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার। জাতীয় বাজেটে ডিজিটাল সাক্ষরতার জন্য পৃথক ও পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ রাখতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কেবল মুখস্থনির্ভর তথ্যপ্রযুক্তি বই নয়, ব্যবহারিক সাইবার নিরাপত্তা ও প্রযুক্তির গঠনমূলক ব্যবহারের পাঠক্রম বাধ্যতামূলক করা দরকার। পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা ও প্রান্তিক জনগণের জন্য দেশব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা সময়ের দাবি।

প্রযুক্তিনির্ভর এই সময়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা কি শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার করেই সম্ভট থাকব, নাকি নতুন প্রযুক্তি তৈরি ও উদ্ভাবনের দিকেও এগোব? উত্তরটা নির্ভর করছে আজ আমরা কী পদক্ষেপ নিছি তার ওপর। ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়ানোর কাজ আর পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। দেরি হলে বিশ্বের প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে পড়ব, আর সেই অবস্থান ফিরে পাওয়া কঠিন হবে।

কীভাবে ট্রাম্পবাদ বিশ্বের বিপদ ডেকে আনছে



পদক্ষেপগুলোকে বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার চেয়ে তাৎক্ষণিক জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার কৌশল হিসেবে দেখছেন।

বহুমেক্র ও আঞ্চলিক বিশ্বব্যবস্থার উত্থান

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বমোডেলগিরির ভূমিকা থেকে পিছিয়ে আসার ফলে যে ক্ষমতার শূন্যতা তৈরি হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক বিরাট পুনর্গঠন ঘটাচ্ছে। এই শাসনব্যবস্থার ঘাটতি মেটাতে এখন মাঝারি সামরিক-অর্থনৈতিক শক্তির দেশগুলো এবং আঞ্চলিক জোটগুলো সামনের সারিতে চলে আসছে। তারা এমন কিছু আঞ্চলিক কাঠামো ও ইন্সটিটিউক জোট গঠন করতে শুরু করেছে, যা প্রাখাগত পশ্চিমা-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকল্প বা শক্তিশালী পরিপূরক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

বিশ্বরাজনীতির এই মোড় পরিবর্তন ট্রাম্পের রেখে যাওয়া অবদান নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এক তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেকের মতে, বহুমুখী আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের এভাবে সরে আসা সামগ্রিক নিরাপত্তাব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করেছে। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, দুর্বল হতে থাকা পশ্চিমা নেতৃত্ব দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত প্রতিযোগিতা, আঞ্চলিক অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে এক বিপজ্জনক শূন্যতার পথ তৈরি করে দিয়েছে।

পরশক্তির নতুন সংজ্ঞা

অনিশ্চিত কূটনীতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা, প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতার চেয়ে জাতীয় সমৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে পরম জাতীয় সার্বভৌমত্ব জাহির করার মাধ্যমে ট্রাম্পবাদ মূলত এই আধুনিক যুগে একটি পরশক্তি কীভাবে তার প্রভাব বা সক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, তার সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে।

সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি এক অমলিন ছাপ রেখে যাবে। উদার বৈশ্বিকব্যবস্থার মূল ভিত্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে এটি চিরতরে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে দেবে—যা বিশ্বকে ঠেলে দেবে বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিকতাবাদ এবং নতুন এক বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার সন্ধানে ভরা নতুন একটি যুগে। জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক, আলজাজিরা থেকে নেওয়া

জুলাইয়ের দুই মুখ: অধিকার আন্দোলন ও সহিংসতার রাজনীতি

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

জুলাই কি শুধু আন্দোলন, নাকি এর পেছনে ছিল বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিকল্পনা? ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। শুরুতে এটি ছিল মূলত একটি ছাত্র আন্দোলন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয় এবং একপর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তনের পথ তৈরি করে। প্রশ্ন হলো, জুলাই কি কেবল একটি স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলন ছিল, নাকি আন্দোলনের কোনো পর্যায়ে এর সঙ্গে বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও সংগঠিত কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়েছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে জুলাইয়ের ঘটনাগ্রবাহ একপাক্ষিকভাবে দেখার সুযোগ নেই। আন্দোলন দমনে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অতিরিক্ত ও বেআইনি বলপ্রয়োগের গুরুতর অভিযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে থানা, সরকারি স্থাপনা ও পুলিশের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর এসব ঘটনার স্বাধীন তদন্ত ও জবাবদিহির প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে।

তাই জুলাইকে শুধু ‘স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলন’ কিংবা ‘বিপরীতভাবে শুধু ‘রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’ হিসেবে চিহ্নিত করলে পুরো বাস্তবতা বোঝা সম্ভব নয়। বরং অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত, কোন পর্যায়ে একটি ন্যায় আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠন, সহিংসতা এবং ক্ষমতার পরিবর্তনের কৌশল যুক্ত হয়েছিল।

জুলাই-আগস্টের ঘটনাগ্রবাহে পুলিশের ওপর হামলা ও পুলিশ সদস্যদের হত্যার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২১ জুলাই থেকে ১৪ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হন। তাঁদের মধ্যে ২১ জন ছিলেন কনস্টেবল। শুধু ৪ ও ৫ আগস্টেই যথাক্রমে ১৪ ও ২৫ জন পুলিশ সদস্য নিহত হন। সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানায় হামলায় ১৫ জন পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে।

কোনো রাজনৈতিক মতে, স্ফোভ বা আন্দোলনের দাবিই পুলিশ সদস্যকে হত্যা,



থানায় হামলা, অস্ত্র লুট কিংবা সরকারি স্থাপনায় অগ্নিসংযোগকে বৈধতা দিতে পারে না। ৫ আগস্ট ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ স্থাপনায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি অংশ উদ্ধারের তথ্যও প্রকাশিত হয়।

এসব ঘটনা কেবল আইনশৃঙ্খলার অবনতি নয়, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও নাগরিক জীবনের জন্যও বড় ধরনের হুমকি। এসব অপরাধের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের আইনের আওতায় আনা জরুরি।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অতিরিক্ত ও নির্বিচার বলপ্রয়োগের অভিযোগও সমান গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা প্রয়োজন। জাতিসংঘের

অনুসন্ধানে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের কারণে বহু মানুষের মৃত্যুর বিষয়টি উঠে এসেছে।

আইনের শাসনের মূল কথা হলো, অপরাধের বিচার ব্যক্তি বা পক্ষ দেখে হবে না। একজন আন্দোলনকারীকে বেআইনিভাবে হত্যা করা যেমন অপরাধ, তেমনি একজন পুলিশ সদস্যকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করাও অপরাধ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সহিংসতাও কোনোভাবেই বৈধ রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে না।

একটির বিচার চাইতে গিয়ে অন্যটিকে আড়াল করা ন্যায়বিচার নয়। সত্যিকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সব পক্ষের

অপরাধের নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন।

জুলাইয়ের পর বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে আরেকটি উদ্বেগজনক প্রবণতা দৃশ্যমান হয়েছে, তা হলো মবের হাতে বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কোনো ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মাজার কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেই দলবদ্ধ হামলা, ভাঙচুর বা শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা কোনোভাবেই ন্যায়বিচার হতে পারে না।

অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণ করবে তদন্ত। অপরাধের প্রমাণ মূল্যায়ন করবে আদালত। অপরাধী যে দলেরই হোক, তার বিচার একই আইনে হতে হবে।

মবের হাতে বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে শেষ পর্যন্ত কেউই নিরাপদ থাকে না। আজ যে জনতা

অন্যের বিরুদ্ধে আইন হাতে তুলে নিচ্ছে, কাল সেই একই পদ্ধতির শিকার হতে পারে তার নিজের মানুষও।

জুলাইয়ের সবচেয়ে বড় শিক্ষা শুধু ক্ষমতার পরিবর্তন নয়, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে পরিবর্তন করা যায়, সেটিও। একটি সরকার চলে গিয়ে আরেকটি সরকার ক্ষমতায় এলেই রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে যায় না।

দুনীতি, দখল, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, দলীয়করণ এবং মব সংস্কৃতি বন্ধ করতে হলে বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হবে। একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে স্বাধীন তদন্ত, ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক জবাবদিহি।

মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত কিংবা দেশের ইতিহাস নিয়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। গণতান্ত্রিক সমাজে মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে বিতর্ক হবে গবেষণা, যুক্তি ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে। ভাঙচুর, অপমান কিংবা সহিংসতার মাধ্যমে নয়।

একটি জাতির ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন তোলা অপরাধ নয়, কিন্তু ইতিহাসের স্মারক বা জাতীয় প্রতীক ধ্বংস করে মত প্রকাশ কোনো সুস্থ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিচয় হতে পারে না।

জুলাইয়ের শহীদদের প্রতি সত্যিকারের সম্মান কেবল স্মরণসভা, স্লোগান কিংবা রাজনৈতিক বক্তব্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাঁদের আত্মত্যাগের মর্যাদা তখনই রক্ষা হবে, যখন বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে, যেখানে অন্যায়ের বিচার হবে, কিন্তু মবের হাতে নয়; অপরাধের শাস্তি হবে আদালতে, প্রতিহিংসার মাধ্যমে নয়; আর রাজনৈতিক পরিবর্তন আসবে জনগণের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, সহিংসতার মাধ্যমে নয়।

জুলাইয়ের প্রকৃত শিক্ষা তাই কোনো দল বা ব্যক্তির জয়-পরাজয়ের গল্প নয়। এটি একটি রাষ্ট্র কীভাবে অন্যায়, সহিংসতা ও প্রতিহিংসার চক্র থেকে বেরিয়ে আইনের শাসন, মানবিক মর্যাদা ও গণতন্ত্রের পথে এগোতে পারে, সেই প্রশ্নও সামনে নিয়ে এসেছে।

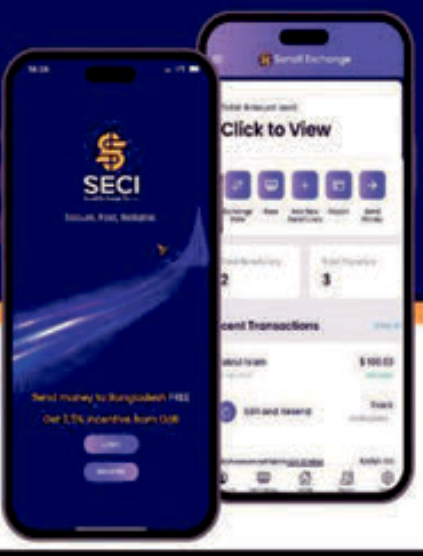
দল নয়, ব্যক্তি নয়, মব নয়। শেষ কথা হোক আইন, ন্যায়বিচার এবং মানুষের মর্যাদা।



SECI

Secure, Fast, Reliable.

Sonali Exchange Co. Inc.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জ আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রক্স শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590			

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DE&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789



শিল্পের শক্তি সীমাহীন; তাকে কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যম বা ভৌগোলিক গণ্ডিতে আটকে রাখা যায় না। ক্যানভাসের রঙ ও তুলির আঁচড় যখন মানুষের চলন ও ব্যক্তিত্বের সাথে মিশে যায়, তখন উন্মোচিত হয় শিল্পের এক গতিশীল ও ত্রিমাত্রিক রূপ। আধুনিক নান্দনিকতায় পোশাক আর কেবল পরিধেয় নয়, বরং তা হয়ে ওঠে এক জীবন্ত ক্যানভাস—যা সংস্কৃতিকে ধারণ করে এবং অনুভূতির গভীরে স্পর্শ করে। আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের সুবিশাল অঙ্গনে দৃশ্যশিল্প (ফাইন আর্টস) ও উচ্চমানের দর্জিশিল্প বা ‘ক্যুতুর’-এর এমন এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রবাসের মাটিতে দেশীয় ঐতিহ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন বিশিষ্ট শিল্পী ও ফ্যাশন ডিজাইনার ফাতিমা ফারজানা। পাশ্চাত্যের চারুকলা ও ফ্যাশনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর নকশায় এনে দিয়েছে বিরল নান্দনিকতা ও ভারসাম্যপূর্ণ শিল্পবোধ। স্বদেশের শিকড়ের টানে তিনি আজ বিশ্বমঞ্চে পরম গর্বের সাথে তুলে ধরছেন বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী মসলিন, রাজশাহী সিল্ক, ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও লোকজ মোটিফ। তাঁর নিজস্ব ব্র্যান্ড ভাবনা ‘Canvas to Couture’ কেবল একটি বাণিজ্যিক নাম নয়; এটি ফাইন আর্টস এবং রেড-কাপেটি ফ্যাশনের মধ্যে চলা এক গভীর সংলাপ। ক্যানভাসের স্থির রঙ কীভাবে রক্তমাংসের শরীরে প্রাণ পায়, তা-ই প্রতীয়মান হয় তাঁর সৃষ্টিতে। ক্যানভাস থেকে ক্যুতুরের এই অভাবনীয় শিল্পিত রূপান্তর নিয়েই উত্তর আমেরিকার ‘শিল্পঘর’ পাতার আজকের এই বিশেষ পর্যালোচনা। ধন্যবাদান্তে-রোকেয়া দীপা

তুলির স্পর্শে ফ্যাশনের রঙ: শিল্পী ফাতিমা ফারজানা



ফাতিমা ফারজানার শিল্পীসত্তার মূল শিকড় খুব গভীরে প্রোথিত চারুকলা বা ফাইন আর্টসে। শৈশব থেকেই সাদা ক্যানভাস, তেলরং, তুলি, প্যালেট নাইফ আর ভাস্কর্যের সাথে গড়ে উঠেছিল তাঁর নিবিড় আত্মিক সখ্যা। তিনি জানান, ক্যানভাসে রঙের পর রঙ চাপিয়ে নতুন রূপ সৃষ্টির মাঝেই তিনি খুঁজে পেতেন আত্মপ্রকাশের আনন্দ। তবে ক্যানভাসে নিয়মিত ছবি আঁকার পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই তাঁর অবচেতন মনে কাজ করত এক প্রচ্ছন্ন ফ্যাশন-ভাবনা। নিজের কিংবা পরিবারের সদস্য ও বান্ধবীদের সাধারণ পোশাকে ছোট ছোট রূপান্তর আনা ছিল তাঁর শৈশবের এক আনন্দঘন চর্চা। ঈদের দিন কিংবা পারিবারিক অনুষ্ঠানে কেনা পোশাকের নকশায় হয়তো তিনি নিজের হাতে তৈরি কাপড়ের একটি ফুল বসিয়ে দিতেন, যুক্ত করতেন রঙিন ফিতা, কিংবা জামার হাতার কাটিংয়ে আনতেন এমন বৈচিত্র্য—যা মুহূর্তেই পোশাকটির পুরো রূপ বদলে দিত। চারপাশের মানুষের সেই রুচিশীল কাজের প্রশংসা পাওয়ার মধ্য দিয়েই অলক্ষ্যে রোপিত হচ্ছিল আজকের প্রতিষ্ঠিত ফ্যাশন ডিজাইনার হয়ে ওঠার বীজ।

একজন চিত্রশিল্পী যখন কোনো স্ফেবদ্ধ ক্যানভাসে ছবি আঁকেন, সেই চিত্রকর্মটি দেয়াল বা গ্যালারিতে চিরকাল স্থির হয়ে থাকে। দর্শক সেখানে দাঁড়িয়ে একমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে তা উপভোগ করেন। কিন্তু একজন মানুষ যখন চারুকলার নান্দনিক ছোঁয়াযুক্ত কোনো পোশাক পরিধান করেন, তখন সেই শিল্পকর্মটি আর দেয়ালে আটকে থাকে না; তা পরিধানকারীর শারীরিক চলন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সাথে তাত্ক্ষণিকভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ফাতিমা ফারজানার দর্শনে ফ্যাশন হলো শিল্পেরই এক গতিশীল বা ‘মোবাইল’ রূপ। তিনি বলেন, “গ্যালারির চার দেয়ালের আবদ্ধ গণ্ডি থেকে শিল্পকে বের করে এনে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারা, সামাজিক উদ্‌যাপন ও রানওয়েতে ছড়িয়ে দেওয়াই আমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।”

তবে, ক্যানভাসের স্থির ছবি থেকে কাপড়ের গতিশীল পোশাকে এই রূপান্তরের যাত্রা সহজ নয় বলে-জানান তিনি।

তাঁর মতে, ক্যানভাসে কাজের সময় শিল্পীকে কেবল দ্বিমাত্রিক স্পেস, রঙের কম্পোজিশন ও আলো-ছায়ার সমীকরণ ভাবতে হয়। কিন্তু সেই একই শিল্পকলাকে যখন পোশাকে রূপ দিতে হয়, তখন ডিজাইনারকে ভাবতে হয় মানুষের এনাটমি, কাপড়ের স্বাভাবিক পতন বা ড্র্যাপিং, ত্রিমাত্রিক ভলিউম, আলোর প্রতিফলন এবং হাঁটার সময় কাপড়ের গতিশীল সিলুয়েট নিয়ে।

এই কৌশলগত ও নান্দনিক রূপান্তরই ফাতিমা ফারজানার কাজকে সাধারণ পোশাকের স্তর পেরিয়ে কালজয়ী শিল্পকলার রূপ দান করেছে।

যেকোনো কালজয়ী শিল্প সৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে শিল্পীর আবেগঘন স্মৃতির ছায়া। ফাতিমা ফারজানা জানান, তাঁর আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ক্যারিয়ারের অন্যতম প্রধান মাইলফলক ছিল ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত ‘DMV Awards & Fashion Show Gala’।

আন্তর্জাতিক ফ্যাশন পরিমণ্ডলের এই বৃহৎ আয়োজনে তিনি উপস্থান করেছিলেন তাঁর বিশেষ ১৫টি ক্রিয়েটিভ কালেকশন। যার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন, বহুল আলোচিত এবং শো-স্টপার ছিল একটি ঐতিহ্যবাহী সুবিশাল লাল গাউন। এই রাজকীয় ক্যুতুর গাউনের গঠন ও নকশার পেছনে জড়িয়ে আছে তাঁর শৈশবের বৃড়িগঙ্গা তীরের এক রূপকথার মতো অমলিন ও মধুর স্মৃতি।

ফাতিমা ফারজানার কাছে ফ্যাশন কেবল পোশাক নয়, এটি শেকড়কে বয়ে নিয়ে চলার ক্যানভাস। আর এই লাল গাউনের গল্পটি গতকালের নয়, প্রায় দুই দশক আগের পুরান ঢাকার একটি বিকেলের।

ছোটবেলায় মায়ের হাত ধরে ফাতিমা ফারজানা প্রায়ই যেতেন পুরান ঢাকার বৃড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক নবাব বাড়ির প্রাসাদ ‘আহসান মঞ্জিল’-এ। প্রাসাদের সামনের খোলা সবুজ মাঠে বসে সময় কাটানো আর বিশাল গম্বুজ ও খিলানের দিকে বিম্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকার সেই স্মৃতি তাঁর অবচেতন মনে গভীরভাবে গেঁথে যায়। তিনি বলেন, “বছ বছর পর, দূর প্রবাসে বসে যখন এক সুবিশাল আন্তর্জাতিক



রানওয়ের জন্য বিশেষ থিমভিত্তিক কালেকশনের কথা ভাবছিলাম, তখন মননে দোলা দেয় শৈশবের সেই আহসান মঞ্জিল।”

তিনি তুলি ও রঙ হাতে নিয়ে গাউনের সুবিশাল লাল ক্যানভাসে নিজ হাতে একে একে একে তোলেন আহসান মঞ্জিলের অনন্য স্থাপত্যশৈলী—তার ঐতিহ্যবাহী খিলান, সুউচ্চ গম্বুজ আর নান্দনিক কাঠামো। পোশাকটির সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে তিনি অতি সূক্ষ্মভাবে সংযুক্ত করেন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার মূল চেতনা। গাউনের সাথে সংযুক্ত বিশাল ট্রেইল বা ওড়নায় সোনালি সূতা ও রঙের আলপনায় ফুটিয়ে তোলেন রাজকীয় ময়ূর এবং বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলার আকর্ষণীয় মোটিফ।

১৯ বছর বয়সী আন্তর্জাতিক মডেল সামান্ধা যখন এই সুবিশাল লাল গাউন পরে ধীরস্থির ও রাজকীয় ভঙ্গিতে ওয়াশিংটনের রানওয়েতে হেঁটে আসেন, তখন উপস্থিত দর্শক, সংবাদমাধ্যম ও বিশেষজ্ঞ বিচারকগণ কেবল একটি আধুনিক গাউন দেখেননি—তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন ক্যানভাসে রূপায়িত শতবর্ষী এক জীবন্ত ঐতিহ্যকে। প্রবাসে বসে মার্কিন মুলুকের বুকে দেশের ইতিহাস, স্থাপত্য ও জাতীয় প্রতীককে এভাবে তুলে ধরা ফাতিমা ফারজানার জীবনের অন্যতম গভীর সম্মান ও আনন্দের মুহূর্ত।

বাঙালি সংস্কৃতির শতবর্ষী ফ্যাশন ঐতিহ্যের কথা বলতে গেলে সবার আগে উচ্চারিত হয় বিলুপ্তপ্রায় রাজকীয় মসলিন এবং রাজশাহীর সূক্ষ্ম সিল্কের নাম। বোষ্টন, ওয়াশিংটন কিংবা নিউ ইয়র্কের মতো আধুনিক পশ্চিমা শহরে বসে এই প্রাচীন ফেব্রিকগুলোকে আন্তর্জাতিক ধারার সাথে সফলভাবে মেলানো এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। ফাতিমা ফারজানা এই ঐতিহাসিক ফেব্রিকগুলোকে কেবল সংরক্ষণ করতেই চাননি, বরং

বিশ্বমঞ্চে আধুনিক ফিউশনের মাধ্যমে নতুন রূপ দেওয়ার ব্রত নিয়েছেন।

এই দূরদর্শী ভাবনার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত ছিল তাঁর নকশা করা ‘Hermès-Orange Muslin Saree’। মসলিনের চিরন্তন মিহি বুনন, কোমলতা ও আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রেখেই তিনি এর ড্র্যাপিং ও কাটিংয়ে এনেছেন আমূল পরিবর্তন।

প্রথাগত শাড়ি পৌঁচিয়ে পরার বাইরে গিয়ে একে গাউন-সদৃশ ড্র্যাপিংয়ে রূপ দেওয়া হয়েছে, যাতে আধুনিক আন্তর্জাতিক রেড কার্পেটে যেকোনো দেশের নারী এটি স্বাচ্ছন্দ্যে পরতে পারেন। প্রথাগত ব্লাউজের বদলে কনটেম্পোরারি কাট, কাষ্টমাইজড অনুষ্ণ ও জ্যাকেট ব্যবহার করে পোশাকে আনা হয়েছে নতুন মাত্রা। এবং প্রথাগত প্যাস্টেল শেডের বাইরে গিয়ে বৈশ্বিক ফ্যাশন দুনিয়ার ট্রেন্ডি ও শক্তিশালী রঙ ‘Hermès Orange’ নির্বাচন করা হয়েছে। তবে দূর প্রবাস থেকে এই দেশীয় ঐতিহ্যভিত্তিক কাজ পরিচালনা করা মোটেও সহজ নয় বলে জানান তিনি। বাংলাদেশ থেকে সঠিক মানের খাঁটি মসলিন বা রাজশাহী সিল্ক সংগ্রহ করা এবং সুদূর থেকে কাপড়ের টেক্সচার যাচাই করা অত্যন্ত কঠিন।

তদুপরি, আন্তর্জাতিক পেশাদার মডেলদের শারীরিক গঠন দক্ষিণ এশীয়দের চেয়ে বেশ আলাদা। ফলে মূল কাপড়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় বজায় রেখে পশ্চিমা মডেলের দেহে তা নিখুঁতভাবে উপস্থাপনের জন্য কাঁধের গঠন ও সিলুয়েটে সূক্ষ্ম প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনতে হয়। এই কৌশলগত ও নান্দনিক চরসাম্য সফলভাবে বজায় রাখাই তাঁর প্রধান সার্থকতা।

আমেরিকান ও বৈশ্বিক ফ্যাশন অঙ্গনে ফাতিমা ফারজানার যাত্রাপ্রাণটি কী সহজ ছিল?

না! ছিল গভীর নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার। ‘ডিসি ফ্যাশন উইক’-এর মতো অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক



মঞ্চে জয়গা করে নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক বিচারকদের নজর কাড়া একজন প্রবাসী ডিজাইনারের জন্য বিশাল এক প্রাপ্তি হলেও কাজটা সহজ না।

তিনি জানান, পোশাকের প্রাথমিক স্কেচ, ফেব্রিক নির্বাচন, সেলাই ও অলংকরণ থেকে শুরু করে মডেল নির্বাচন এবং রানওয়ে প্রেজেন্টেশন—সীমিত একটি দল নিয়ে পুরো কাজটি তাঁকে একা হাতে সামলাতে হয়েছে।

তবে চারুকলা ও ফ্যাশনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর এই যাত্রাকে সুসংগঠিত করেছে। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ‘Torpedo Factory Art Center’ থেকে প্রথাগত তেলরং ও আধুনিক কম্পোজিশনের পাঠ তাঁর রঙের ব্যবহারে এনে দিয়েছে বিশেষ পরিপক্বতা। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাজ্যের ‘London School of Threads’ থেকে ফ্যাশন ডিজাইনের ওপর উচ্চতর কোর্স সম্পন্ন করেন এবং বিশ্বখ্যাত ক্যুতুর ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিশেষ মাস্টারক্লাস সম্পন্ন করেন।

শিল্পকলার এই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁকে শিখিয়েছে—পোশাকের কোথায় গাঢ় রঙ থাকবে, কোথায় আলো প্রতিফলিত হবে এবং কাপড়ের ভিন্ন টেক্সচার কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করবে। এই বিস্তৃত শিক্ষার জোরেই আজ ছোট্র ওয়াশিংটন ডিসিসহ উত্তর আমেরিকার ফ্যাশন অঙ্গনে ফাতিমা ফারজানা নিজের এক শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

ফাতিমা ফারজানার কালার প্যালেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি রোদ্দ ও গভীর রঙ ব্যবহারে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। তাঁর ডিজাইন দর্শনে সোনালি আভিজাত্য ও আলোর প্রতীক, রয়্যাল রেড শক্তি ও বাঙালি আবেগের প্রতীক, নেভি ব্লু সমুদ্রের প্রশান্তির প্রতীক এবং ব্রাইট অরেঞ্জ আধুনিক তরুণ মননের

প্রতীক হিসেবে ফুটে ওঠে।

তিনি জানান, যেকোনো নতুন কালেকশন তৈরির সময় তাঁর মননে কাপড়ের টেক্সচারের চেয়ে প্রথম যা কাজ করে, তা হলো একটি সুনির্দিষ্ট ‘গল্প’। তিনি প্রথমে ভাবেন—এই নতুন কালেকশনের মাধ্যমে তিনি দর্শককে কী বলতে চান। গল্পটি মনে দানা বাঁধার পর তিনি স্কেচ আঁকেন এবং সেই অনুযায়ী ফেব্রিক ও রঙ চয়ন করেন। নারীদের গাউন বা শাড়ির পাশাপাশি পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পাঞ্জাবি-শেরওয়ানিতেও তিনি আনছেন আধুনিক কাটের নতুন ফিউশন।

আগামী পরিকল্পনা নিয়ে ফাতিমা ফারজানা জানান, আগামী দিনে তিনি তাঁর মূল ব্র্যান্ড ‘Canvas to Couture’-কে এমন একটি বিশ্বমানের লাক্সারি ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান, যা আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশি কারুশিল্পের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব করবে। ইতোমধ্যে তিনি দুবাই এবং নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকের আগামী আসরগুলো থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বলে জানান।

উদীয়মান প্রবাসী শিল্পী ও নতুন প্রজন্মের ডিজাইনারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চে টিকে থাকার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো নিজের শিকড়, নিজস্ব সংস্কৃতি এবং সত্যিকারের একটি গল্প। অন্যের অনুকরণ না করে নিজের ঘরের গল্পটি ধৈর্য, সত্যতা ও পেশাদারির সাথে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। কাজের গুণগত মান ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখলে সাফল্য আসবেই।”

ফাতিমা ফারজানার এই ব্যতিক্রমী সৃষ্টিশীল যাত্রা কেবল ফ্যাশনের কোনো রাতিনীতি অধ্যায় নয়—এটি চারুকলা, ঐতিহ্য এবং প্রবাসে সাংস্কৃতিক আত্মপ্ররিচয় বাঁচিয়ে রাখার এক পরম নান্দনিক রূপান্তর। ক্যানভাস থেকে ক্যুতুরের এই পৌরবর্ময় জয়যাত্রা উত্তর আমেরিকার সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বময়।



কবির চল্লিশ পেরোনোর পর

অমিতাভ সরকার

এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণ
পরিশ্রম, চাওয়া-পাওয়া, মন- আবারও তাই

আগে অনেকেই ছিল
এখন গ্রহণ লাগলে হাত ধরার মতোও কেউ নেই

একটা বয়সের পর আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না
পুরোনো ব্যথা, প্রেম, ভুল- ভাবতে বিকেল শেষ হয়ে
সন্ধ্যা নেমে আসে

চুপ থাকা কষ্টকর
আবার চিৎকার করলেও...

কী কর্তব্য সেটাই যেখানে প্রশ্ন- সেখানে রোগ বাড়বে
ছাড়া কমবে না।

শ্রাবণ, তুমি এবং নিঃসীম সৌন্দর্য

মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

তোমাকে এক চোখে দেখি,
আরেক চোখে পাঠ করি
শ্রাবণ দিনের মেঘ...

ঘটা করে মেঘের আয়োজন করবে আকাশ,
আর বৃষ্টির আনন্দ নেবে না মাটি—
এমনটা কি মেনে নেওয়া যায়?
অবশ্য তোমার পছন্দের ফুল কদম,
আর কদম ফুলের পছন্দ বৃষ্টিম্নাত বিকেল;
অথচ কী অদ্ভুতভাবে পাহাড়ি ঢালে বরনা নামে,
সমতলে নেচে ওঠে সবুজের হৃৎপিণ্ড!

তোমাকে এক চোখে দেখি,
আরেক চোখে পাঠ করি
শ্রাবণের খোলা বুক—নিঃসীম সৌন্দর্য...

নিষিদ্ধ জার্নাল

অলোক আচার্য

আমার বুকের পাজর ভেঙে
প্রতিদিন নিষিদ্ধ হয় এক একটি শব্দ,
শহরের উন্মুক্ত বাতাসে ওড়ে দ্বিখণ্ডিত আয়ু।
অলিগলিতে পড়ে থাকে কত শত নিষিদ্ধ যন্ত্রণা,
ময়লার ভাগাড়ে কখনো কখনো পাওয়া যায়
বেশ্যার শাপ;
কবিতার খাতায় জমা হতে থাকে অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস!
ধবধবে সাদা পালকে ঢাকা জ্যেৎম্নারাত—নিষিদ্ধ
নগরীর জার্নাল,
ঘরপালানো কিশোরের আনাগোনা বাড়ে পার্কের বেঞ্চিতে;
বুকে সব নিষিদ্ধ মুহূর্তের স্মৃতি জমা হয়ে সারিবদ্ধ দাঁড়ায়।

সম্পর্ক

অনিক খুরশীদ

চৈত্র এবার কাঠফাটা হলো না,
দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো—
কারো কোনো পানির পিপাসা পেল না।
গভীর রাত হলেও তবু আমি অপেক্ষায় থাকি,
কেউ একজন বলুক—আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।

গাঢ় কাজল হয়ে থাকতে পারিনি কারো চোখে,
হতে পারিনি কারো ভালোবাসায় নির্ভরতার হাত।
আমাকে দেখে যে মেয়েটা মুচকি হাসি লুকায়,
সেই আবার ভালোবেসে আমাকে গোপন করে তার হৃদয়ঘরে।

সম্পর্কের টানাপোড়েনের সুতো জোড়া লাগাতে লাগাতে—
যে মেয়েটা গভীর রাত জেগে থাকে,
আমি হয়তো জড়িয়ে আছি তার ঝাপসা চোখের জলে।

ভালোবাসার বংশীনগর

সাজ্জাদুর রহমান

একটা প্রশ্নবোধক বুড়ে আঙুল
খুব জ্বালাচ্ছে,
ছুরির মতো অদৃশ্য কাটাকুটি চলছে অন্তহীন।

পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ—
প্রতিপক্ষ, প্রতিপক্ষ—ছিঁড়ে দেয় নিস্করতার সমীকরণ!
জলোচ্ছ্বাসে ছেয়ে যায় শরীরের ঘুপচি গলি,
অন্তহীন ভালোবাসার বংশীনগর।

চাপ চাপ রক্তের ভেতর দলা দলা প্রশ্ন,
উত্তর খুঁজে খুঁজে বিশ্ময়চিহ্নে হতবাক!

চোখের গভীরতা কত?

হাসান মাহমুদ

দুই চোখে নোনা জলের দুটি সমুদ্র,
অতল জল—চেউহীন গহনে;
উথলে পড়ে ফেঁটায় ফেঁটায়,
হাজার বছরের কান্না জমা এখানে।

ভাষাহীন চোখ, তবু কত কথা বলে!
কত না-বলা কথা লুকায় আঁখিতে,
কত জল, কত ছল—
কত কী জমে থাকে চোখের মণিতে!

প্রেমসীর চোখের গভীরতা মেপে দেখো,
নয়নের কাজলে নামে রাতের অন্ধকার;
চোখের পাতায় এক মায়াবী নেশা,
দৃষ্টির গভীরে সৃষ্টির রহস্য অপার।

কত স্মৃতি—কত কালের সাক্ষী হয়ে,
কত সুখ-দুঃখ নীরবে করে ভিড়;
কত স্বপ্ন হারিয়ে যায়—
এই ছোট কোটর কতটা গভীর?

আসমুদ্রহিমাচল

আইনাল হক

যদি দেখি দূরত্ব ভালোবাসা কমিয়েছে, তবে কি ধরে
নিতে পারি না—আসলে ভালোই বাসোনি? মানুষ
অভিনয়ে সেরা; নানান বাহানায় অজুহাতের লম্বা
ফিরিস্তি দাঁড় করায়, ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজের পক্ষে
মিথের বেসাতি সাজায়।

ভালোবাসাকে সীমানায় আটকে রাখা যায়, বলো? তার
স্বতন্ত্র পরিস্ফুটনে উদ্ভাসিত হয় নদী, মাঠ, ফসল,
কৃষাণির উঠান; তার ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে
আসমুদ্রহিমাচল। এমনকি কাঁটাতারের সীমানাপ্রাচীরও
সে টপকে যায় অনায়াসে। কেবল তোমার বেলায় যত
সীমাবদ্ধতা!



তুমি এবং প্রেম

দীপংকর কুমার চৌধুরী

তুমি কাটা শশীর কান সেলাই করছ—
রাত্রির মাচানে বসে,
সুদূর মেঘপুঞ্জ থেকে হাতে নামিয়ে।

রাঁধুনির বেশভূষায় সৃষ্টি করছ প্রেম—ভোজনপাত্রে,
রূপবতী স্রষ্টা সৃষ্টি সন্ভার—বেড়ে দাও—পাতে,

চুলার ঠোঁটে ধোঁয়া-ওঠা পাতিল থেকে।

তোমার উঠোনে ফুটন্ত ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক,
তারাও তাকিয়ে আছে হৈশেলে—
অভুক্ত সন্তানের জঠরদেশে—বেদনার মতন।

তুমি এবং প্রেম—০১ হৈশেলে নাগরিক—যাকে খুঁজি শতাব্দী ধরে—
ঋতুচক্রের আবর্তনে—ভবের দুয়ারে।।

হরিলুট

শাহীন সুলতানা

চারপাশে যেন হরিলুট,
লুট হয়ে যাচ্ছে ভালোবাসা, মায়ামমতা—
আর মনুষ্যত্বের শেষ পারদটুকুও।
আজকের মানুষ যেন শিকড়হীন গাছ,
অকেজো ব্যারোমিটার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সামনে।

দরজার ওপাশে কেবলই ব্যস্ততার কোলাজ,
মানবিকতার বুঁদবুঁমিটা অদৃশ্য খাঁটায় বন্দি।
অমীমাংসিত অঙ্কের মতো সম্পর্কেরা
চাপা পড়ে যায় মিনিটে মিনিটে।

অন্যায় দেখেও মানুষ নির্বিকার—
অনুভূতিহীন কোনো দর্শক যেন;
বিবেক বিলীন হতে হতে কখন যে হয়ে উঠছি
ঝরে পড়া শুকনো বাঁশপাতা!

মাতুলালয়

বশির আহমেদ

মায়ের হাত ধরে মাতুলালয়ে যেতাম,
নানা-নানি খুব যত্ন করতেন।
বৈশাখী আম, কাঁঠাল আর নারকেলের আবরণ
সরিয়ে
বাটিভর্তি দুধের সাথে মিশিয়ে দিতেন নরম
শাঁস—
আমি যেন ছিলাম একচিলতে সুখ!

পিতৃগৃহে ফেরার সময় হলে,
মা দাঁড়িয়ে যেতেন বেলী খালার কবরে;
একটি ফুলগাছ দিনরাত, ছায়া হয়ে থাকে।
মায়ের চোখে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বর্ষা।

কিছু মরসুমী শস্য মায়ের হাতে তুলে দেয়,
নানি দাঁড়িয়ে থাকে, যতক্ষণ না তাঁর চোখ থেকে
মুছে যায় আমাদের ছায়া।

গন্তব্য

মোঃ রহমত আলী

পথ বন্ধ হলে নতুন রাস্তা খুলে যায়,
রাস্তা ভুলে গেলে চেনা চোখ খুলে যায়,
চোখ বন্ধ করে চাইলে গন্তব্য দেখা যায়।

ঝড় উঠলে বহু শুকনো পাতা ঝরে যায়,
আশ্রয় ভেবে রাখা আশ্রম ভেঙে যায়,
তুফান থেমে গেলে আসল দরদি চেনা যায়।

সূর্য ডুবে গেলে নিজের ছায়াও হারিয়ে যায়,
আলো খুঁজে পেলে কালবৈশাখী মেঘ কেটে যায়,
সময়ের হাওয়ায় জীবনের দিশাও বদলে যায়।

মুখ খুললে মানুষের মুখোশ খুলে যায়,
চুপ করে থাকলে ভেতরের রূপ দেখা যায়,
মুখ চিনে নিলে তবেই চলার পথ সহজ হয়ে যায়।

নারায়ে তাকবীর
আলাহ আকবর

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে রেসালাত
ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)

আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)
আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ (সঃ)

পবিত্র

ঈদ-এ-মিলাদুন-নবী

সাম্রাষ্ট্রাহ আলাইহি ওয়াহাল্লাম

মাহফিল

ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, রবিবার, বাদ আছর
স্থান: নবান্ন পার্টি হল, জ্যাকসন হাইটস, কুইন্স, নিউ ইয়র্ক

প্রধান অতিথি
মাওলানা ড. সাইয়িদ এরশাদ আহমেদ আল বোখারী
আওলাদে রাসূল (সঃ) ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর, বাংলাদেশ

প্রধান বক্তা
ড. মুফতী সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারী
খতিব, বেলাল মসজিদ, নিউক্যার্ক, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক।

সভাপতিত্ব করবেন
আল্লামা জালাল সিদ্দিকী
প্রতিষ্ঠাতা গাউছিয়া জামে মসজিদ ব্রুকস, সাবেক সভাপতি- ওলামা সোসাইটি, ইউএসএ.

নাত
পরিবেশন
হাফেজ মুহিত জামান

আহ্বায়ক:
আলী আকবর (বাপ্পী)
203-918-8005

যুগ্ম আহ্বায়ক:
ইকবাল হোসাইন
মহিউদ্দিন চৌধুরী খোকন
মোজাদির বিল্লাহ

প্রধান সমন্বয়কারী
মীর কাদের রাসেল

সমন্বয়কারী
মোহাম্মদ সরওয়ারুল আলম
মোহাম্মদ ফরহাদ

কোষাধ্যক্ষ:
মোহাম্মদ গোলাম নবী হোসাইন
হারুন মিয়া
নুরুল হক

সদস্য সচিব:
মাওলানা আইয়ুব আনছারী
917-500-5375

যুগ্ম সদস্য সচিব:
ইকবাল হোসেন ভূইয়া
মোহাম্মদ জামান
আব্দুল হামিদ
মুহাম্মদ দিদার

প্রধান উপদেষ্টা: শাহজাহান সিরাজী

উপদেষ্টা: নুরুল আলম নুর, মেহবুবুর রহমান বাদল, আহসান হাবীব, সাইয়েদুল আলম, সারওয়ার জামান চৌধুরী সিপিএ, ডা. সেলিম হোসাইন, হাসান চৌধুরী, জসীম উদ্দিন, শফিউল আলম, শাহজাহান মাহমুদ, আকবর আলী, দিদার চৌধুরী নিউজার্সি, কাজী মোবাহ্বের হাশেমী, আব্দুর রফিক (অটলান্টিক সিটি), নাছির উদ্দিন আহমেদ।

সার্বিক সহযোগীতা: আলহাজ্ব এম এ জাকর, মাকসুদুল হক চৌধুরী, মুজিবুল হক, আবু বক্কর কাজল, সাইফুদ্দিন খান স্বপন, জাকর চৌধুরী, খোকন কে চৌধুরী, মাসুদ সিরাজী, সুমন উদ্দিন, এবিএম মিন্টু, নুরুল্লাহ, আবু বক্কর ছিদ্দিক রুবেল (কানেক্টিকাট), আব্দুল কাদের (কানেক্টিকাট), আব্দুল হালীম মেজবাহ, মো: আনোয়ার চৌধুরী, একে এম মেজবাহ (কানেক্টিকাট), মোস্তাক জামান (কানেক্টিকাট), মোহাম্মদ ছালাম (কানেক্টিকাট), আইয়ুব চৌধুরী (কানেক্টিকাট), মোহাম্মদ আমিনুল হক, মোহাম্মদ আবু তালেব, অকতারুল আযম, জাহিদুল আলম, মো: শওকত আলী, মোহাম্মদ জে আবেদীন আতিক, তোহিদ মাহবুব মুন্না, মোহাম্মদ কাশেম, মোহাম্মদ তালেব।

Eid-E-Miladun-Nabi (SM)

Organizing Committee of North America, Inc.



GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE**
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সম্বন্ধে সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE

71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE

3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE

170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE

516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com



CENTERLIGHT Healthcare PACE

হতে পারে।

আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।

আপনার PACE®-এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org



Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ডায়ায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ—

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org



RESTORATION HOMECARE AGENCY



আমাদের **PCA** বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর

সেবা সমূহ:

LHSCA

PCA



RESTORATION HOMECARE AGENCY

রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

HEAD OFFICE

📍 170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432

☎ 917-300-6463, 516-744-7111

✉ essentialcareny@gmail.com



মিশিগানে লেবার ডে ফেস্টিভালে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটিতে প্রতিবারের মতো এবারও তিন দিনব্যাপী লেবার ডে ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫, ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এবারের উৎসব ছিল ৪৬তম আয়োজন। শহরের ডাউনটাউনের জোসেফ ক্যাম্পু সড়কে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী এ উৎসবে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

কর্মজীবী মা-বাবার তহবিল থেকে অভিভাবকদের ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা

অভিজিৎ দে

ট্রাম্প প্রশাসন বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে একজন অভিভাবক ঘরে থেকে সন্তান লালন-পালন করলে তাকে শিশু যত্ন ভর্তুকি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভাইসের অগ্রাধিকার হিসেবে দেখা এই পরিকল্পনায় কর্মজীবী বাবা-মায়াদের

জন্য নির্ধারিত ফেডারেল তহবিল ব্যবহার করা হবে।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলারের শিশু যত্ন ও উন্নয়ন তহবিল থেকে এই অর্থ দেওয়া হতে পারে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

ভিসা-গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় থাকা অভিবাসীদের বহিষ্কারের ঝুঁকি

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা বা গ্রিন কার্ড পাওয়ার অপেক্ষায় থাকা অভিবাসীদের মামলায় সময় দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপের নির্দেশনা পেয়েছেন অভিবাসন আদালতের বিচারকরা। এতে বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকা অনেক অভিবাসী দ্রুত বহিষ্কারের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন বলে জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান।

গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন প্রশিক্ষণ নির্দেশনায় বিচারকদের মামলার শুনতি স্থগিত বা সময় বাড়ানোর আবেদন 'কন্টিনিউয়েল' সীমিত করতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে যেসব অভিবাসী অন্য সরকারি সংস্থার কাছ থেকে ভিসা, গ্রিন কার্ড বা আইনি মর্যাদা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রেও সময় কম দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্যাতিত ও পরিত্যক্ত শিশু এবং গুরুতর অপরাধের শিকার ব্যক্তিরাও এ নীতির প্রভাবের মধ্যে পড়তে পারেন। পাশাপাশি আইনজীবী খুঁজে নেওয়ার জন্য অভিবাসীদের ১০ দিনের বেশি সময় না দেওয়ার বিষয়ে বিচারকদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

একুশ শতকের ক্ষত



নাইন-ইলেভেনের পঁচিশ বছর

ইব্রাহীম চৌধুরী

আরেকটি ১১ সেপ্টেম্বর। সেই সঙ্গে পূর্ণ হচ্ছে পঁচিশ বছর—একটি প্রজন্মের সমান সময়। ২০০১ সালের সেই সকালে নিউইয়র্কের আকাশ যেভাবে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল, সেই ছবি এখনো পৃথিবীর সন্মিলিত স্মৃতির সবচেয়ে গাঢ় দাগগুলোর একটি হয়ে আছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের যমজ চূড়া দুটি ধসে পড়তে সময় নিয়েছিল মিনিট কয়েক। কিন্তু তার অভিঘাত পৃথিবী এখনো বহন করে চলেছে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা তল্লাশি থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পুনর্বিন্যাস, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই সকালের ছায়া দীর্ঘ। ইতিহাসে এমন

কম দিনই আছে, যাকে ঘিরে গোটা বিশ্ব-ব্যবস্থার একটি স্পষ্ট আগে ও পরে চিহ্নিত করা যায়। ১১ সেপ্টেম্বর তেমনই একটি দিন।

চারটি সমন্বিত হামলায় সেদিন প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় তিন হাজার মানুষ। যাদের মধ্যে ছিলেন উনিশজন হামলাকারীও। শুধু ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারেই মৃত্যু হয়েছিল আড়াই হাজারের বেশি মানুষের। উদ্ধারকাজে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন কয়েক শ দমকলকর্মী ও পুলিশ সদস্য। মৃতের তালিকায় ছিল পৃথিবী এখনো বহন করে চলেছে। আশির অধিক দেশের নাগরিক। এই সংখ্যাটিই বলে দেয়, নিউইয়র্ক আসলে কতটা বিশ্বনগরী। সেই

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

Law Firm of Farhan Aryan P.C.
(Attorney and Counsellor at Law)
State of New York and Federal District Court
আপনার অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায়
আমরা আছি আপনার পাশে...

আমাদের সেবা সমূহ

- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- পার্সোনাল ইনজুরি
- ল্যান্ডলর্ড এন্ট টিন্যান্ড

72-85 Broadway, office #213, Jacksons Heights, NY 11372

+1 (844) 343 2529 Ext: 101

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বন্ডিং এ দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- স্লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases.
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com

ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স
পেরোল বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন নোটারী পাবলিক

PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2FI, Jackson Heights

Mohammed Hasen, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
সেবে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ

25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: 30 Avenue Station

Nazrul Islam
President & CEO

ZAKIR CPA PLLC
Certified Public Accountants

- ★ INCOME TAX
- ★ PAYROLL
- ★ BOOKKEEPING
- ★ AUDITS
- ★ CORPORATION TAX
- ★ CORP/LLC REGISTRATION

Follow @zakircpapllc

929-207-1516
info@zakircpa.com

2152B Westchester Ave, Bronx, NY-10462
164-19 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432

ZAKIR CHOUDHURY, CPA
FOUNDER & CEO

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্ক বাজী ক্রয়
বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260

Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417

71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল 917-396-4140, 917-592-7828
\$৫৪৯+

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

CHISHTI CPA PC
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ:

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেক্স-এমপ্রয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস প্ল্যান

ইনকাম ট্যাক্স

- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER

OUR OTHER SERVICES:

- PHOTOCOPY
- FLYER
- E-MAIL PRINT
- A-SIGN
- BANNER
- CARGO
- MONEY TRANSFER
- FEDEX/UPS
- BUSINESS CARDS
- CELL PHONE
- CUSTOM T-SHIRT
- MUG PRINTING

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T: 917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com

73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372

BRONX OFFICE
2040 McGraw Avenue
Bronx NY 10462

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499